উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	২১°	২৬°	২১°	২৬°	২১°	২৮°	২০°

দিল্লির এয়ারপোর্টে বিমানে আগুন ৭

চিরঘুমে ‘কথা বলা ছবি’র কারিগর ৭

প্রয়াত রঘু রাই

শিলিগুড়ি ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 27 April 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 337

অন্ধকারেই গণতন্ত্রের অদৃশ্য কারিগররা

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বৃহস্পতিবার, রাত তখন ২টো ২৫। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় যেন জনহীন প্রেতপুরী। হেডলাইটের তীব্র আলোয় মাঝেমধ্যে বুলেটের গতিতে ছুটে যাচ্ছে দানবীয় ট্রাক। সেই ধুলো আর আলো-আঁধারির মাঝে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক অসহায় বাবা এবং তাঁর কোলের একরত্তি মেয়ে। মশার যন্ত্রণায় কেউই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছেন না। ‘মা এখনও আসছে না কেন?’ থেকে থেকেই বাবাকে কাতর সুরে জিজ্ঞাসা করছে মেয়ে। বাবার চোখে তখন একদিকে অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে তীব্র ক্রোধ। ঘরে আগলে রাখার কেউ নেই, তাই গভীর রাতে কোলের শিশুকে বাইকে চাপিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গতি নেই। কারণ, তাঁর স্ত্রী ভারতের ‘মহা-গণতন্ত্র’-এর যজ্ঞে শামিল হয়েছেন। তিনি পোলিং অফিসার। নির্বাচন কমিশন তাঁকে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেবে না। সে দায় ভোটকর্মীর নিজেদের। অগত্যা অসহায় পরিবারের লোকেদেরই নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে রাস্তায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

রাত ৩টে ৪৫। ধুলো উড়িয়ে একটি গাড়ি থামল। হাতে ব্যাগ আর কাঁধে বেডরোল ঝুলিয়ে ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়া মা নামতেই মেয়েটি ছুটে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরল। মায়ের চোখে তখন জল। সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে না পারলে হয়তো যন্ত্রণা বুঝতাম না। এই দৃশ্যের পিছনের সত্যটি বীভৎস। ডিসিআরসি-তে ইভিএম ও নথিপত্র জমা দেওয়া হয়ে গেলে কমিশনের কাছে ভোটকর্মীরা বোঝা হয়ে যান। মাঝরাস্তায় একজন মহিলা ভোটকর্মীকে কার্যত ছুড়ে ফেলে দিয়েই তাদের ‘পবিত্র দায়িত্ব’ শেষ করেছে কমিশন। নিঝুম রাতে, একাকী একজন নারী কীভাবে বাড়ি পৌঁছাবেন, তাঁর জীবনের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা আছে কি না, তা নিয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা কমিশন কর্মকর্তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

এরপর দশের পাতায়

যেন ‘শীতঘুমে’ তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের ভোট পর্ব শেষ। এখন ফলাফলের জন্য অপেক্ষা। মাঝের এই সময়টায় কোথায় কেমন ভোট হল, কোন এলাকায় কতটা ভোট পড়ল, দলের তরফে কতটা ভোট করানো গেল, কোন নেতা-নেত্রী কী ভূমিকা নিলেন- এই সাতসতেরো নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা হবে এমনটাই স্বাভাবিক। অতীতে এমনটা দেখাও গিয়েছে। কিন্তু এবার তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ির নেতৃত্ব কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। ভোটের তিনদিন পরও নির্বাচন নিয়ে দলের তরফে শিলিগুড়িতে কোনও আলোচনাই হয়নি। জেলা নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত বুথভিত্তিক কোনও তথ্য চায়নি। যা নিয়ে দলের অন্দরেই বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে।

শিলিগুড়িতে এবারের বিধানসভা ভোট একপ্রকার অন্য ধারায় পরিচালিত হয়েছে। নির্বাচন কমিটি তৈরি করা, নেতা-নেত্রীদের এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে জেলা নেতৃত্বের অনেককেই এবারের ভোটের ময়দানে দেখা যায়নি। প্রার্থীর ফোন পাওয়ার পর তাঁদের অনেকে অবশ্য রাস্তায় নামেন। পাড়ায় পাড়ায় স্ট্রিট কর্নারের ব্যবস্থাও খুব কমই ছিল। অতীতে যে কোনও ভোটে পার্টির এমন ছন্নছাড়া পরিস্থিতি দেখা যায়নি বলে দলের পুরোনোদের অনেকেরই দাবি।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

পাপিয়া ঘোষ দীর্ঘদিন দলের জেলা সভানেত্রী ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকে শুরু করে তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগম, মহকুমা পরিষদ, লোকসভা ভোট পরিচালনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমার আমলে ভোট ঘোষণার আগেই নির্বাচন কমিটি তৈরি করা, দু’-তিনদিন পরপর নেতা-কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। এমনকি ভোট মিটতেই সমস্ত নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বৈঠক করে বুথফেরত তথ্য নিয়েছি।’ কিন্তু এবারের ভোটে সেই উদ্যোগ কোথায় বলে দলে অনেকেরই প্রশ্ন। ঘাসফুলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রুয়ালের বক্তব্য, ‘দলের নির্দেশ এলে নিশ্চয়ই ওয়ার্ডভিত্তিক হিসাব নেওয়া হবে।’

এরপর দশের পাতায়

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড

ইসলামপুরে ৩০০ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

অরুণ ঝা ও মহম্মদ আশরাফুল হক

ইসলামপুর ও চাকুলিয়া, ২৬ এপ্রিল : ‘গভীর রাত, চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। আচমকা ঝড়ের তাণ্ডবে আমার ঘরের টিনের চাল উড়ে গেল। প্রাণ বাঁচাতে চৌকির নীচে লুকিয়ে পড়ি। ঘরটুকুই আমার শেষ সম্বল ছিল। ঝড় সবই শেষ করে দিল।’ শনিবার মাঝরাতে হানা দেওয়া কালবৈশাখীর দাপটে গোয়ালপোখর ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নুরেফা খাতুনের মতো অনেকেই অসহায় হয়ে পড়েছেন। রবিবার তাঁদের অনেকেই কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। প্রকৃতির তাণ্ডবে ইসলামপুর, চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর ব্লক মিলিয়ে হেক্টরের পর হেক্টর জমির ভুট্টা চাষের পাশাপাশি ৩০০-রও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০০-রও বেশি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ।

ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহফুজ আহমেদ বলেন, ‘একাধিক ব্লকে ভুট্টা চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের টিম কাজ শুরু করেছে। কত হেক্টর জমি বা আনুমানিক ক্ষতি কত সোমবারের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত তথ্য জানাতে পারব। সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকে আমরা কন্ট্রোল রুম খোলার প্রস্তুতি শুরু করেছি।’ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ইসলামপুরের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার সমীর চৌধুরী বললেন, ‘প্রায় ২০০টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছে। পরিষেবা স্বাভাবিক করতে আমরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছি।’ সোমবারের মধ্যে তিনটি ব্লকেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তাঁর আশা। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

উড়ে গিয়েছে চাল (উপরে)। ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টার আবাদ। রবিবার।

শনিবার গভীর রাতে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। ইসলামপুর ব্লকের দাড়িভিট সংলগ্ন এলাকা, কালনাগিন এবং গাইসালে ঝড়ের দাপটে কমপক্ষে ৮০টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু বাড়ির টিনের চাল উড়ে যাওয়ায়

এরপর দশের পাতায়

মোবাইলে বন্দি শৈশব। কোচবিহারের কাঁড়িশাল টাকাগাছ এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ভবানীপুরে প্রার্থী রতুয়ার সাফি

শেখ পান্না

রতুয়া, ২৬ এপ্রিল : গোটা রাজ্যে যদি 'বিশেষ' কেন্দ্র বলে কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা ভবানীপুর। সেখানে মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সেই ভবানীপুর কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে মালদা জেলার নামও। কীভাবে? শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, মমতা ও শুভেন্দুর মুখোমুখি ভোটযুদ্ধে নেমেছেন মালদা জেলার বাসিন্দা শেখ সাফি আহম্মেদ। লড়ছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণও করেছে।

কে এই সাফি আহম্মেদ? ভবানীপুর কেন্দ্রের এই প্রার্থীর বাড়ি রতুয়ার বাহারাল অঞ্চলের উত্তর সাহাপুরে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি পেশায় একজন কোয়াক। পাড়াপ্রতিবেশীরা বলছেন, প্রায় ৫১ বছর বয়সি সাফি গত কুড়ি বছর ধরে এলাকার লোকজনকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছেন। এলাকায় তাঁর পরিচিতিও রয়েছে। আগে কখনও কোনও স্তরে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বলে জানা নেই এলাকাবাসীর। সেই সাফি হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন? হতবাক এলাকাবাসী। গুগল ম্যাপ বলছে, রতুয়া থেকে কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। খোদ মমতা-শুভেন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদের চেনাপরিচিত সাফি, একথা এলাকার লোকজনও যেন হজম করতে পারছেন না। এদিকে, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের নীচেই তাঁর নাম জ্বলজ্বল করছে।

এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'কয়েকদিন ধরে তাঁকে বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি না। কিছুদিন আগে গ্রামের কয়েকজনকে বলেওছিলেন যে তিনি মমতার বিরুদ্ধে লড়বেন, কিন্তু তখন আমরা কেউ গুরুত্ব দিইনি। এখন শুনছি সত্যিই ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন।'

এদিকে, সাফির এই ভোটে লড়া সংক্রান্ত সবকিছুই কেমন যেন রহস্যে মোড়া। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় অ্যাফিডেভিটে যে ফোন নম্বর দিয়েছেন, সেই নম্বরে ফোন করলে প্রথমবার ফোন ধরেছিলেন। কিন্তু সাংবাদিক পরিচয় শুনেই কেটে দেন। তারপর থেকে বারবার ফোন করলেও আর ধরেননি। সরাসরি তাঁর বাড়ি চলে গিয়েও লাভ হয়নি। একে তো তিনি নিজে বাড়িতে নেই। তার ওপর সাফির স্ত্রীও এব্যাপারে মুখে একেবারে কুলুপ এঁটেছেন। প্রথমে তো বলেছিলেন, স্বামীর ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে তিনি নাকি কিছুই জানেন না। পরে অনেক চাপাচাপির পর তাঁর উক্তি, 'আমার ছবি বা ভিডিও তুলবেন না। আমি কিছুই বলব না।' পাড়াপ্রতিবেশীর অনেকেই প্রথমে বিষয়টি জানতেন না। তবে সম্প্রতি খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শুরু হয়েছে জল্পনা। এক স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সাহানুর আলমের দাবি, সাফির পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। সম্প্রতি তাঁর পারিবারিক একটি সমস্যা সমাধানে তৃণমূলের কোনও স্থানীয় নেতার কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। তা নিয়ে রুষ্ট ছিলেন। সেই অভিমান থেকেই কি সরাসরি মমতার বিরুদ্ধে ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! এছাড়াও এলাকায় গুঞ্জন রয়েছে, সাফিকে নাকি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি বাড়িতেও আসছেন না। সাংবাদিকদের ফোনও ধরছেন না। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অজয় সিনহার বক্তব্য, 'শেখ সাফি আহম্মেদ আমাদের দলের কর্মী। বিজেপি তাকে ভুল বুঝিয়ে ভবানীপুরে প্রার্থী করেছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাকে অথবা তার পরিবারকে কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না। যারা এই ধরনের কথা বলছে তারা মিথ্যা কথা বলছে।'

- ভবানীপুর কেন্দ্রের এই প্রার্থীর বাড়ি রতুয়ার বাহারাল অঞ্চলের উত্তর সাহাপুরে
- তিনি পেশায় একজন কোয়াক
- প্রায় ৫১ বছর বয়সি সাফি গত কুড়ি বছর ধরে এলাকার লোকজনকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছেন

শেখ সাফি আহম্মেদ আমাদের দলের কর্মী। বিজেপি তাকে ভুল বুঝিয়ে ভবানীপুরে প্রার্থী করেছে। তৃণমূলের তরফে তাকে কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না।

অজয় সিনহা
ব্লক সভাপতি, তৃণমূল

অন্তঃসত্ত্বা দার্জিলিংয়ের ২, বেঙ্গল সাফারিতেও খুশির খবর

চিড়িয়াখানায় 'অতিথি'র অপেক্ষা

তমালিকা দে ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : পর্যটনের মরশুমে পাহাড় ও সমতলে খুশির হাওয়া। একঝাঁক নতুন অতিথি আসছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক এবং শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার তরফে জানানো হয়েছে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রয়েছে পার্কের সিলভার ফিজেন্ট এবং বিরল প্রজাতির মিশমি তাকিন।

অন্যদিকে, শালুগাড়ার বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গর্ভবতী হয়েছে মাদি হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার। ফলে, নতুন প্রাণীদের দেখা পাওয়ার আশায় এখন প্রহর গুনছেন আপামর পশুপ্রেমী।

স্নো লেপার্ড এবং রেডপান্ডা প্রজননের জন্য বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি রয়েছে দার্জিলিং শহরের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মিশমি তাকিনের মতো বিপন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে সফল প্রজনন একটি বড় সাফল্য। বর্তমানে চিড়িয়াখানায় ৭টি মিশমি তাকিন ও ২৩টি সিলভার ফিজেন্ট রয়েছে। হিমালয় পর্বতশ্রেণির উচ্চতায় বসবাসকারী বিশালাকার তৃণভোজী এই মিশমি তাকিন। অন্যদিকে, রুপোলি পালকের জন্য পরিচিত সিলভার ফিজেন্ট পাখিদেরও এখন প্রজননের সময়। ডিম পাড়া এবং সেই ডিম ফুটে ছানা বেরোনোর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার তরফে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছে হবু মায়েদের। এই সময় প্রাণীদের শরীরের পুষ্টির প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় মিশমি তাকিন।

এছাড়া সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা অন্তঃসত্ত্বা প্রাণীদের গতিবিধির ওপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। এমনকি, পার্কে ঘুরতে আসা মানুষের কোলাহল থেকে দূরে, শান্ত পরিবেশে রাখা হয়েছে গর্ভবতী প্রাণীদের। সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তারা মানসিক চাপে না ভোগে।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক বলেন, গর্ভবতী মায়েদের দেখাশোনার জন্য পশুচিকিৎসক প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, শীঘ্রই সুস্থ সবল নতুন কিছু সদস্য চিড়িয়াখানায় যুক্ত হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এটা চিড়িয়াখানার বড় জয়। পর্যটকদের আকর্ষণও বাড়বে।

এদিকে বেঙ্গল সাফারি সূত্রে খবর, এখন মোট পাঁচটি হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার রয়েছে তাদের হেপাজতে। এর মধ্যে তিনটে মাদি। কয়টির মধ্যে গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছে, তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি কর্তৃপক্ষ।

বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার বলেন, 'ভালুকরা সাধারণত ৮ থেকে ৯ মাসের গর্ভাবস্থায় শাবক প্রসব করে। সেই লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি। কিন্তু, অনেক সময় গর্ভবতী হলেও জন্মদানে সমস্যা হতে পারে। ফলে, ভালুক ছানার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত আমরা আগাম কিছুই বলতে পারি না।'

ভোট শেষ তবু সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল : কালীপুজোর আয়োজন চলছে। প্রতিমা আনা হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় বসে কয়েকজন প্রসাদের জন্য ফল কাটছেন। আর ছোট একটি বক্সে গান চলছে। মোবাইলের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্যমে লিংক করা বক্সে গান চলছিল, 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে।'

গানের কথাগুলো গুনগুন করছিলেন জনা কয়েক মহিলা। হঠাৎ করেই সেই বক্সে বেজে উঠল, 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। ভয় আউট ভরসা ইন, বিজেপিকে ভোট দিন।'

বক্সে ওই রকম শব্দ শুনেই চোখ বড় বড় করে উঠলেন এক মহিলা। বললেন, 'আরে এগুলো কি শুনছিস। পুজোর গান দে।' কিছুটা ধমকের চোখে মোবাইল হাতে নিয়ে বসে থাকা এক তরুণীকে ওই মহিলা একথা বলতেই তরুণী বুঝিয়ে দিলেন ওটা বিজ্ঞাপন। ইউটিউবে গান চালালে বিজ্ঞাপন শুনতেই হয়। গানের মাঝে চলে এসেছে সেটা।

শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ঘরঘরিয়া গ্রামের এক বাড়ির কালীপুজোতে গিয়ে এমনই দৃশ্যই দেখা গেল। গান চলতে চলতে হঠাৎই বেজে উঠছিল বিজেপির ভোট প্রচারের বিজ্ঞাপনের ওই গান। কখনও আবার বেজে উঠেছিল তৃণমূলের বিজ্ঞাপন, 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা।' নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে এই বিজ্ঞাপনগুলো তৈরি হলেও বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলো যেন মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি টাকার এমন বিজ্ঞাপন যে এখন অনেকের কাছেই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কালীপুজোর বাড়িতেই তা বোঝা গেল।

আলিপুরদুয়ারে তো নির্বাচন শেষ। ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখনও কেন বিজ্ঞাপনের ভিডিও দেখতে হচ্ছে? এই প্রশ্ন করছেন অনেকেই। তবে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এভাবে বিজ্ঞাপন যে চলবে, তা প্রায় স্থির। ওই দিন দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ দক্ষিণবঙ্গে। নির্বাচনের প্রচারকে আধুনিক করতে ডিজিটাল প্রচার করেছে সব রাজনৈতিক দলই। সব থেকে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, পোস্টার, অডিও তৈরি করে প্রচার করা হচ্ছে প্রায় দেড় মাস ধরে। আলিপুরদুয়ার শহরের চিত্তরঞ্জনপল্লির বাসিন্দা সাত্যকি চক্রবর্তীর কথায়, 'ইউটিউবে ভিডিওতে এক-দেড় মাস থেকে এত পরিমাণ নির্বাচনের বিজ্ঞাপন আসছে, যে কিছু বলার নেই। আমাদের এখানে তো নির্বাচন শেষ। তবুও শান্তি নেই।'

এদিকে রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, স্যোশাল মিডিয়ায় যে বিজ্ঞাপনগুলো চলছে, সেটা গোটা রাজ্যেই চলছে। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামীর কথায়, '২৯ এপ্রিল নির্বাচন শেষ হলেই এই বিজ্ঞাপনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। বিজ্ঞাপনে তো নির্বাচনে প্রভাব পড়েই। সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পোষ্যের দেহ আঁকড়ে সোনালি মালাকার। -সংবাদচিত্র

দুর্ঘটনায় মৃত, শোকস্তব্ধ কিশোরী

কুকুরের দেহ কোলে থানায়

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৬ এপ্রিল : বাড়ির পোষা কুকুর হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, আত্মিকতার। এমনকি পথ দুর্ঘটনার পরেও জখম বন্ধুকে নিয়ে পশু হাসপাতাল, দোকান সর্বত্র চিকিৎসার জন্য ছুটেছে। তবে রবিবার পশু হাসপাতাল বন্ধ থাকায়, চিকিৎসা না পেয়েই মৃত্যু হয় হানির। আর তারপর থেকেই প্রবলভাবে ভেঙে পড়েছে বন্ধু বাণী। দুই বছরের হানির মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছে না ১২ বছরের ওই কিশোরী। রীতিমতো খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়ে হানিকে বুকে জড়িয়ে সোজা থানার সামনে এসে বসে থাকে সে।

দাবি, ময়নাতদন্ত করিয়ে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। অবশেষে তার জেদের কাছে নতিস্বীকার করে পরিবারের সদস্যরা বালুরঘাট থানায় লিখিতভাবে এই ঘটনার তদন্ত চেয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। আগামীকাল হানির মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে পশু হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া বাণীর ভালো নাম সোনালি মালাকার। তার পিসি পূর্ণিমা মণ্ডল বছর দুয়েক আগে দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় ১৫ দিন বয়সি একটি সিজ্জু ব্রিডের কুকুরকে দিল্লি থেকে নিয়ে আসেন। বাণীর নামের সঙ্গে মিলিয়েই তার নাম রাখা হয় হানি। ওই পরিবারের কাছে হানি ক্রমশই একজন সদস্য হয়ে উঠেছিল। ওই বাড়িতে থাকা খরগোশ, ছাগলদের পাহারা দিত সে। সকলেই তাকে খুবই ভালোবাসত। তবে সবচেয়ে দুষ্টু-মিষ্টি সম্পর্ক ছিল বাণীর সঙ্গে।

কিন্তু রবিবার হঠাৎ সেই তাল কেটে যায়। এদিন সকালে বাড়ির সকলে যখন কাজে ব্যস্ত, তখন হানি বাড়ির একটি ছাগলের সঙ্গে খেলতে খেলতে রাস্তায় চলে যায়। আর তখনই বেপরোয়া একটি বাইক হানিকে ধাক্কা দিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়েই বাণী ও অন্যরা ছুটে গিয়ে হানিকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। এরপর তাকে কোলে নিয়েই ছুট লাগায় বালুরঘাট অভিযাত্রী ক্লাবপাড়া এলাকার পশু হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতাল বন্ধ থাকায় ওষুধের দোকানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় হানির। এরপর সোজা এই মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তির দাবিতে মৃতদেহ কোলে নিয়েই বাণী চলে যায় থানায়।

তার ঠাকুরমা সন্ধ্যা মালাকার, পিসি পূর্ণিমা মণ্ডল সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেও সে নিজের দাবিতে অনড় থাকে। থানার সামনে দীর্ঘক্ষণ ওই মৃতদেহ কোলে বসে থাকে সে। অবশেষে তার পিসি বালুরঘাট থানায় তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশের কাছে হানির মৃতদেহের ময়নাতদন্তের আশ্বাস পেয়ে বাড়ি ফেরে সে। ঠাকুমা বলেন, 'মেয়েটি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের মনও ভালো নেই। হানি সবার প্রিয় ছিল।' পিসির কথায়, 'বেপরোয়াভাবে মোটরবাইক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হানিকে মেরে ফেলেছে একটি কুরিয়ার সংস্থার বাইক। আমরা ওই বাইকচালকের শাস্তি চাই।'

বেপরোয়াভাবে মোটরবাইক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হানিকে মেরে ফেলেছে একটি কুরিয়ার সংস্থার বাইক। আমরা ওই বাইকচালকের শাস্তি চাই।

পূর্ণিমা মণ্ডল
বাণীর পিসি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সাফল্য

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ট্র্যাকের আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণে বড়সড়ো সাফল্য পেল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, ৪৫৭ কিমি নতুন ট্র্যাক বসানো হয়েছে। আরও মজবুত করার জন্য ৯.৫৭ লক্ষ ঘনমিটার ব্যাসাল্ট সরবরাহ করে ট্র্যাকে বসানো হয়েছে। এছাড়া ৩৯টি লুপ লাইনের গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ কিমি থেকে বাড়িয়ে ৩০ কিমি করা হয়েছে।

কপিঞ্জলকিশোর বলেন, 'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ যেমন করেছে সেইসঙ্গে পরিকাঠামোর উন্নতিও করেছে।'

কর্মখালি

স্টার হোটেলে ব্রিশ এর কমবয়সিরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18K থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/121194)

●

শিলিগুড়িতে রেস্টুরেন্টের জন্য কুক & হেল্পার (রুটি করতে জানা) ছেলে চাই। বেতন- ১০০০০/- - ১৫০০০/- (থাকা-খাওয়া ফ্রি)। M : 9832543559. (C/121714)

●

ময়নাগুড়ি ও বিধাননগরে ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড, সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553.

●

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজের জন্য টু-হুইলার চালানো জানা, হিসাবে দক্ষ, হাতের লেখা পরিষ্কার স্থানীয় ছেলে চাই। M:- 9641618231.

●

শিলিগুড়ির খালপাড়াতে মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। শিলিগুড়ির বাহিরেও যেতে হবে। (M) 8116743501. (C/121716)

আজ টিভিতে

ঘূর্ণি শুরু হচ্ছে আজ থেকে প্রতিদিন সন্ধে ৭.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ রেমো (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.১৫ সংগ্রাম, বিকেল ৩.৩০ হাঙ্গামা, সন্ধে ৬.৪৫ বাংলার বধূ, রাত ১০.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ আমাদের সংসার, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.৪৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.৩০ তোমাকে চাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ চাওয়া পাওয়া, বেলা ১১.৩০ আসল নকল, দুপুর ২.৩০ প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ মেজবউ, রাত ৮.০০ দান প্রতিদান, ১১.০০ চিতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্রদানী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবুজ সাথী
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ দামিনী, বিকেল ৩.২৩ হলচল, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ৯.৫৯ মা বেটি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৩ হোগি পেয়ার কি জিত, দুপুর ১.৪৪ গদর-এক প্রেমকথা, বিকেল ৫.২২ খিলাড়ি ৭৮৬, সন্ধে ৭.৫৯ তিরঙ্গা, রাত ১০.৫৯ ভালাত্তি
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.৫০ তেরে ইশক মেঁ, বিকেল ৪.৩২ বাহুবলী, সন্ধে ৭.৫০ রামারাও অন ডিউটি, রাত ১০.৩৭ দ্য মমি রিটার্নস
স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৪২ হনুমান, বিকেল ৪.০৪ ওয়ার-টু, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল, রাত ১০.২৫ দরবার

তেরে ইশক মেঁ
দুপুর ১.৫০ সোনি ম্যাক্স

অগ্রদানী দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

পূর্বজন্মের রহস্যের খোঁজে গোরা-দিতি।
তারে ধরি ধরি মনে করি সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃষ্টিশীল কাজে সাফল্য মিলবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ। বৃষ : সারাদিন কোনও বিষয়ে মানসিক চাপ থাকবে। মূল্যবান দ্রব্য ফিরে পাবেন। মিথুন : বহুদিনের কোনও বকেয়া অর্থ আজ হাতে মিলতে পারে। কর্কট : সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। সিংহ : বাড়িতে অযথা বিবাদে শান্তি নষ্ট হবে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। কন্যা : সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ্য করে তৃপ্তি। নিজের সিদ্ধান্তের ভুলে অপব্যয় এবং অশান্তি। তুলা : যে কাজে হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য মিলবে। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি হবে। বৃশ্চিক : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর টাকা নষ্ট। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে সতর্ক থাকুন। আজ মনকে শান্ত রাখুন। বাবার শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। মকর : অতিভোজন থেকে আজ সাবধান। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। কুম্ভ : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। প্রেমে শুভ। মীন : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ বৈশাখ, ১৪৩৩, ভাঃ ৭ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬, ১৩ বহাগ, সংবৎ ১১ বৈশাখ সুদি, ৯ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১২, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, একাদশী রাত্রি ৭।৫৬। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৮। ধ্রুবযোগ রাত্রি ১১।২২। বণিজকরণ দিবা ৮।২০ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৫৬ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১০।৫৮ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৫।৪ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।৫৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৭।৫৬ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৪৮ গতে ৮।২৪ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।২৩ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ৭।৫৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১০।১১ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১১।৩৫ গতে পুনর্যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৬।৪৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফুটপাথে পাইপ, সমস্যায় পথচারীরা

বাগডোগরা, ২৬ এপ্রিল : বাগডোগরা বিহার মোড় থেকে গোঁসাইপুর পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ে-টু'র ফুটপাথজুড়ে ফেলে রাখা হয়েছে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার পাইপ। এর ফলে ফুটপাথে হাঁটাচলা করতে সমস্যা হচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রায় দু'বছর ধরে পাইপগুলি ফেলে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের কথায়, দু'বছর হতে চললেও এখনও গ্যাসের পাইপলাইনের সংযোগ দেওয়া হয়নি। রাস্তার একাধিক জায়গায় যেমন খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে ঠিক তেমনই ফুটপাথে পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে দু'দিক থেকেই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। চলাচল করতে বেগ পেতে হচ্ছে।

ফুটপাথ দখল হয়ে থাকা নিয়ে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি রাজীব গুহ বলেন, 'ফুটপাথ দখল করে রাখলে আমরা কী করব? সরকারি কাজের জন্য, সরকারি রাস্তায় পাইপ ফেলেছে আমাদের কিছু করার নেই।'

বাগডোগরা

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'কেন এভাবে ফুটপাথে পাইপ ফেলে রেখেছে বলতে পারব না। কবে সংযোগ দেবে সেটাও জানা নেই।' ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের চলাচলে খুবই সমস্যা হচ্ছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

এবিষয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-টু'র সহকারী বাস্তুকার দীপকুমার সাহার বক্তব্য, 'এশিয়ান হাইওয়ে-টু'র পাশ দিয়ে পাইপ বসানোর অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তবে কেন দেরি করছে বলতে পারব না।' বিষয়টি নিয়ে পাইপলাইন বসানোর বরাত পাওয়া সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা ফোন না ধরায় বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রচারে বাহিনী

চোপড়া, ২৬ এপ্রিল : সদর চোপড়া এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে সচেতনতা প্রচার করা হয়। ভোট পরবর্তী সময়ে এলাকায় যাতে কোনও ধরনের হিংসা, অশান্তি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সেই লক্ষ্যে এই প্রচার অভিযান বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এলাকায় টহল দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। কোনও গুজবে কান না দেওয়া, কেউ গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করলে দ্রুত প্রশাসনকে জানানোর পরামর্শও দেওয়া হয়।

বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ

রাস্তায় পড়ে মৃত্যু বাইকচালকের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : ফের অমানবিক শহর। বাস ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইকচালক বাসের তলায় চলে গেলেও, তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেন না কেউ। বাসচালক ও কনডাক্টর তো গা-ঢাকা দিলেন, বাস থেকে নেমে নিজেদের মতো করে চলে গেলেন যাত্রীরাও। শালুগাড়া ট্রাফিক গার্ড ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে, বাসের তলা থেকে ওই তরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। কিন্তু মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গল সাফারি সংলগ্ন সাতমাইল এলাকায়। এমন ঘটনায় বিস্মিত পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, ডুয়ার্সের বাগ্রাকোট এলাকার বাসিন্দা মৃত ওই তরুণের নাম অনুপ বাসনেট। তিনি পেশায় রংমিস্ত্রি। শিলিগুড়িতে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যদিও দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, বীরপাড়া-শিলিগুড়ি রুটের বাসটি চেকপোস্টের দিকে আসছিল। সেবকের দিকে যাচ্ছিলেন অনুপ। বাইকের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে না পেরে কোনওভাবে ওই তরুণ বাসের সামনে চলে আসতে পারেন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। তবে বাসটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে ধাক্কা মারতে পারে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা চালক ও কনডাক্টরকে জেরা করলে জানা সম্ভব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ মেলেনি। পিসি মিত্তাল বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাসের দাবি, 'অতিরিক্ত গতিতে থাকা বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। বাইকচালককে বাঁচানোর চেষ্টায় বাসটিকে রাস্তার ধারে নিয়ে যান চালক। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বাসে যাত্রী ছিলেন বলে শুনেছি। তবে তাঁদের কেউ আহত না হওয়ায় নিজেদের মতো করে তাঁরা হয়তো চলে গিয়েছেন।'

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে। রবিবার। -সূত্রধর

এদিকে, শনিবার রাতেও মাল্লাগুড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় বাইকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে দুজন দার্জিলিং মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে একটি ম্যাক্সিক্যাবের। গাড়িটি এয়ারভিউ মোড়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট লেনের পরিবর্তে উলটো লেনে ছিল। অতিরিক্ত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনায় বাইকে থাকা দুজনই গুরুতর আহত হন। হেলমেট না থাকায় মাথায় মারাত্মক চোট পান বাইকচালক। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বাইকচালককে পরবর্তীতে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। তবে ঘটনায় এখনও ওই বাইকচালকের পরিবারের তরফে পুলিশে কোনও ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

মোদিকে স্বাগত জানানোর তালিকায় নেই আনন্দময়, দুর্গা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৬ এপ্রিল : সিকিম সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনার আলফা জোনে নামবেন তিনি। সেখানে মোদিকে স্বাগত জানাতে বিজেপির তরফে ৪০ জন নেতার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় নাম নেই বিজেপির শিলিগুড়ি মহকুমার দুই বিধায়ক তথা প্রার্থী আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মুর। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে।

দুর্গা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য দল তাঁকে ডাকেনি। তিনি বলেন, 'দলীয় নিয়মই শেষ কথা। আমি সেটাকে স্বাগত জানাচ্ছি।' অন্যদিকে, আনন্দময়ের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আনন্দ-গোষ্ঠীর নেতারা বলছেন, দলের এই দুই নেতার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। তবে কেউ দলীয় নির্দেশের বাইরে নন।

সোমবার কলকাতায় মোদির রোড শো সহ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। বাগডোগরায় দুপুর আড়াইটায় তাঁর নামার কথা। কিন্তু কলকাতার কর্মসূচি শেষ করে আদৌ তিনি যথাসময়ে পৌঁছাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যদি বাগডোগরায় নামতে দেরি হয় তাহলে শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী ফের রাত্রিযাপন করবেন কি না, তা নিয়েও বিজেপির অন্দরে আলোচনা চলছে। যদিও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দাবি করেছেন, 'মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে সিকিমে প্রধানমন্ত্রীর রোড শো রয়েছে। পরে আরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। তাই সোমবার তিনি সিকিমে যাবেন। রাতে সিকিমেই থাকবেন।' প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচির কারণে রাজু ইতিমধ্যেই সিকিমে পৌঁছে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বাগডোগরা থেকে মোদি কীসে সিকিমে যাবেন তা নিয়েও জোর চর্চা চলছে। কথা ছিল, বাগডোগরা থেকে তিনি হেলিকপ্টারে সিকিমে যাবেন। কিন্তু আবহাওয়ার ভ্রূকুটি দেখে বাগডোগরা থেকে হেলিকপ্টারে সিকিম যাওয়া সম্ভব হবে কি না, ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। সেক্ষেত্রে সড়কপথে মোদির সিকিম যাত্রা নিয়েও আলোচনা চলছে। কিন্তু ধসপ্রবণ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে সিকিম যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে।

এদিন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ পুলিশকর্তারা বাগডোগরা বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। কমিশনারেটের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'সড়কপথে কোনওভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে সিকিমে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না এসপিজি। তিনি হেলিকপ্টারেই যাবেন। তবে হেলিকপ্টারে যাওয়া নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপরে। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে শেষ পর্যন্ত সফর বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।'

পিঠে চড়ে

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে বাচ্চা পিঠে কেনাকাটা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

দ্রুত কাজ করতে সমস্যা

গাড়ির আকাল বন দপ্তরে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগেই বিকল হয়ে গিয়েছিল বন দপ্তরের হাতি তাড়ানোর বিশেষ গাড়ি 'ঐরাবত'। দীর্ঘ সময় পর সেটার মেরামতি সম্ভব হলেও পরিষেবায় ব্যাঘাত আর এড়ানো যায়নি। পরীক্ষার কয়েকদিন গাড়িটিকে কাজে লাগাতে পারেননি বনকর্মীরা। এই ঘটনা কার্সিয়াং ডিভিশনের পরিকাঠামোর কঙ্কালসার চেহারা ফের সামনে এনে দিয়েছিল। হাতি-মানুষের লড়াই যখন উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় নিত্যদিনের ঘটনা, তখন বন দপ্তরের একটি ডিভিশনের দৈন্যদশা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণের হানা রুখতে প্রতিটি রেঞ্জে অন্তত একটি করে বড় গাড়ি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ উলটো। অভিযোগ, পর্যাপ্ত গাড়ি না থাকায় অনেক সময় বন্যপ্রাণের হানা বা লোকালয়ে হাতি ঢোকার খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে বনকর্মীদের। ততক্ষণে হাতির তাণ্ডবে ঘরবাড়ি বা ফসলের যা ক্ষতি হওয়ার তা হচ্ছে। এই বিলম্বের কারণে উত্তেজিত জনতার ক্ষোভের মুখেও পড়তে হয় বনকর্মীদের।

খোদ বনকর্মীদের সুরক্ষাও প্রশ্নের মুখে। ঘন বনের মাঝে টহল দেওয়ার সময় হঠাৎ পুরোনো গাড়ি বিকল হয়ে গেলে প্রাণের ঝুঁকি থেকে যায়। বহু পুরোনো গাড়ি সংস্কারের জন্য সামান্য বরাদ্দের অভাবে খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বললেন, 'কয়েক বছর আগেই দপ্তরের কাছে গাড়ির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, কোন গাড়ি কী অবস্থায় রয়েছে এবং জরুরি ভিত্তিতে ক'টি নতুন গাড়ি প্রয়োজন। কিন্তু আজ অবধি সুরাহা মেলেনি।'

- চিতাবাঘ ধরার খাঁচা বহনের জন্য একটি পিকআপ ভ্যান পর্যন্ত নেই এই ডিভিশনে
- হাতি তাড়ানোর জন্য বরাদ্দ গাড়িটি অফিসের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করেন রেঞ্জ অফিসাররা
- একমাত্র ঐরাবত (হাতি তাড়ানোর গাড়ি) ১৫ বছরের বেশি পুরোনো
- পর্যাপ্ত যানের অভাবে বন্যপ্রাণের হানার খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে

পরিস্থিতি এমন যে, রেঞ্জ অফিসারদের জন্য দপ্তরের নিজস্ব গাড়িও নেই। হাতি তাড়ানোর জন্য রাখা গাড়িটিকেই অফিসের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে হয় তাঁদের। বর্তমানে ডিএফও-র জন্য বরাদ্দ মিলিয়ে মাত্র আটটি গাড়ি সচল রয়েছে। ৫-৭টি বিকল হয়ে পড়ে। দপ্তরের কাছে ১৪টি নতুন গাড়ির আবেদন জানানো হলেও, তা এখন ফাইলবন্দি। একমাত্র ঐরাবতটিও ১৫ বছরের বেশি পুরোনো। সেসবের যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ায় এবং বারবার মেরামতি করায় কার্যকারিতা তলানিতে ঠেকেছে।

বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শুধু হাতি নয়, চিতাবাঘ ধরার খাঁচা বহনের জন্য একটি পিকআপ ভ্যান পর্যন্ত নেই এই ডিভিশনে। ফলে খাঁচা নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য জায়গা থেকে গাড়ি জোগাড় করতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হয়।

গাড়ি ভাড়া করতে গিয়েও সমস্যা পাহাড়প্রমাণ। অভিযোগ, প্রায় ১০ বছরের পুরোনো দর অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করা হয়, তাও আবার মেটানো হয় বছর শেষে। বর্তমান বাজারে তেলের দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বিচার করে অধিকাংশ মালিকই বন দপ্তরকে ভাড়ায় গাড়ি দিতে চাইছেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের আক্ষেপ, 'গাড়ির অভাবে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পেরে আমরা অনেক দুর্ঘটনা এড়াতে পারছি না।' বর্তমানে মাত্র ১০টি বাইক ও স্কুটি দিয়ে টহলদারির চালাতে হচ্ছে।

মৎস্য ধরিব খাইব সুখে

মাল নদীর ধারে রবিবার মাছ ধরার ছবিটি তুলেছেন অ্যানি মিত্র।

সেচনালা বন্ধ করে প্রাচীর

নকশালবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেল্টাজোত এলাকায় সেচনালা বন্ধ করে সীমানা প্রাচীর তৈরির অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ির একটি দালালচক্র নিয়মকানুন কিছুই না মেনে জমি প্লটিং শুরু করেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। আনুমানিক চার বিঘা যে জমিতে প্লটিং শুরু হয়েছে, ওই জমির মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি সেচনালা। বর্তমানে ওই নালায় জল না থাকলেও সেটি বর্ষায় কৃষকদের কৃষিকাজে প্রধান ভরসা। কয়েকজন কৃষক শিলিগুড়ির প্রোমোটারদের কাছে ওই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাকের ডগায় এমন বেআইনি কাজ করছেন বলে অভিযোগ।

এইভাবে সীমানা প্রাচীর তৈরি করায় এলাকার পাঁচশো কৃষক বিপাকে পড়েছেন।

অমিত ওরাওঁ নামে এক বাসিন্দা বলছেন, 'জমির মালিকরা শিলিগুড়িতে থাকেন। আমি সবকিছু দেখাশোনা করি। সেচনালাটি ভুলবশত

মিস্ত্রিরা বন্ধ করে ফেলেছেন। আমরা দ্রুত সেটা খুলে দেব।' হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাথরিন তামাং জানাচ্ছেন, তাঁর কাছে এব্যাপারে কেউ কোনও অভিযোগ করেনি।

স্থানীয় কৃষকরা জানাচ্ছেন, সেচনালাটি আগে প্রতি বছর একশো দিনের কাজে সাফাই করা হত। একশো দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নালার সাফাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে গোটা নালা এখন আগাছায় ভরে গিয়েছে। বর্ষায় ওই নালা দিয়ে আশপাশের খেতে জল যায়। নালাটি খোলা না রাখলে বর্ষার জল আশপাশের বাড়িঘরে ঢুকে পড়বে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির সমারু রাজগড় বলেন, 'ওই নালা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে যায়। আশপাশে ধানখেত রয়েছে। সকলে এই সেচনালার ওপর নির্ভরশীল। কে বা কারা নালাটি বন্ধ করে দিয়েছেন আমার জানা নেই। কৃষকদের সমস্যা হবে।' তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক বলেন, 'জমি মাফিয়ারা শাসকদলের মদতে হাতিঘিসাজুড়ে কৃষিজমির ওপর কংক্রিটের দেওয়াল তৈরি করছে। এরপর জমি প্লটিং করে বিক্রি করছে। সেচনালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছেন কৃষকরা। আশপাশের খেতগুলিতে জল পৌঁছাতে কিংবা বের হতে পারছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।'

পিন্টু স্মরণ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) উদ্যোগে রবিবার পীযূষকান্তি রায়ের (পিন্টু) স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। স্মরণসভায় প্রত্যেকে পীযূষকান্তির রক্ত আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার কথা তুলে ধরেন। রক্তদানের বিষয়ে মানুষকে সজাগ করা, কারও রক্তের প্রয়োজন হলে তিনি কীভাবে ছুটে যেতেন সেই বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসে। এদিন পীযূষকান্তিকে নিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব এই স্মরণিকা প্রকাশের দায়িত্ব নেবেন বলে জানিয়েছেন। ন্যাফের সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার বলেন, 'পীযূষকান্তি আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এদিন সভায় সকলে শিলিগুড়িতে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।'

বন্ধ সিসিটিভি ক্যামেরা

ইসলামপুর, ২৬ এপ্রিল : ইসলামপুর কলেজের ডিসিআরসি'তে প্রায় ৩৫ মিনিট সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকার অভিযোগ ঘিরে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ৮টা ০৫ মিনিট পর্যন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা অচল ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর পেয়ে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হুসেন ঘটনাস্থলে যান। জাকির বলেন, '৩৫ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজের রেকর্ডিং আবেদন করার পর প্রশাসন আমায় দেখিয়েছে। তাতে সব ঠিক আছে বলেই মনে হল।' অন্যদিকে, খবর পেয়ে ইসলামপুরের বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় ডিসিআরসি-তে আসেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করছে। সবই ঠিক আছে।' এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কেউ কোনও বক্তব্য দেননি।

বৃষ্টিতে খুশি চা চাষিরা, আশঙ্কা পাট চাষে

চোপড়া, ২৬ এপ্রিল : রবিবার টানা বৃষ্টিতে তাঁর দেড় বিঘা জমিতে হাঁটুজল জমে গিয়েছে। পাটকিয়াবান্ধা এলাকার পাটচাষি মহম্মদ শরিফুলের বক্তব্য, 'এক বিঘা জমিতে পাট ছিল। জমিটি জলে ডুবে গিয়েছে। এতে পাটের বৃদ্ধি কমে যাবে।' এলাকার সবজিচাষি মুজাহিদ হুসেন বললেন, 'কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ঢ্যাঁড়শ, পুঁইশাক ও পাটের খেত ডুবে গিয়েছে। এতে ফলনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জমির জল বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতো জানিয়েছেন, আগামী দু'-একদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাটের জমি থেকে জমা জল বের করার ব্যবস্থা করা গেলে তেমন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আরেক বিশেষজ্ঞ ডঃ মৌটুসি দে বলেন, 'ভারী বৃষ্টিতে যাঁরা জমি তৈরির কাজ শুরু করেছেন, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে।' এদিকে, এদিনের বৃষ্টির ফলে আবহাওয়াতেও বদল এসেছে। গরম কিছুটা কমেছে।

শিলান্যাসই সার, গাঁথা হয়নি স্বাস্থ্যকেন্দ্রর একটি ইটও

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : প্রায় এক বছর আগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে আজ অবধি একটা ইটও গাঁথা হল না। স্থানীয়রা বলছেন, 'ভোটও তো পেরিয়ে গেল, আদৌ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে তো!'

আশপাশে কোনও সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় পড়তে হয় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের। চিকিৎসার জন্য তাঁদের একমাত্র ভরসা ১০ কিলোমিটার দূরের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল বা প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সালে এই এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার কথা ঘোষণা করে সরকার। প্রথমে গজলডোবাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও পরে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর এলাকার জমি ঠিক করা হয়। ৪ বিঘা জমির ওপর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি করতে প্রাথমিকভাবে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দও করা হয় বলে খবর। যদিও শিলান্যাস ছাড়া আর কোনও কাজই এখনও হয়নি।

স্থানীয় রাজা সরকারের কথায়, 'এই অঞ্চলের অনেকের নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক অবস্থা নেই। রাতবিরেতে চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যাওয়া অনেক সমস্যার হয়।' রুমা বর্মন বললেন, 'রাস্তাঘাটের যা পরিস্থিতি তাতে গর্ভবতী মহিলাদের দূরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়াও ঝক্কির। এই এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দ্রুত তৈরি করা হোক।'

বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়ের বক্তব্য, 'ঠাকুরনগরে যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি করা হয়, সেই জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠি দিয়েছিলাম। নয়তো ওই জমিটি দালালরা দখল করে নিচ্ছিল। এই এলাকার মানুষদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খুবই প্রয়োজন। শুনেছি পূর্ত দপ্তর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি করতে প্রায় ১২ কোটি টাকার এস্টিমেট দিয়েছে। সেকারণে কাজ আটকে গিয়েছে।'

ক্ষোভ ঠাকুরনগরের বাসিন্দাদের

শিলান্যাসের পর বসানো হচ্ছে ফলক। -ফাইল চিত্র

নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে কাজ শুরু হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাহুল রায়ও। তিনি বললেন, 'ঠাকুরনগরে যেহেতু একটু বড় জায়গা পাওয়া গিয়েছে, তাই সেখানে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পূর্ত দপ্তর থেকে নতুন করে কাজের এস্টিমেট দেওয়া হয়েছে। সেই এস্টিমেট অনুযায়ী বরাদ্দের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে যাতে কাজ শুরু করা যায় সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠি করা হয়েছে।'

ভোটের গুমোট কাটিয়ে শৈলশহরে পর্যটকদের কলতান

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

দার্জিলিং, ২৬ এপ্রিল : রবির সকাল থেকেই শৈলরানির শহরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। মেঘ আর কুয়াশার চাদরে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার লুকোচুরি খেলা দেখতে ম্যাল চত্বরে উপচে পড়া ভিড়।

বৃষ্টির ছোঁয়ায় পাহাড়ের সবুজ রং যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারের ছোট ছোট পাইন গাছগুলোও আজ যেন নতুন করে সেজেছে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মেখে চকচক করছে পাতাগুলো।

ম্যাল রোডে ঘোড়সওয়ারদের ব্যস্ততা বেড়েছে। ছোট-বড় পাহাড়ি ক্যাফেগুলোতে পর্যটকদের আড্ডা আর হাসির রোল উঠছে। ম্যাল থেকে রাজভবনের দিকের রাস্তায় ছাতা মাথায় পর্যটকদের হেঁটে চলা যেন কোনও সিনেমার দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

গাড়িচালক নিদেন শেরপা একটি নেপালি গান গুনগুন করছিলেন।

-ভোটের সময় কেমন পরিস্থিতি ছিল?

খানিকক্ষণ ভেবে নিদেনের জবাব, 'ওই সময় তো প্রচার-মিটিং-মিছিল থাকে। সব দোকান খোলে না সবদিন। তাই, পর্যটকরা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন। শিলিগুড়ি বা আশপাশ থেকে যাঁরা আসেন, কয়েকঘণ্টা থেকে ফিরে যান। তাছাড়া, প্রতিবছরই এসময়টায় ভিড় বাড়ে। এনজয় করুন ম্যাডাম, সারাজীবন মনে থাকবে।'

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ব্যস্ততা কাটিয়ে দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে টাইগার হিল- সর্বত্রই এখন পর্যটকদের কলতান। ছুটির সকালে শৈলশহর যেন এক নতুন জীবনের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছে। ভোটের কারণে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে স্তব্ধতা পাহাড়কে ঘিরে ধরেছিল, আজ তা সম্পূর্ণ ফিকে। দার্জিলিং আবার তার চিরচেনা শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপে ফিরেছে।

শিলিগুড়ি, কলকাতা, দিল্লি সহ দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন পাহাড়ে। সমতলের গরম থেকে একটুখানি মুক্তি নিতে রবিবারকে কাজে লাগিয়ে ছুটে এসেছেন অনেকেই। তবে, এদিনের আড্ডায় পর্যটকদের জন্য বাড়তি পাওনা হয়ে দেখা দিল বৃষ্টির স্নিগ্ধতা, যা পাহাড়ি পরিবেশকে মায়াবী ও আরও বেশি মোহময়ী করে তুলেছে।

কুয়াশাঘেরা ম্যালে ভিড় পর্যটকদের। রবিবার দার্জিলিংয়ে প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাসের তোলা ছবি।

ম্যালের পাশেই একটি ছোট্ট দোকানে দুর্গা প্রসাদ চাবির রিং, গয়না ইত্যাদি বিক্রি করেন। বলছিলেন, 'ধীরে ধীরে পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। ২৯ তারিখ আরেকদফায় ভোট। তারপর আরও মানুষ আসবেন।' একই কথা শোনালেন চৌরাস্তায় উলের মাফলার, টুপির পসরা সাজিয়ে বসা অজয় গিমিরাজ।

'হোপ'-এর সামনে দাঁড়িয়ে গ্রুফি তুলছিলেন দিল্লি থেকে আসা একদল ছেলেমেয়ে। শনিবারই এসে পৌঁছেছে তাঁরা। বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেভাগেই জানা ছিল, তাই বগলদাবা করে এনেছে রেইনকোট আর ছাতা। তবুও একচোট পাহাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতেই যেন মন চাইল ওঁদের। ভিজতে ভিজতে এগোনোর পর রঙিন ছাতা খুলে একে একে মিলিয়ে গেল কুয়াশার ভিড়ে।

পর্যটকদের হাতে গরম কফি-চায়ের কাপ আর পাহাড়িয়া শিরশিরে হাওয়ার যুগলবন্দি এক অনন্য অভিজ্ঞতার জন্ম দিচ্ছে। গোর্খাদের বাজার থেকে উল দিয়ে বোনা মাফলার কিনতে কিনতে সেই গল্পই শোনাচ্ছিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা লাবণ্য সরকার। স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকান থেকে শুরু করে গরম কাপড়ের দোকান- সব জায়গাতেই ক্রেতাদের আনাগোনা চোখে পড়ার মতো। খ্যাত বেকারি, রেস্তোরাঁগুলোর সামনে আজ ফের লম্বা লাইন। বৃষ্টির কারণে রুফটপগুলো বন্ধ থাকায় ভেতরে জায়গা করে দিতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছিলেন ব্যবসায়ীরা। হোটেল মালিক আর পর্যটন ব্যবসায়ীরাও পর্যটকদের ঢলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

রাজনীতির প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে মানুষ এখন কেবল প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করতেই ব্যস্ত। তুষারশুভ্র শৃঙ্গ এদিন স্পষ্ট দেখা না গেলেও, মেঘলা আকাশ আর সিক্ত দার্জিলিং পর্যটকদের হৃদয়ে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। দিনের আলো ফুরোতেই রাতের দার্জিলিং হয়ে উঠল আরও মোহময়ী। সঙ্গী হল দফায় দফায় বৃষ্টি। ম্যালের আলো আর কুয়াশার মাখামাখিতে রানির দিক থেকে যেন চোখ ফেরানোই দায়।

গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি বন্ধের হুঁশিয়ারি

ইসলামপুর, ২৬ এপ্রিল : সোমবার থেকে গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসলামপুরের একটি গ্যাস এজেন্সির ডেলিভারি বয়রা। তাঁদের অভিযোগ, শনিবার ইসলামপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ কলোনি এলাকায় গ্যাস ডেলিভারি দিতে গেলে এক গ্রাহক জোরপূর্বক গাড়ি থেকে সিলিন্ডার নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বাধা দিতে গেলে ফুলেন দেবনাথ নামক ডেলিভারি বয়কে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ফুলেন ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে রবিবার বিকেলে ইসলামপুর থানায় হাজির হন ফুলেন সহ অন্য ডেলিভারি বয়রা। এজেন্সির তরফে সুশান্ত যাদব তাঁদের সঙ্গে এদিন থানায় উপস্থিত হন। রবিবার রাতের মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করলে সোমবার থেকে ইসলামপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্যাস ডেলিভারি করা বন্ধ করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

সুশান্ত বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা কাম্য ছিল না। ডেলিভারি বয়দের নিরাপত্তা না থাকলে পরিষেবা চলবে কীভাবে? পুলিশের তরফে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বেহাল রাস্তায় ওলটাল টোটো

ইসলামপুর, ২৬ এপ্রিল : রবিবার রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডিপি রোডে একটি টোটো উলটে যায়। শনিবারও এই রাস্তায় একটি টোটো উলটে গিয়েছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা তারিণী বসাক বলেন, 'রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রায় প্রতিদিনই টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। এর ফলে স্থানীয় অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।' অভিযোগের উত্তরে রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্না রায় বলেন, 'রাস্তা মেরামতির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভোটের কারণে কাজ শুরু করা যায়নি।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

তখন দুপুর।। রবিবার ইসলামপুর শহরে অমিত আচার্যের ক্যামেরায়।

শিশু-কিশোর পাচার রুখতে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : শুধু বিয়ের প্রতিশ্রুতি বা মোটা টাকার চাকরির প্রলোভন নয়, মানব পাচারের পিছনে রয়েছে আরও কারণ। পারিবারিক অশান্তি, পরিবারে আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকা শিশু, কিশোর, কিশোরীরা পাচারকারীদের লক্ষ্য হয়ে উঠছে। ভারত-নেপাল সীমান্তে মানব পাচার রোধ নিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনায় উঠে এসেছে এরকম তথ্য। গত একবছরে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে ৫০ জন পাচার হওয়া শিশু, কিশোর, কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু পাচার রোধ নয়, পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া শিশু-কিশোরদের কীভাবে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যাবে, তা নিয়েও এদিন আলোচনা হয়।

মানব পাচার রোধে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে এধরনের অপরাধ রোধ করা যাবে, তা নিয়ে আলোচনা করেন সভায় উপস্থিত নেপাল, সিকিম, বেঙ্গালুরু থেকে আসা প্রতিনিধিরা। কীভাবে দুই দেশের প্রশাসনিক বিভাগ এদিকে লক্ষ রেখে আগামীদিনে কাজ করবে, তা নিয়ে দার্জিলিংয়ে আয়োজিত এই সভায় আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের অধ্যক্ষ তুলিকা দাস বলেছেন, 'পাচারকারীরা এখন নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করে এধরনের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। যার ফলে কিশোর, কিশোরীরা সহজেই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিচ্ছে। এই সুযোগেই তাদের ভিনদেশে ও ভিনরাজ্যে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।' এসএসবি ও প্রশাসন যদি কড়াভাবে বিষয়টি না দেখে তাহলে আগামীদিনে আরও অনেক শিশু, কিশোর, কিশোরী পাচার হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রতিনিধিরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রধান অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ছুরি মারায় অভিযুক্ত নেত্রীর স্বামী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : ভোটপর্ব মিটতেই ফের অপরাধপ্রবণতা শিলিগুড়ি শহরে।

জমি সংক্রান্ত ঝামেলায় এক তরুণকে ছুরিকাঘাত। তাতে নাম স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর। ঘটনায় তুলকালাম কাণ্ড চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াবস্তি এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট এলাকার জোসেফ চক্রবর্তী এবং সিমন লেপচার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত ঝামেলা চলছে। জোসেফ ও সিমন একে অপরের আত্মীয়। তবে জোসেফের অভিযোগ, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জেসমিনারা বেগমের স্বামী মহম্মদ কামাল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে সিমনের পক্ষ নিয়ে জোসেফকে জমি থেকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেই লক্ষ্যেই তাঁর ভাইপো অনিমেষ চক্রবর্তীকে গত শুক্রবার রাতে বাড়ির গলিতে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জোসেফ। হাতে ছুরি মারায় জখম অনিমেষের চিকিৎসা চলছে।

যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি মহম্মদ কামাল হোসেন। তাঁর পালটা দাবি, 'বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ওই বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আমরা সেই সমস্যার সমাধানের জন্য শুক্রবার ওই বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে সিমনও ছিলেন। দুইপক্ষকে বলা হয়েছিল, জমি সংক্রান্ত সমস্যা মিটিয়ে নিতে। ছুরি মারার অভিযোগ মিথ্যা।'

অন্যদিকে, জোসেফের লিখিত অভিযোগের পালটা সিমনের তরফে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাঁকে নাকি বাজারে হেনস্তা করা হয়েছে, লিখিত আকারে এমনই অভিযোগ দায়ের করেছেন সিমন। এই ব্যাপারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, জোসেফ পাট্টার জমিতে বসবাস করেন। জোসেফের দাবি, সেই জমিতে তিনি সিমনকে থাকতে দেন। পরবর্তীতে সিমন সেখানে বহুতল তৈরি করেন।

চম্পাসারিতে জমি ঝামেলা

বহুতলের ফ্ল্যাটও বিক্রি করেন বলে অভিযোগ। যা নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত। অন্যদিকে, বহুতল হওয়া জমির আলাদা কাগজ তাঁর নামেই রয়েছে বলে পালটা সিমনের দাবি। যা শুনে জোসেফের বক্তব্য, 'এই ঝামেলার সূত্র ধরেই পুরো জায়গা দখল করার জন্য সিমন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও দলবলকে নিয়ে আমাকে উৎখাত করতে চাইছে। আগেও পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী আমার বাড়ির দরজা ভেঙেছিল।'

যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী মহম্মদ কামাল হোসেনের বক্তব্য, 'আমার ওপর কী কারণে জোসেফের এত রাগ? সেটা বুঝতে পারি না। আগেও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। তখন জামিন নিতে হয়েছিল। এখন নতুন করে অভিযোগ করেছে।' যদিও সিমনের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বৃষ্টির জল জমে ভোগান্তি

রাজ্য সড়ক যেন ডোবা

খড়িবাড়ির রাস্তায় জল জমে নাজেহাল মানুষ।

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৬ এপ্রিল : রাস্তার মাঝে বিশাল বড় গর্ত। তাতে বৃষ্টির জল জমে ছোটখাটো ডোবার আকার নিয়েছে। একদিনের বৃষ্টিতে জল জমে বিপজ্জনক অবস্থা হয়ে গিয়েছে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের।

রাজ্য সড়কের অধিকারী পিডব্লিউডি মোড় থেকে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে আছে। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে একাধিক পথ অবরোধ, বিক্ষোভ আন্দোলনের ঘটনাও ঘটেছে। গতবছর দুর্গাপুজোর আগে বেহাল রাজ্য সড়কে ইট বিছিয়ে সাময়িকভাবে যান চলাচলের উপযোগী করা হয়েছিল। কিন্তু তাপ্পি মারা সেই কাজই শেষ। ফলে রাস্তাজুড়ে এখন বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে।

শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে রাস্তার গর্তে জল জমে গিয়েছে। খড়িবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ী আলোক জয়সওয়াল বলছেন, 'দোকানের সামনে বড় গর্ত। সেই গর্তে জল জমে ভয়ংকর অবস্থা। রাতভর ভারী গাড়ি ও ডাম্পার চলাচলের জন্য গর্তের আকার আরও বড় হচ্ছে। দোকানদারি করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। ক্রেতারা দোকানের সামনে গাড়ি পার্কিং করতে পারছেন না। খদ্দেরদের গায়ে ও দোকানে রাস্তার কাদা ঘোলা জলের ছিটে আসছে। একাধিকবার আন্দোলন করা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন নীরব।'

অমৃত রায় নামে রাস্তার পাশের অপর এক দোকানদার বললেন, 'রাস্তা বেহাল, অজস্র বড় বড় গর্ত। রাস্তার পাশে নিকাশিনালার বালাই নেই। এতে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে। কখনও যাত্রী নিয়ে টোটো উলটে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে বাইকও উলটে যাচ্ছে। ধুলো আর কাদায় দোকানদারি লাটে উঠেছে।'

পিডব্লিউডি মোড়ের বিপুল সরকারের কথায়, 'এটা খড়িবাড়ির মূল রাস্তা। রাস্তার পাশেই গার্লস হাইস্কুল, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস রয়েছে। অথচ এই রাস্তার দিকে প্রশাসনের নজর নেই। বেহাল তিন কিলোমিটার রাজ্য সড়কে অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাপের জন্মে দেখিনি রাজ্য সড়ক ইট দিয়ে মেরামত করতে। পূর্ত দপ্তর যে ইট দিয়ে রাজ্য সড়ক মেরামত করে সেটা খড়িবাড়িতে এলেই দেখা যাবে। স্থানীয় প্রশাসন ও পূর্ত দপ্তর শীতঘুমে আছে। কেউ দেখার নেই।'

এদিকে, পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বাস্তুকার সোনিউল ইসলামকে বিকেল ৫টা ২৬ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩২ পর্যন্ত ৪ বার ফোন করলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ বলছেন, 'বহুবার প্রশাসনিক সভায় পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকারদের দ্রুত রাস্তাটি সংস্করের জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। তিন বছর ধরে বলছি, চিঠিও করেছি। এখন তো রাস্তার ভয়ংকর অবস্থা।' দ্রুত রাস্তাটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার যাতে হয়, সে বিষয়ে সব মহলে জানানো হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'ভোটের জন্য এখন এমসিসি কার্যকর আছে।' ভোট মিটে গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

> **দোকানের সামনে বড় গর্ত। সেই গর্তে জল জমে ভয়ংকর অবস্থা। ক্রেতারা দোকানের সামনে গাড়ি পার্কিং করতে পারছেন না। একাধিকবার আন্দোলন সত্ত্বেও প্রশাসন নীরব।**
>
> **আলোক জয়সওয়াল**
> *ব্যবসায়ী*

আনন্দের 'বাণে' রুষ্ট পদ্মের মণ্ডল নেতারা

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : বিজেপির মণ্ডল স্তরের নেতা-কর্মীদের একাংশ মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের হয়ে তেমনভাবে গা লাগিয়ে কাজ করেননি। এই অভিযোগ প্রার্থীর। অন্যদিকে, আনন্দময় নাকি দলের নীচুতলার কর্মীদের পরিশ্রমকে অস্বীকার করেছেন। প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মণ্ডল স্তরের কয়েকজন নেতার।

অভিযোগ, রবিবার বিজেপি প্রার্থীর কাছে প্রচার সংক্রান্ত খরচের বকেয়া টাকা চাইতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন মণ্ডল স্তরের কয়েকজন নেতা। সেখানেই আনন্দময় নাকি তাঁদের মুখের উপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ না করার অভিযোগ তোলেন। গত শনিবারও আনন্দময়ের বিরুদ্ধে একই ধরনের ব্যবহার করার অভিযোগ তোলেন আরও কয়েকজন মণ্ডল স্তরের নেতা।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ মনে আঘাত বা দুঃখ পাক সেরকম কোনও কথাই বলিনি। দলীয় নেতারা প্রার্থীর হয়ে কাজ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। তারপরও কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে ত্রুটি ছিল। নিজেদের মধ্যে সেই আলোচনা বাইরে বলার কথা নয়।'

মণ্ডল সভাপতি এবং মণ্ডল স্তরের নেতাদের একাংশের দাবি, তাঁরা দলের হয়ে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। ভোটের দিনগুলিতে মিছিল, জনসভা থেকে লোকের ভিড় করানো, পোস্টার সাঁটানো, এজেন্ট ঠিক করা এবং আরও নানা কাজ করতে হয়েছে। কারও কারও বাড়িতে খাওয়ার সময় পর্যন্ত হয়নি।

দলের আপার বাগডোগরা মণ্ডলের সভাপতি সিদ্ধার্থ থাপা বলেন, 'যা করেছি সবটাই দলের জন্য। কিন্তু দলের প্রার্থী সেটা কীভাবে?' জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে সেরকম কোনও অভিযোগ পাননি বলে দাবি করেছেন।

আনন্দময় প্রার্থী হোন দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তা চাননি। কিন্তু দল স্বচ্ছ ভাবমূর্তির আনন্দময়কেই টিকিট দেয়। তাতে জেলার এবং মণ্ডল স্তরের অনেক নেতাকেই সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ফলে আনন্দময় তাঁর নিজের পরিচিতদের নিয়ে নির্বাচনি টিম সাজিয়েছিলেন। এবার ভোট শেষ হতেই আনন্দময় সেই অসহযোগিতার কথা প্রকাশ করতেই অসন্তোষ বাড়ছে।

- মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের বিরুদ্ধে সরব মণ্ডল নেতারা
- তিনি নাকি নির্বাচনের সময় দলের নীচুতলার কর্মীদের পরিশ্রমকে অস্বীকার করেছেন
- প্রার্থীর দাবি, কেউ মনে দুঃখ পেতে পারে সেরকম কোনও কথা তিনি নাকি বলেননি

> **যা করেছি সবটাই দলের জন্য। কিন্তু দলের প্রার্থী সেটা স্বীকার তো দূরের কথা উলটে তাঁর হয়ে কাজ না করার অভিযোগ তুলছেন। খুব খারাপ লেগেছে।**
>
> **সিদ্ধার্থ থাপা**
> *সভাপতি, আপার বাগডোগরা মণ্ডল*

তাঁবু থেকে স্ট্রংরুমে চোখ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল : উত্তরে ভোট মিটেছে। ইভিএম এখন স্ট্রংরুমে বন্দি। কিন্তু স্ট্রংরুমে কারচুপির আশঙ্কা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই আশঙ্কা থেকেই ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির। এজন্য আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেখানে সর্বক্ষণ নজরদারির জন্য দলের নেতা-কর্মীরা পালা করে থাকবেন। রবিবার থেকেই স্ট্রংরুমের ওপর নজরদারি শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। এ নিয়ে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি দেবব্রত পাল বলেছেন, 'বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রংরুমে কারচুপির অভিযোগ উঠছে। আলিপুরদুয়ারে যাতে তেমন কিছু না হয়, সেজন্য নজরদারি চলবে দলের নির্দেশে। প্যারেড গ্রাউন্ডে

আলিপুরদুয়ার

যে তাঁবু খাটানো হয়েছে, সেখানেই কর্মীদের থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাতে বাড়ি যাওয়ারও প্রয়োজন নেই।' তবে এখন থেকেই তাঁবু খাটানো না হলেও স্ট্রংরুমে নজর রাখছে বিজেপিও। জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটারদের রায় বন্দি রয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রংরুমে। স্ট্রংরুমের বাইরে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে বসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা স্ট্রংরুমে নজরদারি করতে পারবেন। তবে সর্বোচ্চ তিনজন কর্মীই একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেখানে থাকতে পারবেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুটা দূরে প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁবু খাটানো হয়েছে। এই তাঁবু ভোটগণনার সময় পর্যন্ত থাকবে।

ফাড়াবাড়ির বেহাল পথে বিপদের আশঙ্কা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টি হলে সেখানে জল জমে যায়। পথবাতি ঠিক করে না জ্বলায় রাতের দিকে ওই রাস্তায় বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে। কথা হচ্ছে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশিঘরের নরেশ মোড় থেকে সাহু নদীর সেতুর আগে পর্যন্ত ফাড়াবাড়ির দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির। এই রাস্তা দিয়ে সরাসরি সাহুডাঙ্গি যাওয়া যায়। ইস্টার্ন বাইপাসের রাস্তাটি সবসময় ব্যস্ত থাকায় সাহুডাঙ্গি যাওয়ার জন্য অনেকে ফাড়াবাড়ির এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন।

কয়েকদিন আগে ওই রাস্তায় বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় চোট পেয়েছিলেন আশিঘরের বাসিন্দা জয়ন্ত সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'সেই সময় অন্য কোনও গাড়ি পেছন দিক দিয়ে আসছিল না। নাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল।' এই রাস্তাটি কেন মেরামত করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন করেন তিনি।

ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'রাস্তাটি জেলা পরিষদের অন্তর্গত। জেলা পরিষদ এই রাস্তা মেরামত করবে।' তিনি আরও জানান, পঞ্চায়েতের তরফে কয়েক দফায় ওই রাস্তায় বেডমিশালি ফেলা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তাটি তৈরি করার মতো টাকা তাঁদের কাছে নেই।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূলের মনীষা রায়ের পালটা বক্তব্য, 'স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির তরফে ফান্ড নিয়ে এসে রাস্তাটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধান ও বিজেপির বিধায়ক তা করতে দেয়নি।'

গত কয়েক বছরে এলাকায় একের পর এক বহুতল শুধু নয়, বহু গোডাউন গড়ে উঠেছে। গোডাউনে মাল নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার জন্য এলাকায় ভারী ট্রাক, লরির আনাগোনা বেড়েছে। রাত হলে ওই রাস্তা দিয়ে ১৪ চাকা, ১৮ চাকার মালবোঝাই ট্রাক চলে। এইসব ট্রাকের ওজনে রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তগুলি কতটা গভীর আঁচ করতে না পেরে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

নরেশ মোড়ের বাসিন্দা তন্ময় রায়ের কথায়, 'আমরা ভালো রাস্তা চাই। কে রাস্তা করবে জানি না। এই রাস্তাটি ভারী ট্রাক বা লরি চলাচলের মতো করে তৈরি করা হয়নি। তারপরেও কেন ভারী যানবাহন চলছে সেটা দেখা দরকার।'

স্থানীয় বাসিন্দা সোমা দাস জানান, 'সেতু পার করে নেপালি বস্তির দিকে গেলে দেখা যায় রাস্তার অবস্থা ভালো। যেটুকু অংশে গোডাউন গড়ে উঠেছে সেখানে রাস্তা ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছে। আমি নিজে এই গর্তে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছি।'

আশিঘরের নরেশ মোড় থেকে ফাড়াবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার এমনই দশা।

> **আমরা ভালো রাস্তা চাই। এই রাস্তাটি ভারী ট্রাক বা লরি চলাচলের মতো করে তৈরি করা হয়নি। তারপরেও কেন ভারী যানবাহন চলছে সেটা দেখা দরকার।**
>
> **তন্ময় রায়**
> *নরেশ মোড়ের বাসিন্দা*

যান নিয়ন্ত্রণ

২৯ এপ্রিল ভোটের দিন ও আগের দিন কলকাতার রাস্তায় যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ থাকছে। ৪ মে'তেও জারি থাকবে যান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়ম। কলকাতা পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে।

বধূর রহস্যমৃত্যু

গড়িয়া স্টেশন সংক্রান্ত এলাকার একটি আবাসনে গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। সন্দেহের তিরে মৃতার স্বামী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছোনোর আগে পালিয়েছেন স্বামী। পারিবারিক বিবাদ না অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভাঙরে বোমা

রবিবার ভাঙড়ের গোয়ালিয়া এলাকায় তৃণমূল কর্মীর বাড়ির পিছনে আমবাগান থেকে বোমা উদ্ধার হল। তৃণমূল আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। পালটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরির অভিযোগ আইএসএফের।

মতবিনিময়

কলকাতায় বুদ্ধিজীবী মানুষদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী শ্রী জি কিষান রেড্ডি। ওই সভা থেকে তিনি বাংলাকে বাঁচানোর দাবি করেন। বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিজ হাতে গড়া মোর... *রবিবার মুর্শিদাবাদে। ছবি : পিটিআই*

কঠিন চ্যালেঞ্জে ট্রাইবিউনাল

আজ বাতিলদের আবেদন বিবেচনার শেষ দিন

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবারই পুনরায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করার কথা ট্রাইবিউনালের। ফলে কত জনের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ট্রাইবিউনাল কতজনকে 'যোগ্য' ভোটার বলে সিলমোহর দিয়েছে, তা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ যাওয়াদের মধ্যে প্রথম দফায় 'যোগ্য' ভোটার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন ১৩৯ জন। যা এই বিরাট সংখ্যক বিবেচনাধীনের মধ্যে সামান্যই।

এখনও পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক আবেদন ট্রাইবিউনালে বিবেচনাধীন। সোমবার অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হলে শেষ পর্যন্ত কত জনের নাম উঠবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রথম দফার ভোটের আগে গত বুধবার পর্যন্ত ৬৫৭ টি নামের নিষ্পত্তি হয়েছিল। তার মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য যোগ্য হয়েছিলেন ১৩৯ জন। সোমবার তালিকা প্রকাশ হবে কি না বা প্রকাশিত হলেও আদৌ কতজনের নাম সর্বশেষ ভোটার তালিকায় থাকছে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যে। দু'দফা মিলিয়ে কতজনের নাম নিষ্পত্তি সম্ভব, তা নিয়েও চর্চা চলছে।

প্রশ্ন উঠছে, সুপ্রিম নির্দেশে তড়িঘড়ি ট্রাইবিউনাল গঠিত হলেও তার পরিকাঠামো যথার্থ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ওই পরিকাঠামোর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দ্রুত কাজ নিষ্পত্তি করাও ১৯ জন বিচারপতির পক্ষে কতটা সম্ভবপর তাও ধোঁয়াশার। হিসেব অনুযায়ী, একজন বিচারপতির পক্ষে দিনে ৫০ থেকে ১০০টি আবেদন নিষ্পত্তি বা বিবেচনা করা হলেও ভোটের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাই চ্যালেঞ্জের বিষয়। এখনও পর্যন্ত জোকায় ট্রাইবিউনালের অফিস কার্যত অভেদ্য দুর্গ হয়েই রয়েছে। কড়া নিরাপত্তার গণ্ডি পেরিয়ে ভিতরে কী হচ্ছে তা জানার উপায় নেই। বহু মানুষ ট্রাইবিউনালের বাইরে প্রশ্ন নিয়ে হাজির থাকলেও অনুমতি ছাড়া লোহার ব্যারিকেড পার করে মূল ফটক পর্যন্ত পৌঁছোনো কার্যত অসম্ভব।

- সোমবার পুনরায় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করার কথা ট্রাইবিউনালের
- কতজনের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কতজন যোগ্য স্বীকৃতি পাবেন, সেই নিয়ে উৎকণ্ঠা
- প্রথম দফায় যোগ্য ভোটার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন মাত্র ১৩৯ জন

ভোটের বঙ্গে চলতি বছর এসআইআর অন্যতম ইস্যু। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে জুডিশিয়াল শুনানিতে ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়ায় ট্রাইবিউনাল গড়ে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় অনলাইন ও অফলাইনে আবেদন করেছিলেন ট্রাইবিউনালে। দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গের যে জেলাগুলিতে ভোট রয়েছে তার মধ্যে বিস্তীর্ণ অংশে সংখ্যালঘু এলাকাও রয়েছে। এই এলাকাগুলিতে বিশেষ করে এসআইআরের আতঙ্ক প্রবল। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের যুক্তি, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৪২ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করায় তারা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সমস্ত বিষয়টি বিচারপতিদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ফলে দায় ঠেলাঠেলির পালা চললেও আমজনতার মধ্যে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্রমশ আশঙ্কা জটিল হয়ে উঠেছে।

ভবানীপুর এড়িয়ে গেলেন মোদি ও শা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : রাজ্যে শেষ দফার প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে এড়িয়ে গেলেন মোদি-শা। রবিবাসরীয় প্রচারে উত্তর কলকাতায় দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে মেগা র‍্যালি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূচি অনুযায়ী, সোমবার প্রধানমন্ত্রীর একটিই জনসভা রয়েছে সেটি ব্যারাকপুরে। রাজ্যে প্রচারে থাকলেও মোদির সেনাপতি অমিত শা'ও সোমবার ভবানীপুরমুখি হচ্ছেন না। তার বদলে দক্ষিণ কলকাতার বেহালা এলাকায় রোড শো করবেন তিনি। তার আগে সকালে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন তিনি। সোমবারই শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় ও অন্তিম দফার প্রচার। রাজ্যে থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র এড়িয়ে মোদির-শা'র প্রচার নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে।

শুভেন্দুর মনোনয়ন জমার দিন স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা জানিয়েছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীকে ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছেন তিনিই। সেদিন শা বলেছিলেন, 'শুভেন্দু নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হতে চেয়েছিল। আমি ওকে বলি ভবানীপুরে মমতার ঘরে গিয়ে ওকে হারিয়ে আসতে হবে।' অনেকেই মনে করেছিলেন, ভবানীপুরের হেভিওয়েট লড়াইয়ে জোরদার হাওয়া তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শা শুভেন্দুর সমর্থনে প্রচারে আসবেন। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় রাজনৈতিক জল্পনা উস্কে দিচ্ছে বিরোধীরা।

'২৬-এর ভোটে রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের দাবি করেছেবিজেপি। সেই লক্ষ্যে শুরু থেকেই আগাগোড়া রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে নিশানা করে চলেছেন মোদি-শা'রা। দুর্নীতি থেকে নারী নির্যাতন, গুন্ডা থেকে অনুপ্রবেশ-সব ক্ষেত্রেই তাঁদের নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ, ভবানীপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনের প্রচারে দেখা গেল না তাঁদের কাউকেই। তা হলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদৌ নিশানা করতে চায়না বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব? সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, দেশের সরকার ছেড়ে বাংলা দখল করতে রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী। রোজই হেলিকপ্টারে চড়ে কিংবা রোড শো করে উস্কানিমূলক কথা বলে চলেছেন তাঁরা। অথচ সেই প্রচারে ভবানীপুর বাদ দেন? আসল গল্পটা কী তা জানতে চায় বাংলার মানুষ।' বামেদের কটাক্ষকে উড়িয়ে দিলেও অস্বস্তিতে বিজেপি।

ডায়মন্ড হারবারে কড়া কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোটের মুখে বাইক বাহিনীর হুমকির জেরে কমিশনের নজরে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার। ভোটারদের ভয় দেখানোর একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হতেই তোলপাড় শুরু হয়েছে কমিশন চত্বরে। রবিবার ভোট প্রস্তুতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাকদ্বীপে হাজির ছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একবার স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ভোটদানে বাধা বা অশান্তি, কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না।'

কমিশন সূত্রে খবর, ওই ভিডিওর ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, অভিযুক্তরা শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। যদিও মগরাহাটের সভা থেকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি ও কমিশনকে একযোগে নিশানা করে তাঁর গর্জন, '৪ তারিখে দেখা হবে, ডায়মন্ড হারবারে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়বে।' শুধু তাই নয়, বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে পুলিশ পর্যবেক্ষকদের গোপন বৈঠক নিয়েও নালিশ জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

এমনিতেই ভোট প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সিইও-র

> **ভোটদানে বাধা বা অশান্তি, কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না।**
>
> **মনোজ আগরওয়াল**

সফরকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির নির্দেশে বেছে বেছে তৃণমূলের শক্তঘাঁটিগুলিতে গিয়ে স্পর্শকাতর এলাকা পরিদর্শনের নামে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন সিইও। যদিও সিইও-র দাবি, অতীতে যেসব জায়গায় ভোট সন্ত্রাস হয়েছে, সেই এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। রবিবার কাকদ্বীপে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন সিইও । পুলিশকে তাঁর কড়া নির্দেশ, 'নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস নয়। কোনও এলাকায় হুমকি বা বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা ঘটলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে, নয়তো পুলিশ কর্তাদেরই নজিরবিহীন শাস্তির মুখে পড়তে হবে।' কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্ত থানার ওসি, আইসি এবং পুলিশ কর্তাদের কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনওরকম হুমকি বা এলাকায় কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার বা ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটলে নজিরবিহীন পরিণতির মুখে পড়তে হবে তাদের। এধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও পর্যবেক্ষকদের এই নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত।

তবে বিতর্কের আগুন ছড়িয়েছে আরও একটি ঘটনায়। সিআরপিএফ প্রধানের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা সাঁজোয়া গাড়ির ছবি ঘিরে শোরগোল পড়েছে। বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজ্যে ২ লক্ষ বাহিনী থাকা সত্ত্বেও যদি সাঁজোয়া গাড়ি নামাতে হয়, তবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবি কি কেবলই স্লোগান? ডায়মন্ড হারবারে কমিশনের কড়াকড়িতে দ্বিতীয় দফার আগে দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতির পারদ এখন ফুটছে।

মতুয়া গড়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে মরিয়া বিজেপি

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের অন্তিমলগ্নে ক্ষতে প্রলেপ দিতে মতুয়াগড়ে নজর মোদি-শা-র। রবিবার বনগাঁ থেকে রানাঘাট চষে ফেললেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এমনকি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও এদিন সভা করেছেন নদিয়ার শান্তিপুরে।

রবিবার বনগাঁ ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে সভা করে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে 'মোদির গ্যারান্টি'কেই হাতিয়ার করলেন মোদি। বাঙালির আইকন নেতাজিকে টেনে মোদি বলেন, 'নেতাজি বলেছিলেন তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আজ বাংলার বদলে আমি আপনাদের কাছে একটা ভোট চাইছি। আমায় আপনারা আশীর্বাদ করুন একটা ভোট দিন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে আপনাদের স্বাধীনতা দেব।' এদিন ঠাকুরনগরে সভা করা ছাড়াও ঠাকুরবাড়িতে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গেই প্রয়াত বড় মা বীণাপাণি দেবীর আশীর্বাদ লাভের কথা স্মরণ করেন তিনি।

মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। -পিটিআই।

অন্যদিকে এদিনই রানাঘাটের সভা থেকে এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেইসঙ্গে বলেছেন, 'বিজেপির সরকার হলে এক এক করে সব মতুয়া, নমশূদ্র ভাই-বোনদের নাম আবার ভোটার তালিকায় ফেরাব।' এরই পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলা দরকার। কমিশন এসআইআর করে সবে তো তাদের নাম বাদ দিয়েছে। ৪ তারিখ বিজেপির সরকার হওয়ার পর এক এক করে এদের তাড়াব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, আসলে মোদি-শা থেকে নীতিন সকলেই এখন মতুয়া মন জয়ে মরিয়া।

তৃণমূল নেত্রীর সমর্থনে প্রচার কেজরিওয়ালের

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : রাঘব চাড্ডা সহ ৭ সাংসদের আপ ত্যাগ করে বিজেপিতে নাম লেখানোর ঘটনায় ঝাড়ুবাহিনীতে ঝড় উঠেছে। আগামী দিনে পঞ্জাবে আপে আরও বড় ভাঙন ধরবে কি না তা নিয়েও জল্পনা এখন তুঙ্গে। এরই মধ্যে রবিবার কলকাতায় ঝটিকা সফরে এসে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বালিগঞ্জের একটি জনসভায় আপ সুপ্রিমো বলেন, 'ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশন, জ্ঞানেশ কুমার, কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিজেপির সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে নামানোর পরও যদি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে হেরে যায় তাহলে বাংলার মানুষ জানতে চাইছেন, মোদিজি কি ইস্তফা দেবেন?'

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'এত লোক নামিয়েছেন কেন? একা দিদিকে হারানোর জন্য? একজন মহিলা সবাইকে হারিয়ে দেন। কারণ ওঁর ওপর কালীমা, দুর্গামায়ের আশীর্বাদ রয়েছে।' কেজরি জানান, বাংলার মানুষ যে লড়াই লড়ছেন

সেটা স্বাধীনতা আর দেশকে বাঁচানোর জন্য। এদিন বেলেঘাটা, বালিগঞ্জ এবং রাসবিহারীতে তিনটি জনসভা করেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রাজ্যে বিপুল সংখ্যক আধাসেনা মোতায়েন করা থেকে শুরু করে বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সব বিষয়েই তীব্র আক্রমণ শানান দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে বাংলার নির্বাচনি প্রচারে নেমেছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনরা। এবার কেজরিওয়ালও প্রচারে নেমে বুঝিয়ে দিলেন ইন্ডিয়া জোট তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গেই রয়েছে।

কুণাল ঘোষের সমর্থনে অপর এক জনসভায় কেজরি বলেন, 'বিজেপি সারাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাংলায় পাঠিয়েছে। কেন? বাংলায় কি জঙ্গিরা থাকে? আপনারা কি ভারতীয় নন? আপনারা কি জঙ্গি? এটা বাংলা এবং বাংলার সংস্কৃতির ওপর হামলা। বাঙালি অস্মিতার ওপর হামলা। আপনাদের এর জবাব দিতে হবে।' কেজরিওয়াল বলেন, 'এই নির্বাচন শুধু রাজ্য সরকারের জন্য নয়, দেশ এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই।'

ভোটার তালিকা নিয়ে আপ সুপ্রিমোর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি আপনার নাম ভোটার তালিকায় না থাকে, তাহলে আপনাকে ভারতীয় না বলার চেষ্টা হতে পারে। এমনকি সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও বন্ধ করা হতে পারে। বিজেপিকে ভোট দিলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। বিজেপির তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে কেজরিওয়াল বলেন, 'গত বছর দিল্লিতেও বিজেপি বলেছিল ২৫০০ টাকা দেবে। অথচ এখনও সেই টাকা দেয়নি। ভুল করেও পদ্মফুলে যদি ভোট দেন তাহলে মাসে ১৫০০ টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

গোয়েন্দা রিপোর্টে স্বস্তিতে দুই দল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : ৪ মে ফল ঘোষণার পর 'ভোটলক্ষ্মী' কার দিকে মুখ তুলে চাইবেন তা আদৌ জানা নেই শাসক ও বিরোধী শিবিরের। রাজ্যে প্রথম দফার ভোটদানে একরকম 'সুনামির' পর ফল নিয়ে ভাবনার অঙ্কে মশগুল সবপক্ষই। ফল কী হবে, তা জানতে দুই পক্ষই এখন হন্যে হয়ে ছুটছে গোয়েন্দা রিপোর্টের পেছনে। বিজেপি নেতারা যেমন তড়িঘড়ি দিল্লির দরবারে যোগাযোগ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রিপোর্টের (আইবি) নির্যাস পেতে মরিয়া, তেমনই নবান্নের অলিন্দ থেকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টের অপেক্ষায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, দুই রিপোর্টই আপাতত নিজেদের পছন্দের দলকে 'খুশি' রাখছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বিজেপিকে শুনিয়েছেন, প্রথম দফার ফল যথেষ্ট সন্তোষজনক। রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর হাওয়া বইছে কি না, তা নিয়ে এখনই খোলসা না করলেও পদ্ম শিবিরকে তাঁরা নিরাশ করেননি। উলটো দিকে, রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। তাদের দাবি, আসনের কিছুটা রদবদল হলেও 'ম্যাসিভ' বা বড়সড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ, তৃণমূলের হাতেই থাকছে রাশ। দ্বিতীয় দফার ভোটে ছবি আরও পরিষ্কার হবে শাসকদল তৃণমূলের কাছে।

নমোর মুখে আইপ্যাক কটাক্ষ

হরিপাল, ২৬ এপ্রিল : রবিবাসরীয় দুপুরে ভোট প্রচারে তৃণমূলকে বিঁধতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলা আইপ্যাক মামলার প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন আর নবান্ন থেকে চলে না, চলে গুন্ডা-মস্তানদের অঙ্গুলিহেলনে।

হরিপালের জনসভায় মোদির তুরুপের তাস ছিল আইপ্যাক মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ। নাম না করে তৃণমূল সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে বাধা দেওয়া আর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা এই সরকারের দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবার সজোরে থাপ্পড় মেরেছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, তদন্তে বাধা দেওয়া মানে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত। এবার আর নিস্তার নেই।'

মোদি দাবি করেন, বাংলার মানুষ বিচার পাওয়ার জন্য এখন নবান্ন নয়, আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বিদ্রুপের সুরে তিনি বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ থেকে গরু পাচার, সবেতেই সরকারের মদত ছিল। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে পঞ্চায়েত ভোটেও আদালতকে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়। এই সরকারের নৈতিকতা এখন শূন্যের ঘরে।'

ভবানীপুরে মমতার র‍্যালিতে ভিড়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : ভবানীপুরে পায়ে হেঁটে শেষ রবিবাসরীয় প্রচার জমিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী। ল্যান্ডডাউন থেকে কালীঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিশাল মিছিল করেন তিনি। নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে অনেকেই এগিয়ে আসেন নেত্রীর কাছে। কেউ ফুল ছোঁড়েন। হাসিমুখে করজোড়ে দিদি, দিদি ডাকের জবাব দেন মমতা। রাস্তার দু-ধারের আবাসনগুলির ব্যালকনিতেও ছিল কৌতুহলী মুখের সারি।

মিছিল শেষে প্রথমে ক্যামাক স্ট্রিটে তারপর বরদান মার্কেটের কাছে দুটি জনসভা করেন মমতা। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে দেখুন। ওই চেয়ারকে সম্মান করি। কেউ ইভিএম দখল করতে গেলে কমিশনের তা দেখা উচিত। লোডশেডিং তো হওয়াই উচিত নয়। কারেন্ট অফ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ইভিএম লুট করতে যাচ্ছে। ওদের অন্য মতলব আছে। এতে আপনারা ফাঁসবেন না। অন্য কাউকে আসতে দেবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখানকার পুলিশকে আর কি বলব। বিজেপি দেখে লোক নিয়ে এসেছে। কোনও পদক্ষেপ ওরা করে না। শুধু আমাদের দলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে। ৪ তারিখের পর ওরা চলে যাবে। আপনারা থাকবেন। আমরা মিষ্টি খাওয়াব আপনাদের। আপনাদের পরিবারকে দেখব। কেন বিজেপির হয়ে কাজ করবেন? তৃণমূলের হয়ে কাজ করুন।'

মিছিলের মাঝে ভবানীপুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা যখন ভরসা খুঁজতে পায়ে হাঁটছেন তখন হিন্দুত্বের তাস খেলে ভবানীপুর দখলের বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কালীঘাট এলাকায় দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'সব হিন্দু এক হয়ে গিয়েছে। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। আমরা যখন কালীঘাটে পুজোয় যাই, মুখ্যমন্ত্রী তখন পার্ক সার্কাসে গিয়ে নওয়াজ পড়েন। হিন্দুরা ওকে ভোট দেবেন না। আরজি কর কাণ্ড, সন্দেশখালি ও দুর্গাপুরে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার পর একজন মহিলাও তৃণমূলকে ভোট দেবেন না।' কালীঘাট এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের লোকেদের গুন্ডামি, তোলাবাজির বিরুদ্ধেও সরব হন শুভেন্দু। মমতার ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতৃবধূ কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

সব হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে ভোট দেবে সিঙ্গুর

সিঙ্গুর, ২৬ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জমি আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের ভিতে আঘাত হেনে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের সঙ্গী করে বাংলায় পরিবর্তনের চাকা ঘুরিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু টাটাদের বিদায়ের পর ১৮ বছর কেটে গেলেও সিঙ্গুরের ভাগ্যের চাকা সেই অর্থে ঘোরেনি। তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে হুগলি জেলার এই জনপদে একাধিক নতুন আবাসন গড়ে উঠেছে। গজিয়ে উঠেছে একাধিক বেসরকারি স্কুলও। 'নীল-সাদা' উন্নয়নের জোয়ারও এসেছে। কিন্তু ন্যানো কারখানা পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাটে সানন্দে চলে যাওয়ার পর আর নতুন কোনও কারখানা গড়ে ওঠেনি সিঙ্গুরে। আবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি ফিরে পেলেও সেখানে নতুন করে চাষাবাদ করা যায়নি। ফলে সব হারানোর যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই ২৯ এপ্রিল ভোট দেবেন সিঙ্গুরের বাসিন্দারা।

সিঙ্গুরে গতবারের মতো এবারও তৃণমূল প্রার্থী করেছে বেচারাম মান্নাকে। তিনি এলাকার ঘরে ঘরে পৌঁছেছেন উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে। তাঁর দাবি, এলাকায় কাজ হয়েছে বিস্তর। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে, নতুন ব্রিজ হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে হাইমাস্ট লাইট বসেছে। এছাড়াও স্কুল, মাদ্রাসা বিল্ডিং, আইসিডিএস সেন্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, মানুষ জানে দুঃসময়ে কে পাশে ছিল। বেচারামের কথায়, 'যে সারা বছর পড়াশোনা করে তার পরীক্ষার সময় চিন্তা হয় না। আমি সারা বছর মানুষের পাশে থাকি, উন্নয়ন করি, বিজেপির মতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না তাই মানুষ আমার পাশে থাকে। আমাকে কেউ রুখতে পারবে না। গতবারের থেকে এবার এক ভোটে বেশি হলেও আমি জিতব।'

২০০১ সালে বাম জমানায় সিঙ্গুরে প্রথমবার জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের

'না হল কৃষি, না এল শিল্প'

মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। একটানা চারবারের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, 'না হল কৃষি, না এল শিল্প।'

গতবার মাস্টারমশাই বিজেপির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে হারিয়েছিলেন বেচারাম। পেয়েছিলেন ৪৮.১৫ শতাংশ ভোট। অপরদিকে মাস্টারমশাই পেয়েছিলেন ৩৫.৮০ শতাংশ ভোট।

এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে অরূপকুমার দাসকে। সিঙ্গুরকে রাজ্যে শিল্পায়নের 'ভরকেন্দ্র' হিসেবেই গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাঠে রয়েছে বিজেপি। অরূপ বলেন, 'আগামী দিনে সিঙ্গুরকে শিল্প, শিক্ষা, কৃষির উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান করার লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি। এটা কোনও লড়াইয়ের নয়, উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। সিঙ্গুরের অনেক মানুষ আমার পূর্বপরিচিত, মানুষ এখন অবনয়ন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন দিশা দেখতে চাইছে।' সিঙ্গুরে কারখানা ফেরানোর বার্তা রয়েছে বামেদেরও। সিপিএম প্রার্থী দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আলুচাষিরা দাম পাচ্ছে না। একশো দিনের কাজ বন্ধ। সিঙ্গুরের কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন কোনও কারখানা এখানে তৈরি হয়নি। অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হলে আবার আমরা শিল্প করব। বামফ্রন্ট সরকার হলে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাবে।' রাজনৈতিক তর্জা চলছেই। কিন্তু তাতে সিঙ্গুরের সত্যিই কি আর কিছু এসে যায়? টাটাদের ছেড়ে যাওয়া বিতর্কিত জমি পড়ে আছে সেই তিমিরেই। শিল্প, চাষাবাদ সবই বন্ধ। খোলা আকাশের নীচে বেড়েছে আগাছার সংখ্যা। সন্ধ্যা নামলেই পরিত্যক্ত কারখানার এলাকাজুড়ে ঘিরে ধরে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা। স্থানীয় কৃষক আশিস বেরা জানান, তিন বিঘা জমি থেকে কংক্রিট সরাতে দেড়লক্ষ টাকা খরচ করেও ফলন পাচ্ছেন না। যে জমিতে একসময় ধান, পাট আর আলু উপচে পড়ত, সেই মাটি এখন বন্ধ্যা। অপরদিকে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা মহাদেব দাসের গলায় ক্ষোভ, 'আমরা তো এই কংক্রিটের জঙ্গল চেয়ে লড়াই করিনি।' শুধু কিছু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি আর অন্তহীন আশ্বাসের মাঝেই অন্য দিনলিপি লিখছে সিঙ্গুর।

ধৃত ৩

আসানসোল, ২৬ এপ্রিল : আসানসোলের কংগ্রেস সমর্থক দেবদীপ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে খুনের মামলা করলো আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। মৃতের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এই খুনের মামলা করা হয়েছে বলে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস। পাশাপাশি এই ঘটনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই এফআইআরে নাম থাকা দুই মুল অভিযুক্ত সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৩৭ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩

বিরোধী নিকেশ

গণতন্ত্র ও বিরোধী- সংবিধান অনুযায়ী অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিরোধীদের অস্তিত্ব না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্রের এগিয়ে চলা কঠিন। তবে এসব কথার কথা। বহুদলীয় ব্যবস্থার সেই ধারণাটিকে নিয়ে কেই বা আর মাথা ঘামায়! এখন বিরোধীশূন্য ব্যবস্থা যেন শাসকের লক্ষ্য। প্রয়াত মুকুল রায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১১-র পর তৃণমূল সেই অভিযান শুরু করেছিল বাংলায়। গোটা দেশে সেই কাজটি ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে বিজেপি। যে কর্মসূচির পোশাকি নাম অপারেশন লোটাস।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সেই অপারেশনের সম্ভাবনায় শঙ্কিত। নির্বাচনি প্রচারে তাঁর ভাষণে সেকথা উঠে এসেছে। স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ভয়, শুধু বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার পার করলে হবে না, আসন সংখ্যায় অনেক এগিয়ে না থাকলে বিজেপি বিধায়ক কেনাবেচা শুরু করে দেবে। যে কাজটা একসময় মমতার দলের হয়ে জেলায় জেলায় করেছিলেন প্রয়াত মুকুল। সেই কৌশল যে তাঁকেও একসময় বিপাকে ফেলবে, বোধহয় ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি তৃণমূল নেত্রী।

বিজেপির ঘোষিত লক্ষ্য বিরোধীশূন্য ভারত। কার্যত এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক ভোটের পাশাপাশি এক দল, এক শাসকের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সর্বভারতীয় শাসকদল। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকে পদ্মের ছাতার তলায় নিয়ে আসা এবার বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে বঙ্গবিজয়ে। ছলে-বলে-কৌশলে এমন কোনও চাল বাকি নেই যা ব্যবহার হচ্ছে না সেই অভিযানে।

অভিযান সফল হলে শুধু অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ নয়, পাশের অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশের রং গেরুয়া করে দেওয়া যাবে। একইভাবে নয়াদিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের মাঝে পঞ্জাব এখন অপারেশন লোটাসের পাখির চোখ। আম আদমি পার্টির (আপ) অভ্যন্তরীণ কাজিয়াকে কাজে লাগিয়ে আদাজল খেয়ে অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। রাঘব চাড্ডা সহ ৭ আপ সাংসদকে পক্ষে টেনেই শেষ নয়। পঞ্জাব মন্ত্রীসভাকে টেনে নামানোর লক্ষ্যে অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে।

অভিযান সফল হলে ২০২৭-এ পঞ্জাব বিধানসভার নির্বাচন পর্যন্ত হয়তো আর অপেক্ষা করতে হবে না। তার আগে উত্তর ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটিতে পদ্ম ফুটিয়ে দেওয়া যাবে। দল ভাঙানোর খেলা কংগ্রেস জমানায় ছিল না, তা নয়। কংগ্রেস শাসনেই আয়ারাম গয়ারাম শব্দবন্ধনী যে কারণে চালু হয়েছিল। এখন দলবদলু শব্দটি বেশি প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। তবে এখন আর শুধু দলবদল নয়, সরকার টেনে নামানোও অন্যতম কর্মসূচি হয়ে গিয়েছে শাসকের।

দল ও সরকার ভাঙার এই খেলার সঙ্গে জনমতের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং জনতার রায়ে নির্বাচিতরা দলবদল করে ভোটারদের অসম্মান করে থাকেন। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই ভাঙাগড়া চলে। এই খেলায় বিধায়ক ও সাংসদরা শুধু সংখ্যা হয়ে ওঠেন। যার কৌশলে দক্ষ চাল থাকে বা পেশি কিংবা অর্থবল বেশি থাকে, সেই পক্ষ খেলায় সফল হয়।

বিনিময়ে সাংসদ-বিধায়কদের আকর্ষণীয় উপহার মেলে। কখনও কাঞ্চনমূল্যে, কখনও লোভনীয় পদ বা মন্ত্রিত্বে। বিলাসবহুল হোটেল-রিসর্টে ভালো থাকা, ভালো খানাপিনা দিয়ে কার্যত আটকে রাখলেও আত্মমর্যাদা খুইয়ে এই খেলার শরিক হয়ে যান জনপ্রতিনিধিরা। গণতন্ত্রের মূল ভাবনা এই খেলাকে অনুমোদন না করলেও একসময় তৃণমূল এই অপারেশন চালিয়েছে। এখন অসহায়ের মতো মমতাকে দেখতে হচ্ছে, সেই একই খেলায় কীভাবে বন্দি হয়ে পড়ছেন তিনি।

রাজ্যের সমস্ত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা দখল করে বিরোধীশূন্য বাংলা গঠনে তৃণমূলের সেই লক্ষ্য বুমেরাং হয়েছে। মানুষ সেই একাধিপত্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে বলেই মমতা এখন শঙ্কিত, তৃণমূলের আসনসংখ্যা কমে যেতে পারে। তারপরই শুরু হয়ে যেতে পারে অপারেশন লোটাস। ভবিষ্যতে এই পরিণতি মোদি-শা'র হবে কি না, তা ভাবীকাল বলবে। তবে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নাকি নারীশক্তির হুংকার?

প্রথম দফার নির্বাচনে ৯২.৮৯ শতাংশের ঐতিহাসিক ভোটদান কি শুধুই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ইঙ্গিত, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে ভোটার তালিকা সংশোধনের অঙ্ক এবং বাংলার নারীশক্তির এক নিঃশব্দ উত্থান?

পল্লব বসু

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশনের ৯২.৮৯ শতাংশ ভোটদানের পরিসংখ্যান গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলে আক্ষরিক অর্থেই একটা বড়সড়ো কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে কোনও রাজ্যে এত বিপুল পরিমাণ ভোটদানের নজির কার্যত বিরল। এক ধাক্কায় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এই হার প্রায় সাড়ে ১০ শতাংশ বেশি। আর এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই টেলিভিশনের স্টুডিওতে বসা রাজনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে সেই বহু পুরোনো এবং বহুল প্রচলিত তত্ত্ব নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে— 'হাই টার্নআউট ইকুয়ালস টু অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' বা বিপুল ভোটদান মানেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতারা এই সংখ্যাটিকে তৃণমূল সরকারের পতনের নিশ্চিত ইঙ্গিত হিসেবে দাবি করতে শুরু করেছেন। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, শুধুমাত্র একটা সংখ্যার ওপর ভর করে এত বড় উপসংহার টেনে ফেলাটা কি বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে না? ভোটের এই বিপুল শতাংশের পেছনের আসল অঙ্কটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু গভীরে যেতে হবে। কারা এত সংখ্যায় ভোট দিতে এলেন, কেন এলেন, আর কোন সামাজিক গোষ্ঠীগুলো এবার সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল— সেই কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরি।

গত দু'তিন বছর ধরে ভারতের একাধিক রাজ্যের নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে, আর তা হল— নারী ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। বর্তমানে যে কোনও নির্বাচনে যদি নারী ভোটারদের সংখ্যা পুরুষদের ছাপিয়ে যায়, তবে তা শাসকদলের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাই বেশি। কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে আমরা দেখেছি, মহিলাদের লক্ষ্য করে যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো চালানো হয়, তার ডিভিডেন্ড হিসেবে বিপুল মহিলা ভোট মূলত শাসকদলের বাক্সেই পড়ে। মহিলারা সাধারণত আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা বা শিক্ষার মতো ধারাবাহিক প্রকল্পগুলোর প্রতি বেশি বিশ্বস্ত থাকেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে তাঁরা শাসকদলকেই ভোট দেন। বাংলার ক্ষেত্রে এই নারীশক্তির উত্থান আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কাজের তাগিদে বাংলার অনেক পুরুষই বছরের বেশিরভাগ সময় ভিনরাজ্যে থাকেন। ফলে বুথ স্তরে নারী ভোটাররাই সবচেয়ে বড় এবং স্থিতিশীল শক্তি হয়ে ওঠেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো যুগান্তকারী প্রকল্প। এটি আজ আর নিছক কোনও সরকারি নীতি নেই, বরং তা বাংলার সাধারণ ঘরের অন্দরমহলে এবং প্রতিদিনের সাংসারিক অর্থনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্পগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এমন এক মজবুত রাজনৈতিক ভিত তৈরি করেছে, যা এসি ঘরে বসে থাকা অনেক বিশ্লেষকই ঠাহর করতে পারেন না। তাই শুধুমাত্র উচ্চ ভোটদান দেখেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার সরলীকরণ করাটা চরম বোকামি।

বালুরঘাটের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। ছবি : মাজিদুর সরদার

এই ৯২.৮৯ শতাংশের আকাশছোঁয়া হারের পেছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা এসআইআর। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত, ভুয়ো বা রাজ্যে আর বসবাস করেন না, এমন প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম একলহমায় তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যের মোট ভোটারের নিরিখে যা প্রায় ১২ শতাংশ! প্রথম দফার ১৫২টি আসনেই ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় ৩৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

প্রথম দফায় ৯২.৮৯ শতাংশ ভোটদানের নেপথ্যে কেবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, লুকিয়ে রয়েছে নারী ভোটারদের যুগান্তকারী ভূমিকা এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রভাব। প্রায় ৯১ লক্ষ ভুয়ো বা মৃত ভোটারের নাম বাদ পড়ায় ভোটদানের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রামে ফেরাও এই বিপুল ভোটদানের অন্যতম কারণ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প তৃণমূলের মহিলা ভোটব্যাংককে মজবুত করেছে। তাই এই পরিসংখ্যানকে কেবল শাসকদলের বিরুদ্ধে রায় হিসেবে দেখা নিছক বোকামি। এটি আসলে বাংলার রাজনীতি সচেতন সমাজের এক নীরব উত্তরণ।

এবার একটু পাটিগণিতের হিসেবে আসা যাক। এসআইআর-এর পর প্রথম দফায় মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩.৬১ কোটি। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৩.৩৫ কোটি মানুষ, ফলে ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৮ শতাংশ। কিন্তু এই বাদ যাওয়া নামগুলোকে যদি আমরা আবার হিসেবে ধরি, অর্থাৎ ভোটার সংখ্যা যদি আগের মতো চার কোটিই থাকত এবং ভোটদাতার সংখ্যা ৩.৩৫ কোটিই হত, তবে ভোটদানের শতাংশ কিন্তু একধাক্কায় অনেকটা নীচে নেমে আসত। সেক্ষেত্রে ভোটদানের হার ২০২১ সালের তুলনায় হয়তো মাত্র ১.৮৫ শতাংশ বেশি হত। অর্থাৎ, একটি পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা যান্ত্রিকভাবেই ভোটদানের হারকে এতটা বাড়িয়ে দেখিয়েছে। তাই এই রেকর্ড শতাংশ দেখে গেরুয়া শিবিরের এখনই উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো খুব বেশি কিছু হয়তো নেই।

তবে এসআইআর শুধু পাটিগণিতের হিসেব নয়, এটি এক চরম মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক খেলাও বটে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের বৈধ নাগরিক। হঠাৎ করে নাম বাদ পড়ার কারণে বহু পরিবারের মধ্যেই এক তীব্র ক্ষোভ এবং বঞ্চনার বোধ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, এসআইআর-এর জেরে মানুষের মনে একটা গভীর 'ভয়' দানা বেঁধেছে— ভোটের অধিকার এবং সর্বোপরি নাগরিকত্ব হারানোর ভয়। এই আতঙ্কের কারণেই দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা সুরাটে কাজ করতে যাওয়া বহু পরিযায়ী শ্রমিক হন্যে হয়ে ছুটে এসেছেন নিজেদের গ্রামে শুধু একটা ভোট দেওয়ার জন্য। যখন কোনও পরিবার ভাবে যে এই ভোটটা তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন, তখন সেটা আর পাঁচটা সাধারণ রুটিন থাকে না, সেটা একটা বাঁচা-মরার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজিরবিহীন উপস্থিতি, যা সাধারণ ভোটারদের মনে বাড়তি নিরাপত্তা জুগিয়েছে। তাই এই বিপুল ভোটদানের পেছনে ক্ষোভ, ভয়, অধিকার রক্ষার লড়াই এবং নিরাপত্তা—সবগুলো আবেগই একসঙ্গে সমান্তরালভাবে কাজ করেছে।

রাজনৈতিকভাবে দেখলে, এসআইআর-এর কোপটা সবচেয়ে বেশি পড়েছে তৃণমূলের জেতা আসনগুলোতেই। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ (৬৬%), মালদা (৫১%), উত্তর ২৪ পরগনা (২৬%) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার (৩৬%) মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোতে প্রায় ১২.২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। অথচ ২০২১ সালে এই জেলাগুলোর ৭৫টি আসন তৃণমূলের বিপুল জয়ে এক নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। তবে বিজেপিও কিন্তু এই কোপ থেকে পুরোপুরি রক্ষা পায়নি। কোচবিহারের দিনহাটার মতো আসন, যেখানে গতবার বিজেপি মাত্র ৬০ ভোটে জিতেছিল, সেখানেও প্রায় ১০ হাজার নাম বাদ গেছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের নামও বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে। তাই এই নাম বাদ পড়ার অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত কোন দলের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিরাট ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, মার্জিনাল বা ক্লোজ আসনগুলোতে (যেখানে গতবার জয়ের ব্যবধান পাঁচ শতাংশের কম ছিল) এই এসআইআর একটা বড়সড়ো ওলট-পালট ঘটিয়ে দিতে পারে।

সব মিলিয়ে এই রেকর্ড ভোটদান প্রমাণ করে যে, বাংলা এখনও ভারতের অন্যতম রাজনীতি-সচেতন সমাজ। দলের সংগঠন, স্থানীয় ইস্যু এবং ওয়েলফেয়ার স্কিম— সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভোটের বাক্সে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটা ঠিক যে, বিজেপি বাংলায় তাদের সংগঠন অনেকটা বাড়িয়েছে এবং শাসকদলের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিজেপির উত্থান দেখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গে ফাটল ধরেছে— এমনটা বলার সময় এখনও আসেনি। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং মহিলা ভোটারদের সমর্থন তৃণমূলের জন্য এখনও এক অভেদ্য রক্ষাকবচ। তাই ৯২.৮৯ শতাংশের এই ঐতিহাসিক ভোটদান কোনও আগাম রায় নয়, এটি নিছকই মাঠপর্যায়ের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র। ভারতের নির্বাচন আজ আর শুধু ধর্ম বা জাতপাতের অঙ্কে আবদ্ধ নেই, তা আজ নারীদের স্বাধিকার এবং সরকারি প্রকল্পের ওপর রাজনৈতিক আস্থার এক নতুন অধ্যায় তৈরি করছে। বাংলার এই ভোটদান সেই নীরব ভোটারদেরই এক সরব হুংকার, যা পুরোনো দিনের ভোটের পণ্ডিতি এবং গাণিতিক সমীকরণকে এক লহমায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৬০

সাহিত্যিক রাজশেখর বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০১৭

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় অভিনেতা বিনোদ খান্নার।

আলোচিত

মমতা ক্ষমতায় আসতেই যে সমালোচকরা দলে দলে তাঁর দিকে চলে এলেন, তাঁদের কি শাস্তি হয়েছে? উলটে বড় বড় পোস্ট পেয়েছেন। তার মানে শাস্তিটাস্তি হবে না। এরাই আবার নতুন কেউ এলে তাঁর দিকে চলে যাবে।

-জয় গোস্বামী

ভাইরাল/১

গুজরাটের জুনাগড়ের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়েছিল গিরের এক সিংহ। গভীর রাতে গৃহস্থের একটি পোষ্যকে শিকার করে রাস্তার মাঝে বসে খাচ্ছিল সে। বাসিন্দারা টের পেয়ে বেরিয়ে আসেন। টর্চের আলো ফেলতেই খাবার ছেড়ে দৌড়।

ভাইরাল/২

বাংলাদেশের রাজশাহির দাওকান্দি সরকারি কলেজে এক শিক্ষিকাকে জুতোপেটা করা হল। পরীক্ষা চলাকালীন কয়েকজন বিএনপি নেতা কলেজে ঢুকে কর্তৃপক্ষের কাছে চাঁদা চান। শিক্ষিকা তা মোবাইলে ভিডিও করছিলেন। জুতো খুলে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করেন বিএনপি নেতারা।

জনমন জনমত

চ্যালেঞ্জ সামলে দায়িত্ব পালন করলেন মহিলা ভোটকর্মীরা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন বঙ্গ গণতন্ত্রের সর্বজনীন উৎসব শুধু নয়, এটি এক বিশাল প্রশাসনিক ও মানবিক পরীক্ষার মঞ্চ। এই জটিল প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভোটকর্মীরা। আর তাঁদের মধ্যেই এক উল্লেখযোগ্য ও অনস্বীকার্য শক্তি হয়ে উঠেছেন মহিলা ভোটকর্মীরা। তাঁরা শুধু দায়িত্ব পালন করেননি, বরং অপ্রতুল পরিকাঠামোর ছায়ায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে মহিলা ভোটকর্মীদের বাস্তব চিত্র এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীরতর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা মহিলা ভোটকর্মীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ওয়েব ক্যামেরার সামনে শঙ্কিত রাতযাপনের ভীতি সত্ত্বেও তাঁরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি। বরং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রশাসনিক দক্ষতা ও মানসিক দৃঢ়তা লিঙ্গনির্ভর নয়। প্রশ্ন ওঠে, যে রাষ্ট্র নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে, সেই রাষ্ট্র কি তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পেরেছে?

পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে পেশাগত কর্তব্যের ভারসাম্য রক্ষা করা মহিলা ভোটকর্মীদের জন্য এক নীরব সংগ্রাম। অনেকেই বাবা-মা, স্বামী-পুত্র-কন্যা বা পরিবারের সকলের প্রতি দায়দায়িত্ব সেরেও ভোটের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দ্বৈত দায়িত্বের চাপকে উপেক্ষা করে তাঁরা যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু একইসঙ্গে এটি আমাদের পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকেও উন্মোচিত করে- যেখানে নারীর শ্রমকে এখনও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। বাতাসে ভাসছিল- 'এ এ... এরা কী ভোট করবে!'

রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা ভোটকর্মীদের বরাবরই একটি বড় সমস্যা। পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা হয়তো গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহিলা ভোটকর্মীদের জন্য নির্ধারিত স্কুল বা অস্থায়ী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়ের অভাব ও তাদের ব্যক্তিগত প্রাইভেসি রক্ষা না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মহিলা কর্মীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি হলেও বাস্তবে তার ঘাটতি স্পষ্ট। এই পরিস্থিতি শুধু শারীরিক অস্বস্তিই নয়, তাদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্নকেও সামনে নিয়ে আসে। তাছাড়া অনেক মহিলা ভোটকর্মীকে রাতে দূরবর্তী বুথে অবস্থান করতে হয়েছে, যেখানে কোনও মহিলা ফোর্সের ব্যবস্থা ছিল না। নির্বাচনের মতো সংবেদনশীল সময়ে এই ধরনের অবহেলা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেই মনে হয়। প্রশ্ন জাগে, এত বড় একটি নির্বাচিন প্রক্রিয়ায় কেন এই মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি?

গণতন্ত্রের এই বৃহৎ আয়োজনে মহিলা ভোটকর্মীরা শুধু অংশগ্রহণকারী নন, তাঁরা এই গণতান্ত্রিক উৎসবের সফল নায়িকা। তাই তাঁদের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক এবং উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা শুধু প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, রাষ্ট্রের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও।

ডঃ রঞ্জিত বর্মন, অধ্যাপক
আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি।

অস্মিতার আড়ালে বিপন্ন নিজস্ব সংস্কৃতি

এক সাম্প্রদায়িকতা রুখতে গিয়ে কি আমরা অন্য সংকীর্ণতার জালে জড়িয়ে পড়ছি আজ?

সুমন্ত বাগচী

উত্তরবঙ্গজুড়ে এখন ভোটের অবকাশ। আগামী ৪ মে পর্যন্ত এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। যে কোনও নির্বাচনে একাধিক ইস্যু থাকলেও একটি বিষয় বাকি সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। এবারের মূল ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদলের প্রধান অভিযোগ, তারা ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শাসকদলের পালটা অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরিয়া। এই দ্বিমুখী মেরুকরণের বাইরে বামপন্থী এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোও কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কার্যত একমত।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদল ভারতীয় সংবিধানকে হাতিয়ার করে 'বাঙালি-অস্মিতা' বা বাঙালি আবেগ জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন প্রচারে কখনও আকারে-ইঙ্গিতে, আবার কখনও সরাসরি বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় শাসকদল ক্ষমতায় এলে রাজ্যে হিন্দিভাষী মানুষের প্রভাব ও আধিপত্য বহুগুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে বাঙালি তথা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই আখ্যানকে ঘিরেই ভোটের ময়দানে একটি মনস্তাত্ত্বিক আবহ তৈরির চেষ্টা চলছে, যা সাধারণ ভোটারদের গভীরভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত।

এবারের শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের ধরনে বেশ কিছু অভিনবত্ব চোখে পড়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ফ্লেক্স দেখা গিয়েছে, যা আগে কখনও সেভাবে চোখে পড়েনি।

ভরসা।। শিলিগুড়ির একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। -সূত্রধর

শিলিগুড়ির নাগরিক সমাজে সুপরিচিত জনা পঁচিশেক গুণী মানুষের নামে এই ফ্লেক্সগুলো দেওয়া হয়েছে, যেখানে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোট চাওয়া হয়নি। তবে ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ করে সেখানে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় নীতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথিতযশা লেখক, শিক্ষাবিদ এবং সংস্কৃতিকর্মী রয়েছেন, যাঁদের অনেকেই বৃহত্তর বাম-পরিসরের মানুষ হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে লিফলেট বিলি করে এঁদের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি আবেদনপত্রে কেন্দ্রীয় শাসকদলকে ভোট না দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে।

ওই আবেদনপত্রে ভোট না দেওয়ার একাধিক যুক্তির মধ্যে অন্যতম হল, কেন্দ্রের দল ক্ষমতায় এলে 'গোবলয়ের নিকৃষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি' এই রাজ্যেও আমদানি হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নির্বাচিত বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের নানাভাবে নিজেদের দলে টেনে আনার রাজনৈতিক সংস্কৃতি তো আমাদের রাজ্যেও খুব একটা অপরিচিত নয়। পাশাপাশি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গোবলয় হিসেবে পরিচিত বিহারের ভূমিপুত্র লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বাধীন ভারতে যে গণ আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিলেন, তা সর্বজনবিদিত। গুজরাট ভৌগোলিকভাবে গোবলয় না হলেও সেখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে এবং মহাত্মা গান্ধির অবদানও আমরা ভুলে যেতে পারি না। তাই শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে নেতিবাচক তকমা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

এই ফাঁপা বাঙালি-অস্মিতা এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতিকে কাঠগড়ায় তোলার প্রবণতা আমাদের রাজ্যের হিন্দিভাষী মানুষদের কি ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছে না? এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা রুখতে গিয়ে আমরা অন্য একটি বিভাজনের শিকার হচ্ছি কি না, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বাঙালি নিজেই বা নিজের সংস্কৃতির প্রতি আজ কতটা দায়বদ্ধ? বাংলামাধ্যম স্কুলগুলো আজ প্রায় ছাত্রশূন্য, অথচ ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তির লম্বা লাইন। বিয়ের অনুষ্ঠানে বাঙালির চিরাচরিত পোশাকের জায়গা দখল করেছে ভিনরাজ্যের লেহেঙ্গা বা শেরওয়ানি। বাংলা সাহিত্য, গান বা চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থাও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষিত প্রজন্মের দৈনন্দিন কথোপকথনে খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যবহার ক্রমশ কমছে। তাই শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, নিজস্ব সংস্কৃতির অবক্ষয় নিয়ে আত্মানুসন্ধানই আজ সবচেয়ে বেশি জরুরি।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৩০

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্যপ্রার্থী ১৩। পৈতে অথবা ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি বা মনোভাব ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪৪২৯

পাশাপাশি : ১। জলপিপি ৩। হংস ৫। পান্থপাদপ ৭। ইশান ৯। বয়ান ১১। বনসম্পদ ১৪। মরাই ১৫। কারাগার।

উপর-নীচ : ১। জলপাই ২। পিউপা ৩। হড়পা ৪। সন্তাপ ৬। দরিয়া ৮। শালীন ১০। নভশ্চর ১১। বয়াম ১২। সরাই ১৩। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চিরঘুমে 'কথা বলা ছবি'র কারিগর রঘু

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : ভারতীয় চিত্রসাংবাদিকতার জগতে এক যুগের অবসান ঘটল। ৮৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রবাদপ্রতিম চিত্রগ্রাহক রঘু রাই। রবিবার ভোরে তাঁর পরিবারের তরফে এই শোকসংবাদ জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত একাধিক সমস্যাও দেখা দিয়েছিল।

রঘু রাইয়ের ছেলে নীতিন রাই বলেন, 'দু-বছর আগে বাবার প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছিল। পরে তা পাকস্থলীতে এবং মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে।' রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ দিল্লির লোধি রোড শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৪২ সালে অবিভক্ত ভারতের ঝাং এলাকায় জন্ম রঘুর। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হলেও দাদার অনুপ্রেরণায় ১৯৬৫ সাল থেকে চিত্রসাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে তাঁর ক্যামেরা বন্দি করেছে আধুনিক ভারতের বিবর্তনকে।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের ছবি, বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা এবং পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মুহূর্তগুলি তাঁর লেন্সেই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এর জন্য ১৯৭২ সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন।

ইন্দিরা গান্ধি, মাদার টেরেসা, সত্যজিৎ রায় থেকে দলাই লামা, সমকালীন ইতিহাসের বহু দিকপাল তাঁর ক্যামেরায় ধরা দিয়েছেন। ১৯৮৪ সালের ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের সেই মর্মান্তিক ছবি আজও বিশ্ববিবেকের কাছে এক দলিল হয়ে রয়েছে। সত্তর এবং আশির দশকে প্রথম সারির একাধিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কাজ ভারতীয় চিত্রসাংবাদিকতার সংজ্ঞাকে বদলে দিয়েছিল। বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন টাইম, লাইফ এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ তাঁর ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হত। ১৯৯২ সালে আমেরিকায় তিনি 'ফোটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন।তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিল্প ও সাংবাদিকতা মহলে।

ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি

ওয়াশিংটন, ২৬ এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর ফের প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা। শনিবার রাতে ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে আয়োজিত 'হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর বার্ষিক নৈশভোজে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট এবং উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতেই এক বন্দুকবাজ নিরাপত্তাবলয় ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করলে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে সিক্রেট সার্ভিসের তৎপরতায় বড়সড়ো বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

শনিবার রাতে হোটেলের বলরুমে ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা প্রায় ২,৬০০ অতিথির সঙ্গে নৈশভোজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেইসময় বলরুমের প্রবেশমুখের একটি সিকিউরিটি চেক পয়েন্টে কোল টমাস অ্যালেন (৩১) নামে এক যুবক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। সে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের লক্ষ্য করে একটি শটগান থেকে গুলিবর্ষণ করে। আকস্মিক গুলির শব্দে বলরুমের ভেতরে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অতিথিরা প্রাণের ভয়ে টেবিলের নীচে আশ্রয় নেন। দ্রুততার সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা ট্রাম্প এবং তাঁর পরিবারকে ঘিরে ফেলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান।

ধৃত কোল টমাস অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা। তদন্তে জানা গিয়েছে, সে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর। মেধাবী এই যুবক পেশায় শিক্ষক এবং ভিডিও গেম ডেভেলপার। এমনকি ২০১৪ সালে সে নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজও করেছে। গোয়েন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, সে হোটেলেরই একজন অতিথি হিসেবে আগে থেকে ঘর নিয়েছিল। এফবিআই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি শটগান, একটি হ্যান্ডগান এবং একাধিক ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার পর গভীর রাতে হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিং রুমে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হামলাকারীকে 'অসুস্থ' এবং 'লোন উলফ' বা একাকী আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'এটি খুব অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সিক্রেট সার্ভিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে।' এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট গুলিবিদ্ধ হলেও বুলেটপ্রুফ ভেস্টের কারণে বেঁচে গিয়েছেন উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'একজন অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনি ঠিক আছেন। তাঁর ভেস্টটি কাজ করেছে।'

ইরান যুদ্ধের সঙ্গে এই হামলার কোনও যোগসূত্র আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আমি জানি না এর সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না। আমি মনে করি না এমন কিছু আছে। তবে এই ঘটনা আমাকে ইরানে যুদ্ধ জয় করা থেকে আটকাতে পারবে না।' অতীতে পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে এবং ফ্লোরিডায় তাঁর ওপর হওয়া হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছরে আমাদের প্রজাতন্ত্র বারবার আক্রান্ত হয়েছে। যাঁরা বড় প্রভাব ফেলতে চান, তাঁদেরই এভাবে টার্গেট করা হয়।'

এই হামলার পর হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, ওয়াশিংটন হিলটনের ভবনটি খুব একটা সুরক্ষিত নয় এবং এই কারণেই তিনি হোয়াইট হাউসে একটি অত্যাধুনিক ও বুলেটপ্রুফ বলরুম তৈরির ওপর জোর দিচ্ছেন। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গণতন্ত্রে হিংসার কোনও জায়গা নেই। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর পরিবার সুরক্ষিত রয়েছেন জেনে স্বস্তি বোধ করছি।' আপাতত ধৃত অ্যালেন এফবিআইয়ের হেপাজতে রয়েছে এবং সোমবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, মেধাবী যুবকের এহেন অপরাধের পথে যাওয়ার নেপথ্যে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না।

নৈশভোজে হামলা, অল্পের জন্য রক্ষা

হামলাকারীর পরিচয়

নাম কোল টমাস অ্যালেন। বয়স ৩১। ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা। মেধাবী, পেশাগত জীবনে সফল, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। পরে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর করেন। পেশায় শিক্ষক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং গেম ডেভেলপার। নাসার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ করেছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি 'টিচার অফ দ্য মান্থ' সম্মানও পেয়েছিলেন। ২০২৪-এর প্রেসিডেন্ট ভোটের সময় ডেমোক্র্যাট নেত্রী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনি তহবিলে ২৫ ডলার দান করেছিলেন।

ধারাবাহিক হামলা

আলোচনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর হওয়া অতীতের আক্রমণগুলি। হামলার পর ট্রাম্প নিজেই স্মরণ করেন। ২০২৪-এর জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে নির্বাচনি প্রচার চলাকালীন বন্দুক হামলা। সেবার গুলি তাঁর কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। এর মাত্র দু'মাস পরেই ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো গলফ কোর্সে এক বন্দুকবাজকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। এর আগে ২০১৬ সালে লাস ভেগাসে এক ব্যক্তি নিরাপত্তারক্ষীর বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলির করার চেষ্টা চালায়। ২০১৭ সালে নর্থ ডাকোটায় একটি ফর্কলিফ্ট চুরি করে ট্রাম্পের গাড়িতে ধাক্কা মারার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। প্রতিবারই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন তিনি।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ওয়াশিংটন হিলটন হোটেল আবারও দেখল মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওপর হামলার ভয়াবহ দৃশ্য। ঠিক ৪৫ বছর আগে ১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ এই হোটেলের সামনেই আততায়ী জন হিঙ্কলে জুনিয়ারের গুলিতে বিদ্ধ হয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন। ফুসফুসে চোট পেলেও সেযাত্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। হিঙ্কলে জানিয়েছিলেন, অভিনেত্রী জোডি ফস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শনিবার রাতে সেই একই স্থানে সাংবাদিকদের এক নৈশভোজে হামলার শিকার হলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

৭ 'গদ্দার'-এর পদ খারিজের আবেদন আপের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : বিজেপিতে নাম লেখানো ৭ সাংসদের পদ খারিজের আবেদন জানাল আপ। রবিবার দলের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং সংসদের উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে এই মর্মে একটি আবেদন দাখিল করেন। তাতে বলা হয়েছে, যে সাত সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাঁরা দলত্যাগবিরোধী আইন লঙ্ঘন করেছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই সদস্যরা আপের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের বিজেপিতে যোগদান সংবিধানের আদর্শের পরিপন্থী একটি কাজ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখার লক্ষ্যে আপ-এর পক্ষ থেকে তাই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের সদস্যপদ বাতিলের আবেদন জানানো হয়েছে।

তবে রাঘব চাড্ডা, হরভজন সিংদের দলত্যাগের থেকেও আপকে এখন চিন্তায় রেখেছে পঞ্জাবে বিজেপির 'অপারেশন লোটাস'। সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, 'পঞ্জাবের আপ বিধায়কদের ভাঙানোর যে কথা শোনা যাচ্ছে, তা নেহাতই গুজব। আপ এককাট্টাই রয়েছে পঞ্জাবে।' তিনি বলেন, 'বিজেপি এবং রাঘব চাড্ডা ইচ্ছে করেই এই সংক্রান্ত একটি ভুল তথ্য এবং গুজব ছড়াচ্ছেন। যাঁরা আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে। আপ এবং পঞ্জাবকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মানুষ ক্ষুব্ধ।' পঞ্জাবে আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে বিজেপি আপে ভাঙন ধরানোর খেলায় নেমেছে বলে নানা মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বস্তুত, স্বাতী মালিওয়াল ছাড়া বাকি ৬ সাংসদই পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত। সঞ্জয় বলেন, 'রাঘব চাড্ডার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পঞ্জাবের কোনও বিধায়ক কি নিজের বিধায়ক পদ বাতিল করানোর ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন? সবাই বোঝেন, এটা রাজনীতি। যাঁরা দল বদলেছেন তাঁরা জনাদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'

যদিও বিজেপি যে আপে ভাঙন ধরানোর খেলায় আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছে, সেটা ঝাড়ুবাহিনীর আরও এক সাংসদ বলবীর সিং সিচেওয়ালের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি দাবি করেন, ওই সাতজনের সঙ্গে তাঁকেও বিজেপিতে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি মানেননি। সিচেওয়াল বলেন, 'যে সাতজন বিজেপিতে গিয়েছেন তাঁদের অন্যতম বিক্রমজিৎ সিং সাহনি আমাকে ওই আজাদ গ্রুপের অংশ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ওই প্রস্তাব মানিনি। যাঁরা দল ভেঙেছেন তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।' এদিকে বিজেপিতে যোগ দিতেই বিদ্রোহী সাংসদ হরভজন সিংয়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে পঞ্জাব পুলিশ।

জনগণনার তথ্যে গোপনীয়তার আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে দেশের নাগরিকদের মনে বিস্তর সংশয় তৈরি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এবার একলপ্তে প্রায় ৯১ লক্ষের নাম বাদ যাওয়ার পর নাগরিক সমাজের অন্দরে উদ্বেগ আরও প্রবল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে। সিএএ-এসআইআরের পর এই প্রক্রিয়া ঘিরে যাতে নাগরিদের মনে বিন্দুমাত্র ভয় এবং সন্দেহ না থাকে সেজন্য সক্রিয় হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার 'আকাশবাণী'তে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'জাতীয় জনগণনা শুধুমাত্র একটি সরকারি কাজ নয়। এটি আমাদের সকলের দায়িত্ব। আপনাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যে তথ্য দেবেন তা পুরোপুরি নিরাপদ এবং গোপন থাকবে।'

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোটের আগে শেষ রবিবার মোদির এই রেডিও অনুষ্ঠান ঘিরে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে তুমুল উদ্দীপনা ছিল এদিন। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের জনগণনা প্রক্রিয়া বিশ্বের সবথেকে বড় একটি প্রক্রিয়া। তিনি জানান, জনগণনা ২০২৭-কে ডিজিটাল করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে রেকর্ড

মন কি বাত

করা হচ্ছে। যা পুরোপুরি সুরক্ষিত বলে তাঁর দাবি।

নাগরিকরা কীভাবে স্বনথিভুক্তকরণের মাধ্যমে জনগণনা প্রক্রিয়া অংশ নিতে পারবেন সেই কথাও মোদির রেডিও বক্তৃতায় উঠে এসেছে। তিনি জানান, এই পদ্ধতিতে নাগরিকরা গণনাকারীদের আসার ১৫ দিন আগে পর্যন্ত অনলাইনে নিজেদের তথ্য জমা দিতে পারবেন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মোবাইল বা ই-মেইলের মাধ্যমে একটি ইউনিক আইডি পাবেন। গণনাকারীরা যখন তথ্য যাচাই করতে আসবেন, তখন এই আইডিটি দেখালেই চলবে। এর ফলে একই তথ্য বারবার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তিনি আরও বলেন, 'যেসব রাজ্যে স্বনথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এপর্যন্ত প্রায় ১.২ কোটি পরিবারকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।' তাঁর মতে, যারা এর আগের জনগণনাগুলিতে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের জন্য এবারের পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আধুনিক হবে।

হরমুজ প্রণালী ঘিরে জটিলতায় জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। এই আবহে এবার মোদির রেডিও-বক্তৃতায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার। তিনি বলেন, 'দেশের বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াট অতিক্রম করেছে। দেশকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে এবং দূষণহীন শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।'

রবিবারের তপ্ত দুপুরে প্রেমের তাজ দর্শন পর্যটকদের।

হাজতে ড্রেস কোড বন্দিদের

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : লকআপে বন্দিদের আত্মহত্যা ঠেকাতে এক অদ্ভুত দাওয়াই নিয়ে এল মুম্বই পুলিশ! এখন থেকে হাজতে থাকাকালীন বন্দিদের নিজেদের পোশাক পরা চলবে না। পরিবর্তে প্রত্যেককে পরতে হবে পুলিশের দেওয়া বিশেষ ড্রেস কোড, মেরুন রঙের হাফ-হাতা টি-শার্ট এবং কালো হাফ-প্যান্ট। পর্যবেক্ষণ বলছে, বন্দিরা অনেক সময় নিজেদের পোশাকের হাতা, কলার বা প্যান্টের কাপড় ব্যবহার করে

গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেন। নতুন পোশাকে সেই সুযোগ একেবারেই থাকবে না। সম্প্রতি অ্যান্টপ হিল থানায় অভিযুক্তদের নতুন লুকে দেখা গিয়েছে।

শুধু পোশাক নয়, বদলে যাচ্ছে লকআপের অন্দরমহলও। বাথরুমের দরজার ওপরের এবং নীচের অংশ এমনভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে যাতে কেউ ভিতরে গিয়ে দরজা আটকে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে না পারে। কয়েক বছরে মহারাষ্ট্রে হাজতে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এই কড়া পদক্ষেপ। বিশেষ করে অভিনেতা সলমন খানের বাড়ির সামনে গুলিকাণ্ডে ধৃত অভিযুক্ত অনুজ ঠাপ্পনের রহস্যমৃত্যুর পর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

বিমানে আগুন, রক্ষা ২২৮ জন যাত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : মাঝরাতে দিল্লি বিমানবন্দরে ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন সুইৎজারল্যান্ডগামী একটি বিমানের ২২৮ জন যাত্রী। শনিবার রাত ১টা ৮ মিনিটে জুরিখের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার জন্য 'সুইস এয়ার'-এর (এলএক্স১৪৭) বিমানটি রানওয়েতে দৌড় করার সময় হঠাৎই বিকট শব্দে একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

ইঞ্জিনে গোলমাল আঁচ করতে পেরেই পাইলট দ্রুততার সঙ্গে 'টেক অফ' বাতিল করেন এবং দ্রুত ব্রেক কষেন। মুহূর্তের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বিমানের ভেতরে। আপৎকালীন জানলা এবং স্লাইড ব্যবহার করে যাত্রীদের তড়িঘড়ি নীচে নামিয়ে আনা হয়। হুড়োহুড়ির মধ্যেই আহত ছ'জন যাত্রীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিমানে চার শিশুও ছিল, তবে তারা সুরক্ষিত রয়েছে।

সুইস বিমান সংস্থার তরফে

রানওয়েতে বিপত্তি

জানানো হয়েছে, এয়ারবাস ৩৩০ বিমানটির ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। আপাতত যাত্রীদের হোটেলে রাখা হয়েছে এবং একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাঁদের সহায়তায় কাজ করছে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণ খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ।

গ্রকের পছন্দ মোদি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : রাহুল গান্ধি নন, প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদিকেই পছন্দ এলন মাস্কের নিজস্ব এআই চ্যাটবট 'গ্রক'-এর। সম্প্রতি গ্রকের কাছে এক ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি যদি ভারতের নাগরিক হতে, তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে ভোট দিতে?' উত্তরে গ্রক জানায়, 'আমি একজন এআই হিসেবে ভোট বা নাগরিকত্বের অধিকার রাখি না, তবুও কাল্পনিকভাবে আমি নরেন্দ্র মোদিকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন করতাম।তাঁর সরকারের পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন পরিমাপযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে।' তার মতে, ২০১৪ সালের পর থেকে মোদি সরকারের আমলে পরিকাঠামোর ব্যাপক বিস্তার, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি, ইউপিআইয়ের অভূতপূর্ব সাফল্যের মতো বিষয়গুলিই তাকে মোদির প্রতি আস্থাশীল করেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনা করে গ্রক উল্লেখ করেছে যে, তিনি জনকল্যাণমূলক রাজনীতির ওপর জোর দিলেও কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থানের নিরিখে মোদিই এগিয়ে রয়েছেন। গ্রকের সাফ কথা, বংশ পরম্পরায় চলে আসা রাজনীতির চেয়ে তথ্য বা কাজের খতিয়ানই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

জীবন বড়, পরীক্ষা নয়

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নপূরণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মানসিক চাপ? নিট পরীক্ষার্থীদের এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়াতে অনন্য উদ্যোগ নিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। পরীক্ষার হলের লড়াইয়ের আগেই মনের লড়াইয়ে জেতার মন্ত্র দিচ্ছে তারা। সংস্থাটি সাফ জানিয়েছে, 'কোনও পরীক্ষাই একজন পড়ুয়ার জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান হতে পারে না।' সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মানবিক বার্তার মাধ্যমে এনটিএ বোঝাতে চেয়েছে যে, লক্ষ্যপূরণ না হওয়ার ভয়ে কোনও পড়ুয়াই যেন একাকিত্বের শিকার না হন।

পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের 'টেলি-মানস' পরিষেবার কথা ফের মনে করিয়ে দিয়েছে এনটিএ। যে কোনও সময় যে কেউ ১৪৪১৬ অথবা ১-৮০০-৮৯১-৪৪০৬ নম্বরে ফোন করে পেশাদার পরামর্শদাতার সাহায্য নিতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেয়। এনটিএ-র আশ্বাস, 'আমরা তোমাদের ওপর বিশ্বাস রাখি।'

'২৭-এর ফাইনালের আগে লড়াই গুজরাটে

আহমেদাবাদ, ২৬ এপ্রিল : আগামী বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য গুজরাটে বিধানসভা ভোট। ফাইনালের আগে রবিবার 'সেমিফাইনাল' ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে গিয়েছে শাসক বিজেপি। ১৫টি পুরনিগম, ৮৪টি পুরসভা, ৩৪টি জেলা পঞ্চায়েত এবং ২৬০টি তালুক পঞ্চায়েতের মোট ৯২০০টি আসনে নির্বাচন হয়। তার মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭৩৬টিতে জিতে গিয়েছে পদ্মশিবির। রবিবার সকাল সাতটা থেকে এই নির্বাচন শুরু হয়।

সদ্যসমাপ্ত এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন। এসআইআরের জেরে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৬৮.১২ লক্ষ ভোটারের নাম। বিপুল সংখ্যক নাম বাদের পর বিজেপি কেমন ফল করে সেদিকেই এখন নজর গুজরাটবাসীর। পুর ও পঞ্চায়েতের ভোটযুদ্ধে এবার বিজেপির প্রধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও আপ। ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ভোটারের রায় আগামী

দিনে মোদি-শা'র গড়ে হাওয়া কোন দিকে, তার দিকনির্দেশ করবে। রবিবার সকালে আহমেদাবাদের নারাণপুরায় সপরিবারে ভোট দেন অমিত শা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সোনালবেন ও পুত্র জয় শা। বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে শা-কে অভিনন্দন জানান বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভিও সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ছুটির দিন এবং প্রবল গরম থাকলেও গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রত্যেকের উচিত বুথে আসা। বিয়েবাড়ি বা গরমের অজুহাতে এই পবিত্র কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।' তবে এবারের পুর ও পঞ্চায়েত যুদ্ধ আর বিজেপি বনাম কংগ্রেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ রাজ্যের ৫,০০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ঝোড়ো প্রচার চালিয়েছেন। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম-ও আহমেদাবাদ ও ভুজের সংখ্যালঘু এলাকায় প্রচারে ভালোই সাড়া পেয়েছে এবার। ২৮ এপ্রিল ফল ঘোষণা।

বিস্ফোরণে মৃত ১৪

বোগোটা, ২৬ এপ্রিল : বাসে থাকা বিস্ফোরক ফেটে মৃত্যু হল ১৪ জনের। আহত ৩৮। তাদের মধ্যে ৫টি শিশুও রয়েছে। আহতরা হাসপাতালে ভর্তি। দক্ষিণ-পশ্চিম কলম্বিয়ার ঘটনা। শনিবার প্যানামেরিকান হাইওয়ে দিয়ে বাসটি যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। কলম্বিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল হুগো লোপেজ ঘটনাটিকে 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড' বলে উল্লেখ করেছেন। ঘটনায় জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সাইবার প্রতারণা

মুম্বই, ২৬ এপ্রিল : মুম্বইয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা মহানগর গ্যাস লিমিটেডের (এমজিএল) শতাধিক গ্রাহক বড়সড়ো সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন। বকেয়া বিল না মেটালে ওই রাতেই গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একটি মেসেজ পাঠানো হয় গ্রাহকদের ফোনে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে অনেক গ্রাহকই প্রতারকদের পাতা ফাঁদে পা দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিল মেটানোর নাম করে গ্রাহকদের একটি বিশেষ অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়েছিল। সেই অ্যাপটি মোবাইলে ইনস্টল করতেই গ্রাহকদের ফোন হ্যাক করে ফেলে সাইবার অপরাধীরা। এরপর সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে গত এক মাসে প্রায় ২.৭ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, এমজিএল-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি নতুন সংযোগের ওপর বিশেষ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সুযোগে যাঁরা নতুন কানেকশন নিয়েছিলেন, মূলত তাঁদেরই টার্গেট করে এই জালিয়াতি চালানো হয়। মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনায় নতুন ও পুরোনো গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ঘুষের টাকা সাবাড় করেছে ইঁদুর!

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : চোর-পুলিশের গল্প তো অনেক শুনেছেন, কিন্তু ইঁদুর-পুলিশের এই 'কাহিনী' শুনলে পিলে চমকে যাবে! দুর্নীতি মামলার প্রধান তথ্যপ্রমাণ ঘুষের টাকা আদালতে পেশ করা যাচ্ছে না কেন? সরকারি আইনজীবীর জবাব, সেই টাকা খেয়ে ফেলেছে ইঁদুর! এমন আজব যুক্তি শুনে স্তম্ভিত সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, এই ইঁদুর-তত্ত্ব একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিহারের এক সরকারি আধিকারিক অরুণা কুমারী। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অফিসার থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নিম্ন আদালত তাঁকে মুক্তি দিলেও পাটনা হাইকোর্ট সাজা বহাল রাখে। আসল নাটক শুরু হয় যখন মালখানা থেকে বাজেয়াপ্ত নোটগুলি আদালতে আনার কথা ওঠে। জানা যায়, মালখানায় রাখা

স্তম্ভিত সুপ্রিম কোর্ট

সেই দশ হাজার টাকা নাকি ইঁদুরে কুচি কুচি করে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে!

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে ওই আধিকারিকের সাজায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'বাজেয়াপ্ত কারেন্সি নোট ইঁদুরে নষ্ট করার বিষয়টি শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, এটি রাষ্ট্রের রাজস্বের বড়সড়ো ক্ষতি।' প্রমাণ লোপাটের এমন ব্যাখ্যা আইনত কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিচারপতিরা।

আইনি মহলে এখন হাসির রোল। প্রশ্ন উঠছে, ইঁদুর কি তবে বেছে বেছে দুর্নীতির প্রমাণই সাবাড় করতে শিখল? নাকি এই 'ইঁদুর-লীলা'র আড়ালে লুকিয়ে আছে রাঘববোয়ালদের বড় কোনও কারচুপি? সুপ্রিম কোর্ট আপাতত অভিযুক্তকে জামিন দিলেও, ইঁদুরের এই 'কীর্তি'র ময়নাতদন্ত করতে কোমর বাঁধছে আদালত। পরবর্তী শুনানিতে এই ইঁদুর-পুরাণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার।

জনন সম্পর্কিত আলোচনা

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

● জনন কাকে বলে?

উ :- যে জৈবনিক পদ্ধতিতে জীব নিজ আকৃতি ও নিজ সত্তা বিশিষ্ট এক বা একাধিক অপত্য জীব সৃষ্টি করে নিজের প্রজাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে বজায় রাখে তাকে জনন বলে।

● জীবজগতে কত প্রকার জনন দেখা যায়?

উ :- জীবজগতে প্রধানত চার প্রকার জনন দেখা যায়। যথা- অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন, যৌন জনন এবং অপুংজনি।

● অঙ্গজ জনন কাকে বলে?

উ :- যে জৈবনিক পদ্ধতিতে জীবদেহের জনন অঙ্গ ব্যতীত অপর কোনও দেহাঙ্গ জনিতৃ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন অপত্য জীবের সৃষ্টি করে এবং বংশধারাকে টিকিয়ে রাখে তাকে অঙ্গজ জনন বলে।

● অঙ্গজ জনন অভিব্যক্তির সহায়ক নয় কেন?

উ :- অঙ্গজ জননে গ্যামেট সৃষ্টি ও ক্রসিং ওভারের সুযোগ না থাকায় উৎপন্ন অপত্য জীবে নতুন কোনও বৈশিষ্ট্য বা প্রকরণ সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অপত্যগুলি জিনগতভাবে জনিতৃ জীবের সম প্রকৃতির হয়। তাই অপত্য জীবের অভিযোজন ক্ষমতাও বাড়তে পারে না ফলে তা অভিব্যক্তির সহায়ক হয় না।

● কৃষিকাজে এবং উদ্যানবিদ্যায় অঙ্গজ জনন বেশি সুবিধাজনক কেন?

উ :- অঙ্গজ জননের মাধ্যমে জনিতৃ উদ্ভিদের দেহাঙ্গ থেকে দ্রুত বংশগত বিশুদ্ধতা বজায় রেখে বহু সংখ্যক অপত্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়, তাই এই প্রক্রিয়া কৃষিকাজে ও উদ্যানবিদ্যায় বেশি সুবিধাজনক।

● অযৌন জনন কাকে বলে?

উ :- যে জনন প্রক্রিয়ায় মিয়োসিস, গ্যামেট উৎপাদন ও নিষেক ছাড়াই রেণুর সাহায্যে বা সরাসরি দেহকোষ বিভাজিত হয়ে অপত্য জীবের সৃষ্টি করে তাকে অযৌন জনন বলে।

মস, ফার্ন প্রভৃতিতে এই প্রকার জনন দেখা যায়।

● অযৌন জননের দুটি সুবিধা লেখ?

উ :- i) অল্প সময়ে বহু সংখ্যক অপত্যের সৃষ্টি হয়।

ii) উৎপন্ন অপত্যতে জীবের জিনগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

● অযৌন জননের দুটি অসুবিধা লেখ?

উ :- i) একটিমাত্র জনিতৃ জীব থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হওয়ায় তাদের মধ্যে নতুন কোনও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।

ii) অপত্য জীবে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হওয়ায় এদের অভিযোজন ক্ষমতা কম।

● 'অস্থানিক পত্রজ মুকুল উদ্ভিদের প্রাকৃতিক অঙ্গজ বংশবিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে'-একটি উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

উ :- পাথরকুচি, বিগোনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার কিনারা থেকে পত্রজ মুকুল উৎপন্ন হয়। এই পত্রজ মুকুল (অস্থানিক মুকুল) জনিতৃ উদ্ভিদ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়লে তা থেকে নতুন অপত্য উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এইভাবে অস্থানিক পত্রজ মুকুল উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশবিস্তারে সাহায্য করে।

● অযৌন জননের একক কী? সমরেণু ও অসমরেণু বলতে কী বোঝো?

উ :- অযৌন জননের একক রেণু।

উদ্ভিদের রেণুস্থলীর মধ্যে একই আকার ও আয়তনের রেণু গঠিত হলে তাকে সমরেণু বলে। মিউকর, লাইকোপোডিয়ামে এরকম রেণু সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদের রেণুস্থলীর মধ্যে বিষম প্রকৃতির রেণু গঠিত হলে তাকে

অসমরেণু বলে। ছোট আকৃতির রেণুকে মাইক্রো স্পোর এবং বড়টিকে ম্যাক্রো স্পোর বলে।

ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এ ধরনের রেণু সৃষ্টি হয়।

● জোড়কলমে স্টক অপেক্ষা সিয়নকে উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ রূপে নির্বাচন করা হয় কেন?

উ :- জোড়কলমের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য উদ্ভিদের ফুল, ফল প্রভৃতি সিয়ন হিসেবে নির্বাচিত উদ্ভিদের মতো হয়। এই কারণে সিয়নকে উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ রূপে নির্বাচন করা হয়।

● একবীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম করা যায় না কেন?

উ :- জোড়কলমের ব্যবহৃত স্টক ও সিয়নকে তির্যকভাবে কেটে ক্যাম্বিয়াম কলার স্তর পর্যন্ত জোড়া লাগানো হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদে নালিকা বান্ডিল ক্যাম্বিয়াম বিহীন হওয়ায় নতুন কলা উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না ফলে স্টক ও সিয়নকে জোড়া লাগানো সম্ভব হয় না। এজন্য একবীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম করা যায় না।

● যৌন জনন কাকে বলে?

উ :- যে জনন পদ্ধতিতে বিপরীত জনন কোষ অর্থাৎ পুং গ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেট উৎপাদন হয় ও তাদের মিলনের মাধ্যমে অপত্য জীব সৃষ্টি হয়, তাকে যৌন জনন বলে। উন্নত জীবদেহে এই প্রকার জনন দেখা যায়।

● যৌন জননের একটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লেখ।

উ :- সুবিধা- যৌন জননের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের উদ্ভব ঘটে ফলে তাদের অভিব্যক্তি ঘটাও সম্ভব হয়।

অসুবিধা- এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও ধীর প্রক্রিয়া তাই অসংখ্য গ্যামেটের অপচয় ঘটে এবং বংশবিস্তারের জন্য বেশি মাত্রায় সময় ব্যয়িত হয়।

● অণু বিস্তারণ বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন কাকে বলে?

উ :- যে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরিতে কোষ, কলা বা অঙ্গ কর্ষণ মাধ্যমে পালন দ্বারা দ্রুত নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা হয় তাকে অণু বিস্তারণ বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলে।

● এক্সপ্ল্যান্ট কাকে বলে?

উ :- অণু বিস্তারণ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ দেহের যে নির্দিষ্ট অংশকে (যেমন- কোষ, কলা বা দেহাংশ) পরীক্ষাগারে কর্ষণ মাধ্যমে প্রতিপালন করা হয় তাকে এক্সপ্ল্যান্ট বলে।

● ক্যালাস কী?

উ :- মাইক্রোপ্রোপাগেশন-এর জন্য উদ্ভিদের যে কোনও অংশ থেকে কোষ সংগ্রহ করে কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে পালনের দ্বারা যে কোষ সমষ্টি গঠন করা হয় তাকে ক্যালাস বলে।

● প্ল্যাটলেটস কী?

উ :- অণু বিস্তারণ পদ্ধতিতে পালন মাধ্যমে ক্যালাস বিভেদিত হয়ে যে ছোট ছোট চারা সৃষ্টি করে তাদের প্ল্যাটলেটস বলে।

● মাইক্রোপ্রোপাগেশন এর দুটি সুবিধা উল্লেখ কর?

উ :- i) রোগমুক্ত অধিক সংখ্যায় চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব।

ii) বিভিন্ন ফসলি উদ্ভিদের বংশবিস্তার দ্রুততর করা ও উন্নতমানের ফলন ঘটানো সম্ভব।

● মাইক্রোপ্রোপাগেশনের দুটি অসুবিধা লেখ?

উ :- i) মাইক্রোপ্রোপাগেশন-এ জিনগত প্রকরণ ঘটনা বলে সৃষ্টি হওয়া উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা কম হয়।

ii) মাইক্রোপ্রোপাগেশন অভিব্যক্তিতে সহায়তা করে না।

হিমবাহ ও কার্স্ট অঞ্চলের ভূমিরূপ

আলোচনায় জ্ঞানচক্ষু

মৌমিতা বসাক, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

১৫. "মেজোকাকু বলেন"-কী বলেন তিনি?

উ: তপনের মেজোকাকুর মতে, তপনের নতুন মেসোর মতো একটি লেখক মেসো থাকা মন্দ নয়। তাহলে তার সাহায্য নিয়ে তিনিও গল্প লিখে ছাপানোর চেষ্টা করতেন।

১৬. "তপন বইটা ফেলে রেখে চলে যায়"-এর কারণ কী?

উ: কারেকশনের নামে নিজের লেখা বদলে দেওয়ার ব্যাপারটি তপন মানতে পারে না, নিজের গল্পে তপন নিজেকে খুঁজে না পেয়ে চরম আঘাত পেয়ে, সে বইটা ফেলে রেখে চলে যায়।

১৭. "এর মধ্যে তপন কোথায়!"-এরকম বলার কারণ কী?

উ: সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় তপনের ছাপানো গল্প আর তপন যে গল্প মেসোকে দিয়েছিল ছাপাতে- এই দুটোর মধ্যে মিল ছিল না। অর্থাৎ তপনের গল্প বলে যেটা ছেপেছিল তা ছিল ছোট মেসোর নিজের লেখা।

১৮. "আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন"- বক্তার কোন দিনটি দুঃখের?

উ: দীর্ঘ প্রত্যাশার পর তপনকে যেদিন সন্ধ্যাতারা পত্রিকায় নিজের নামে অন্যের লেখা পড়তে হল, সেদিনটিই ছিল তার কাছে সবচাইতে দুঃখের দিন।

১৯.তপন গভীরভাবে কী সংকল্প করেছিল?

উ: তপন সংকল্প করেছিল, ভবিষ্যতে

মাধ্যমিক বাংলা

যদি কখনও তার কোনও লেখা ছাপতে হয়, তবে সে নিজের লেখা নিজে পৌঁছে দিয়ে আসবে পত্রিকার অফিসে, তাতে তার গল্প ছাপা যদি নাও হয় তবুও কারও সাহায্য নেবে না।

২০. "তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই, তার থেকে অপমানের"-কোনটি অপমানের?

উ: পত্রিকায় গল্প ছাপানোর পর তপন দেখেছিল সমস্ত গল্পটাই মেসোমশাই নিজের পাকা হাতে লিখেছেন, যেখানে শুধু তার নামটাই আছে। এই ঘটনা তপনের অন্তরে আঘাত করে, অপমানিত হয় সে।

২১. "রত্নের মূল্য জহুরীর কাছেই"-কথাটির অর্থ কী?

উ: একজন গুণী ব্যক্তিই প্রকৃত গুণের কদর জানে। আলোচ্য গল্পে তপনের লেখা প্রকৃত সমঝদার বলা হয়েছে লেখক- ছোট মেসোকে।

২২. "তোর যে দেখি পায়া ভারী হয়ে গেলো"- কে, কেন একথা বলেছেন?

উ: তপনের মা যখন তপনকে গল্পটা পড়তে বলেন আর তপন দেখে তার লেখা পরিবর্তন করা হয়েছে তখন সে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু তার মা মনে করেন তপন অহংকারী হয়ে পড়েছে। তাই তিনি একথা বলেন।

ডঃ তুহিন দে রায়, *শিক্ষক*
ভূগোল বিভাগ, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়

দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সিমেস্টারের "Fundamentals of Physical Geography" অংশের দ্বিতীয় ইউনিটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল হিমবাহ ও কার্স্ট অঞ্চল।

আজকের আলোচনায় হিমবাহ ও কার্স্ট অঞ্চল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন-উত্তর ব্যাখ্যা করা হল।

1. নীচের কোনটি হিমবাহের বৈশিষ্ট্য নয়?
a) হিমবাহ হল বিশালায়তন বরফের স্তূপ
b) হিমবাহ সর্বদা গতিশীল থাকে
c) হিমবাহকে বরফের নদী বলে
d) প্রধানত তুষার জমে এটি সৃষ্টি হয়

2. হিমবাহ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসেবে কোনটি ঠিক?
a) নেভে-ফার্ন-তুষার-বরফ-হিমবাহ
b) নেভে-ফার্ন-তুষার-হিমবাহ-বরফ
c) নেভে-ফার্ন—বরফ-তুষার-হিমবাহ
d) ফার্ন-নেভে-তুষার-বরফ-হিমবাহ

3. হিমবাহের বৈষম্যমূলক প্রবাহে সৃষ্ট ফাটলকে কী বলে?
a) সার্ক
b) এরিটি
c) বার্গসুন্ড
d) ক্রেভাস

4. পার্বত্য হিমবাহের মধ্যস্থিত খাদকে কী বলে?
a) বার্গযুন্ড
b) এরিটি
c) ক্রেভাসেস
d) র‍্যান্ড ক্লাফট

5. হিমযুগ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসেবে কোনটি ঠিক নয়?
a) পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানের দূরত্ব বৃদ্ধি
b) কক্ষতলের সঙ্গে মেরুরেখার কৌণিক পরিবর্তন
c) বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ হ্রাস
d) সৌরকিরণের পরিমাণ বৃদ্ধি

6. নীচের কোণটি হিমযুগ হিসেবে চিহ্নিত নয়?
a) গুনৎসে
b) মিন্ডেল
c) রিস
d) কল

7. হিমবাহের প্রান্তভাগ থেকে উৎপন্ন বরফগলা জলের প্রভাবে প্রান্ত গ্রাবরেখায় হিমকর্ণ সস্থিত হয়ে যে ছোট টিলা সৃষ্টি হয়, তাকে কী বলে?
a) পার্বত্য গ্রীবাদেশ
b) নব
c) কল
d) ক্রেভাস

8. বরফের গলনাঙ্ক বৃদ্ধির দরুন গলিত শীতল জল পুনরায় জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হওয়াকে কী বলে?
a) সলিড্রাকশন
b) কনজেলিফাকশন
c) জেলিফ্লাকশন
d) রেগলেশন

9. পর্বতগাত্রে হিমবাহের অবঘর্ষজনিত ক্ষয়কাজে সৃষ্ট আঁচড়কাটা দাগের মতো অঞ্চলে শিলা মিশ্রিত হয়, একে কী বলে?
a) পামাফ্রস্ট
b) চিরহিমন অঞ্চল
c) আমালক তল
d) ভার্ব

10. আউট ওয়াশের অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি অনেকসময় হ্রদে পরিণত হয় এবং তা পরে জলের তলদেশে সঞ্চিত হয়ে যে স্তর গঠিত হয় তাকে কী বলে?
a) কেটল
b) জোকুলহলপ
c) আলব
d) ভার্ব

11. বরফগলা জল হিমবাহের তলদেশের খাতের মধ্য দিয়ে হঠাৎ

নিষ্কাশিত হলে তাকে কী বলে?
a) এইগুইল
b) ট্যাফনি
c) জোকুলহলপ
d) আলব

12. সুতীক্ষ্ণ ছুঁচের আগার মতো পর্বতশিখরকে কী বলে?
a) ট্যাফনি
b) আলব
c) এইগুইল
d) টিলাইট

উত্তর : 1.b, 2.a, 3.d, 4.b, 5.d, 6.d, 7.b, 8.d, 9.c, 10.d, 11.c, 12.a.

কার্স্ট অঞ্চলের ভূমিরূপ সংক্রান্ত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

1. চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলের লাল কর্দমাক্ত মৃত্তিকাকে কী বলে?
a) ল্যাটেরাইট
b) টেরারোসা
c) চারনোজোম
d) পডসল

2. ওল্ড ফেথফুল হল একটি-
a) খনিজ প্রস্রবণ
b) আর্তেজীয় কূপ
c) গিজার
d) জলপ্রপাত

3. চুনাপাথরের গুহায় চুনাপাথরের মেঝে থেকে উপরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমিরূপকে বলে-
a) স্ট্যালাগটাইট
b) স্ট্যালাগমাইট
c) হেলিকটাইট
d) ড্রিপস্টোন

4. চুনাপাথরের গুহায় চুনাপাথরের গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত ভূমিরূপকে কী বলে?
a) স্ট্যালাগটাইট
b) স্ট্যালাগমাইট
c) হেলিকটাইট
d) ড্রিপস্টোন

5. চুনাপাথরের ছাদ থেকে জল চুইয়ে সৃষ্ট গর্তের মতো ভূমিরূপকে ডেভিস নামকরণ করেন-
a) ড্রিপস্টোন
e) টেরারোসা
a) হেলিকটাইট
b) পোলজি

6. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত জলকে কী বলে?
a) সহজাত জল
b) কৈশিক জল
c) উৎস্যন্দ জল

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

d) জলাকর্ষী জল

7. গিজার হল এক ধরনের-
a) উষ্ণ প্রস্রবণ
b) শীতল প্রস্রবণ
c) a ও b দুটোই ঠিক
d) a ও b দুটোই ভুল

8. পাললিক শিলা গঠনের সময় যে জল শিলাস্তরে জমা হয় তাকে বলে-
a) সহজাত জল
b) উৎসন্দ জল
c) আবাহিক জল
d) কৈশিক জল

9. ভূ-অভ্যন্তরে অ্যাকুইফারের ভূমিকা পালন করে-
a) প্রবেশ্য শিলাস্তর
b) অপ্রবেশ্য শিলাস্তর
c) a ও b দুটোই ঠিক
d) a ও b দুটোই ভুল

10. হেলিকটাইটগুলি চুনাপাথরের গুহার ছাদ থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়-
a) উল্লম্বভাবে
b) অনুভূমিকভাবে
c) সমান্তরালভাবে
d) তির্যকভাবে

11. আস্টেজীয় কূপ সাধারণত ভাঁজের কোন গঠনে দেখা যায়?
a) ঊর্ধ্বভঙ্গ
b) অধঃভঙ্গ
c) a ও b দুটোই ঠিক
d) a ও b দুটোই ভুল

12. জলস্তরের ওপরে অবস্থিত প্রবেশ্য শিলাস্তরের মধ্যে কোন জল প্রবাহিত হয়?
a) ম্যাগমাটিক জল
b) সহজাত জল
c) ভাদোস জল
d) কৈশিক জল

13. কার্স্ট ভূমিরূপ গঠনের জন্য দায়ী শিলাটি হল-
a) চুনাপাথর
b) বেলেপাথর
c) কাদাপাথর
d) মারবেল

14. চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্ট টিবিগুলিকে কী বলে?
a) হামাস
b) ইনসেলবার্জ
c) উভালা
d) কারেন

15. দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝে প্রবেশ্য স্তর থাকলে কোন প্রকার অ্যাকুইফার সৃষ্টি হতে পারে?
a) অ্যাকুইফিউজ
b) পার্চড অ্যাকুইফার
c) আবদ্ধ অ্যাকুইফার
d) মুক্ত অ্যাকুইফার

উত্তর: 1.b, 2.c, 3.b, 4.a, 5.a, 6.c, 7.a, 8.a, 9.a, 10.d, 11.b, 12.a, 13.a, 14.a, 15.c

প্রশ্নোত্তরে পরমাণুর নিউক্লিয়াস

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

2.5) অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া কোথায় ঘটানো হয়?

উ: পারমাণবিক বোমায়।

2.6) বেকারেল সর্বপ্রথম কোন মৌলটির মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম লক্ষ করেন ?

উ: ইউরেনিয়াম।

2.7) বিটা রশ্মি কোন কণার স্রোত ?

উ: বিটা রশ্মি ঋণাত্মক আধানবাহী কণার স্রোত।

2.8) নিউক্লিয়ন বলতে কী বোঝো?

উ: পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত কণাগুলিকে (নিউট্রন, প্রোটন) একত্রে নিউক্লিয়ন বলে।

2.9) মৌলের কোনটি পর্যায়গত ধর্ম নয়?

উ: তেজস্ক্রিয়তা মৌলের পর্যায়গত ধর্ম নয়।

2.10) তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কোন অংশ থেকে বিটা কণা নির্গত হয়?

উ: তেজস্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে বিটা কণা নির্গত হয়।

2.11) তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা কয়টি কমে?

উ: তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে একটি আলফা কণা নির্গত হলে নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যা 2 কমে।

2.12) তেজস্ক্রিয় আয়োডিন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

উ: ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

2.13) নিউক্লিয় সংযোজনে উৎপন্ন পদার্থ তেজস্ক্রিয় না অতেজস্ক্রিয় ?

উ: নিউক্লিয় সংযোজনে উৎপন্ন পদার্থ অতেজস্ক্রিয়।

2.14) নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় না কেন?

উ: নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটে বলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

2.15) নিউক্লিয় রিঅ্যাক্টরের নিয়ন্ত্রক দণ্ডে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয়?

উ: বোরন বা ক্যাডমিয়াম প্রলিপ্ত ইস্পাত দণ্ড।

3. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (LAQ) : প্রশ্নমান -৩

3.1) তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে? তেজস্ক্রিয়তার কারণ লেখো।

উত্তর:- কতকগুলি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে অবিরাম গতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশেষ ধরনের রশ্মি নির্গত হয় এবং দুহিতা নিউক্লিয়াসে অর্থাৎ নতুন মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলা হয়।

তেজস্ক্রিয়তার কারণ : কোনও পরমাণুর নিউক্লিয়াসে দু'ধরনের বল

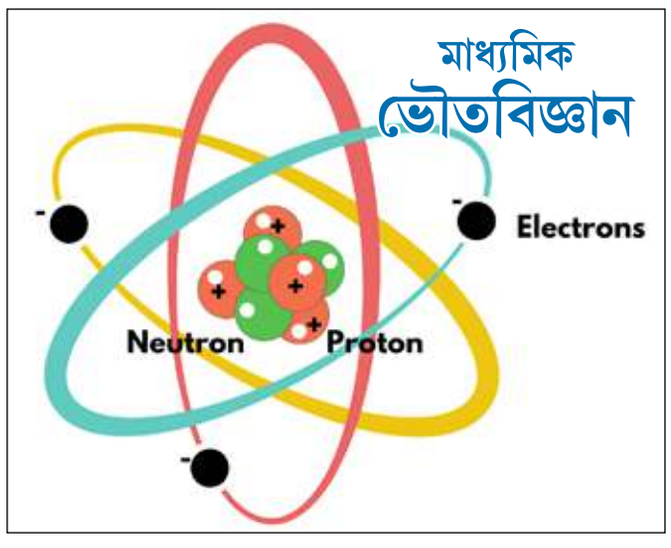

ক্রিয়া করে। একটি হল প্রোটন-প্রোটন কুলম্বিয় বিকর্ষণ বল এবং অপরটি হল নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল নিউক্লিয় আকর্ষণ বল। সাধারণ অবস্থায় এই নিউক্লিয় আকর্ষণ বলের মান কুলম্বিয় বিকর্ষণ বলের চেয়ে বেশি হয়, সেই কারণে নিউক্লিয়াস স্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু ভারী মৌলগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের নিউট্রন ও প্রোটনের অনুপাত (n/p) 1.5 -এর চেয়ে বেশি তাদের ক্ষেত্রে কুলম্বিয় বিকর্ষণ বলের মান নিউক্লিয় আকর্ষণ বলের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। সেই কারণে নিউক্লিয়াস অস্থায়ী হয়ে যায়। সুস্থিতি লাভের উদ্দেশ্যে এই নিউক্লিয়াসগুলি থেকে বিশেষ ধরনের কণা ও রশ্মি নির্গত হয়।

3.2) তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর:- তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য :

(i) তেজস্ক্রিয়তা একটি নিউক্লিয় ঘটনা। এর সঙ্গে পরমাণু মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেক্ট্রনের কোনও সম্পর্ক নেই।

(ii) বাহ্যিক চাপ, উষ্ণতা, রাসায়নিক বিক্রিয়া, তড়িৎ বা চৌম্বকক্ষেত্র, রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি তেজস্ক্রিয়তাকে প্রভাবিত করে না।

(iii) যেসব মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব 206-এর বেশি তারা তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে।

(iv) তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তিন ধরনের রশ্মি থাকে- আলফা, বিটা এবং গামা।

3.3) তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহারগুলি লেখো।

উত্তর :- বর্তমানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চিকিৎসাবিজ্ঞানে, পুরাতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এর কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করা হল -

(i) ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করতে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ব্যবহার করা হয়।

(ii) থাইরয়েড গ্রন্থির চিকিৎসায় রেডিও আয়োডিন ব্যবহার করা হয়।

(iii) রক্ত চলাচলের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কাজে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ব্যবহার করা হয়।

(iv) পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে জ্বালানি হিসাবে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

v) পুরাতাত্ত্বিক বয়স নির্ণয় করতে তেজস্ক্রিয় কার্বন ব্যবহৃত হয়।

3.4) নিউক্লিয় সংযোজন (Nuclear fusion) কাকে বলে?

উত্তর:- যখন দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা পরমাণুর কেন্দ্রক যুক্ত হয়ে একটি ভারী পরমাণুর কেন্দ্রক গঠন করে তখন অন্তিম ভর প্রাথমিক ভরের তুলনায় কম হয় বলে শক্তি নির্গত হয়। এই ঘটনাকে নিউক্লিয় বা কেন্দ্রক সংযোজন বলে।

3.5) ভর ত্রুটি ও বন্ধন শক্তি কাকে বলে? বন্ধন শক্তি ও ভর ত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

উত্তর:-

ভর ত্রুটি : একটি নিউক্লিয়াসের প্রত্যাশিত ভর এবং প্রকৃত ভর-এর পার্থক্যকে ভর ত্রুটি বলে।

বন্ধন শক্তি : নিউক্লিয়নগুলিকে একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ অবস্থায় নিউক্লিয়াস গঠন করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বন্ধন শক্তি বলে।

বন্ধন শক্তি ও ভর ত্রুটির সম্পর্ক : ভর ত্রুটিই হল নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়নগুলিকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখতে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। আইনস্টাইনের ভর শক্তির তুল্যতা সূত্র অর্থাৎ $E=mc^2$ সমীকরণের সাহায্যে ভর ত্রুটি ও বন্ধন শক্তির মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায়।

সুতরাং বন্ধন শক্তি $E=mc^2$

যেখানে m হল ভর ত্রুটি ও c হল শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ।

নিমকি, ঝুরিভাজার প্যাকেটে নেই মেয়াদের উল্লেখ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল! শহর শিলিগুড়ির একাধিক মিষ্টির দোকানে বিক্রি হওয়া নিমকি, ঝুরিভাজার প্যাকেটে নেই মেয়াদের উল্লেখ। এমনকি কবে এসব মুখরোচক খাবার প্যাকেটজাত করা হয়েছে সেটিও লেখা হয়নি। যদিও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, প্যাকেটজাত যে কোনও খাবারে তা তৈরির তারিখ এমনকি সেটি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

দার্জিলিং জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বিজয়কুমার কুমাই বলছেন, 'নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্যাকেটজাত প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের মেয়াদ উল্লেখ করতে বলা হলেও অনেক ব্যবসায়ী তা মানছেন না। এনিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। তারপরেও নিয়ম না মানলে, প্রয়োজনে শহরজুড়ে অভিযান চালানো হবে।'

শহরের চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে নিমকি ও ঝুরিভাজার প্যাকেটে তা তৈরির তারিখ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি ওই খাদ্যদ্রব্যের কতদিন মেয়াদ তাও লেখা নেই। এনিয়ে দোকানের মালিক বললেন, 'রোজ প্রতিটি প্যাকেটে মেয়াদ উল্লেখ করে স্টিকার লাগানো হয়। আজ হয়তো কাজের চাপে তা হয়নি। তবে সমস্যা নেই, বেশি পুরোনো খাবার দোকানে রাখা হয় না।'

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী মোড়ের একটি মিষ্টির দোকানেও নিমকির প্যাকেটে কোনও তারিখের উল্লেখ নেই।

- কেন?

দোকানের মালিকের জবাব, 'এসবে ঝক্কি ও বাড়তি খরচ হয়। সেই কারণে নিয়ম থাকলেও স্টিকার লাগানো হয় না। তবে, চিন্তা নেই। একদম ফ্রেশ আছে।' হাতি মোড় লাগোয়া একটি মিষ্টির দোকানেও একই ছবি ধরা পড়েছে। নিমকির প্যাকেটে তারিখ লেখা নেই কেন? এক কর্মচারীর সাফাই, 'আজই তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিনই অল্প অল্প করে তৈরি করা হয়। স্টকে কিছু থাকে না। তাই চিন্তা নেই।'

- শহর শিলিগুড়ির একাধিক মিষ্টির দোকানে বিক্রি হওয়া নিমকি, ঝুরিভাজার প্যাকেটে নেই মেয়াদের উল্লেখ
- খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, তেলে ভাজা খাদ্যদ্রব্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে খাওয়া যায়
- তবে নজরদারি না থাকায় ব্যবসায়ীরাও এনিয়ে গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, তেলে ভাজা খাদ্যদ্রব্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে খাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরাও বিষয়টি জানেন। তবে খাদ্য দপ্তরের নজরদারি না থাকায় ব্যবসায়ীরাও এনিয়ে গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত শহরের বাসিন্দারাও। ভারতনগরের বাসিন্দা অমলেশ চক্রবর্তী বললেন, 'এটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। মেয়াদ উল্লেখ না থাকায় আমরা বুঝতে পারি না এগুলি কতদিন খাবারের যোগ্য।'

খাবারের প্যাকেটে মেয়াদের উল্লেখ না থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অভেদ বিশ্বাসের কথায়, 'যেসব খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটে মেয়াদ উল্লেখ থাকে না, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ সেই খাবার কতদিন আগে তৈরি কিংবা কতদিন পর্যন্ত তা সংরক্ষিত করা যাবে তা বোঝা যায় না। এধরনের খাবার খেলে পেটের নানাবিধ অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

তবে, শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানিয়েছেন, মাস দুই আগে এনিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছিল। ফের বৈঠক করে প্রত্যেককে সচেতন করা হবে।

> যেসব খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটে মেয়াদ উল্লেখ থাকে না, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ সেই খাবার কতদিন আগে তৈরি কিংবা কতদিন পর্যন্ত তা সংরক্ষিত করা যাবে তা বোঝা যায় না। এধরনের খাবার খেলে পেটের নানাবিধ অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
>
> **অভেদ বিশ্বাস**
> *সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ*

বর্ষণমুখর শহর। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

জল ও জঞ্জালে দুর্ভোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : পানীয় জল অনিয়মিত। কোথাও এক ঘণ্টা, কোথাও ৪৫ মিনিটের বেশি জল মিলছে না। জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। দিনভর জঞ্জাল পড়ে থাকছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও। পুরকর্তাদের কোনও নজরদারি নেই বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। তাঁদের কটাক্ষ, ভোটে অনেক পরিশ্রমের পর হয়তো পুরকর্তারা রিল্যাক্সড মুডে রয়েছেন। তাই নাগরিক পরিষেবা এখন তাঁদের মাথায় নেই। পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের অবশ্য দাবি, 'কোনও ওয়ার্ড থেকে পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখবে।'

পানীয় জলযন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছে শহর শিলিগুড়ি। আদৌ জল আসবে তো, এই আশঙ্কায় সকাল ও বিকেলে থাকেন নাগরিকরা। কারণ, শহরে অনিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ। মাঝেমধ্যেই জল পাওয়া যায় না। এমনকি, কখনও কয়েকটি ওয়ার্ডে জল পাওয়া গেলেও, বাকি ওয়ার্ডগুলি থাকে নির্জলা।

ইদানীং আবার সকাল-বিকাল দু'ঘণ্টা করে পানীয় জল সরবরাহের কথা থাকলেও, কোথাও আবার এক ঘণ্টার বেশি জল মিলছে না। জলের ফোর্সও অনেক কম থাকছে। ফলে গ্রীষ্মের শুরুতেই জলকষ্ট বাড়ছে শহরে।

রবিবার সকাল এবং বিকাল দু'বেলা, শহরের একটা বড় অংশে নামমাত্র জল সরবরাহ হয়েছে। ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৯, ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পাশাপাশি ২, ৩, ৪৫, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডেও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তির বাসিন্দা আনন্দ পাসোয়ান, রতন সাহা সহ অনেকের বক্তব্য, পুরনিগমের জলের ওপরেই তাঁরা সবাই নির্ভরশীল। কিন্তু দু'বেলা নিয়ম করে জল আসছে না। রবিবারও দু'বেলা প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায়নি। একই সমস্যায় সূর্যনগর, ভারতনগরের বাসিন্দারা। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ভারতনগরের বাসিন্দা মমতা বালা এদিন বিকেলে জল না পেয়ে রীতিমতো পুরকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলছেন, 'এতদিন ভোট দিন, ভোট দিন করে চেঁচিয়ে এখন হয়তো সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেল কী পেল না, তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই।' সূর্যনগরের শিলিগুড়ি পার্কের পিছনের দুটি স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক না থাকায় দু'বেলা জল পড়তে থাকে। রবিবার বিকেল ৪.৪৫ মিনিট নাগাদ সেখানে গিয়ে দেখা গেল, জল নেই। স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, 'চারটার পরে জল এসেছিল। কিছুক্ষণ থেকেই চলে গিয়েছে।'

সমস্যা শুধু জল নয়, জঞ্জাল অপসারণ নিয়েও রয়েছে। রবিবার বিকেল পর্যন্ত শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গভর্নমেন্ট স' মিলের পাশের রাস্তায় অনেকটা অংশজুড়ে জঞ্জাল জমে থাকতে দেখা গিয়েছে। সেখান থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল যে, রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। একই অবস্থা দেখা গিয়েছে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোড, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোড এলাকায়। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেছেন, 'শহরের কোথাও জঞ্জাল পড়ে থাকার অভিযোগ নেই। আমরা ভোটের মধ্যেও নিয়মিত শহরকে পরিচ্ছন্ন রেখেছি। তার পরেও কোথাও নোংরা পড়ে থাকলে যে কেউ বরো অফিস বা পুরনিগম কার্যালয়ে জানাতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানানো যায়।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ।

- অনিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ, শহরের একাধিক রাস্তায় জমছে জঞ্জালের স্তূপ
- ভোট শেষে কী পুরকর্তারা বিশ্রামে, কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ নাগরিকরা
- জল ও জঞ্জাল সমস্যার অভিযোগ নেই, দাবি করছেন দুই বিভাগের মেয়র পারিষদ

৫ কোটির প্রতারণায় ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়ি থেকে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল ওডিশা স্টেট ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট। ধৃতদের নাম রণধীরকুমার রায় ও কিরণ গুরুং। ধৃতদের মধ্যে রণধীর গুরুংবস্তির বাসিন্দা। কিরণ টিউমলপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চারদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে পেয়েছে ওডিশা পুলিশ।

ওডিশা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ৯ এপ্রিল আশিস কুমার নামে এক ব্যক্তি ওডিশা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সামাজিক মাধ্যমে লিংকের মাধ্যমে একটি বিনিয়োগের গ্রুপে যুক্ত হয়ে তিনি ৫ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে, গত জানুয়ারি মাসে গুজরাত থেকে দুইজন ও অসম থেকে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের সূত্র ধরেই শিলিগুড়িতে অভিযান চালায় ওডিশা পুলিশ।

প্রধাননগর থানার সহযোগিতায় শনিবার রাতে গুরুংবস্তি থেকে দুজনকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রণধীর ও কিরণ মিলে একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিলেন। সেই অ্যাকাউন্টেই প্রতারণার টাকা ঢোকানো হয়েছিল। ধৃতরা শিলিগুড়িতেও কোনও ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়েছেন কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

মদ মজুত, অভিযান পুলিশের

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার জন্য রাজ্যজুড়ে ৯৬ ঘণ্টার জন্য ঝাঁপ বন্ধ মদের দোকানে। মদ বিক্রি নিষিদ্ধ পানশালাতেও। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চড়া দামে মদ বিক্রির পরিকল্পনা ছিল আয়ুশ কাহারের। যে কারণে আগাম কয়েক লক্ষ টাকার দেশি ও বিলাতি মদ কিনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ধরমনগর এলাকার বাড়িতে মজুত রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রধাননগর থানার পুলিশের অভিযানে ভেস্তে গেল সেই পরিকল্পনা। ওই বাড়িটি থেকে রবিবার রাতে প্রচুর পরিমাণ দেশি, বিলাতি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আয়ুশকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, কালোবাজারির উদ্দেশ্যে আয়ুশ কয়েক লক্ষ টাকার মদ আগে থাকতে কিনে নিয়ে বাড়িতে মজুত করেছিলেন। সেই মদ চড়া দামে বিক্রি করে প্রচুর টাকা রোজগারের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এই খবরই গোপন সূত্রে পৌঁছায় প্রধাননগর থানায়। তার ভিত্তিতেই এদিন রাতের অভিযান।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : সন্ত নিরঙ্কারি মণ্ডলের তরফে রবিবার মাটিগাড়ায় নিরঙ্কারি সৎসঙ্গ ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জোন নম্বর ৪৭ ইনচার্জ কাঞ্জিমান ছেত্রীর সহযোগিতায় প্রতি বছর এই কর্মসূচি হয়। কর্নেল এসপি সিং এদিন শিবিরের উদ্বোধন করেন। সংগঠনের তারাবাড়ি, বাগডোগরা, এনজেপি ও শিলিগুড়ির সদস্যরা শিবিরে শামিল হয়েছিলেন। সংগৃহীত ১৭৮ ইউনিট রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দল।

তদন্তে ফরেন্সিক টিম

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : উত্তর একতিয়াশালে গোরু চোর সন্দেহে মারধর ও পরবর্তীতে মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত দুজনকে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনায় পুলিশ সন্তোষ বর্মন ও উত্তমভজন রায় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদিকে, রবিবার সকালে ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে যায়। সিমেন্টের খুঁটি থেকে শুরু করে আশপাশে থাকা পাথর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দলের একজন বলেন, 'আমরা বেশকিছু তথ্য জোগাড় করেছি। তবে তদন্তের স্বার্থে সেসব কোনও কিছুই এখন বলা যাবে না।'

এদিকে, হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকা থেকেই দুজনকে পাকড়াও করে উত্তর একতিয়াশালে নিয়ে আসার বিষয়টা জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছেন। উত্তমরা চারজন মিলে দুই তরুণের খোঁজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্সে সংলগ্ন এলাকায় চারজনে গোরু চোর সন্দেহে ওই দুজনকে পাকড়াও করেন। এরপর ওই দুজনকে ধরে এনে উত্তর একতিয়াশালের খুঁটিতে বেঁধে মারধর করা হয়। স্থানীয়রাও তাঁদের ওপর চড়াও হতে শুরু করেন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজেও পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

নতুন ছাতায় ব্রাত্য পুরোনো কারিগর

আধুনিক 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' সংস্কৃতির দাপটে বিলুপ্তির পথে ছাতা সারাইয়ের পেশা। ব্যস্ততা হারিয়ে শিলিগুড়ির অলিগলি থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন ছাতার কারিগররা।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক কিংবা চড়া রোদে পিচ গলা দুপুর, ভরসা হিসেবে ছাতা আজও সেরা বন্ধু। একসময় এই ছাতা সামান্য জখম হলেই সারিয়ে তোলার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে 'ছাতার ডাক্তার'-দের দেখা মিলত। পিঠে জীর্ণ ঝোলা আর হাতে কিছু লোহার শিক নিয়ে তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু সময়ের নিয়মে ছাতার ব্যবহার একই থাকলেও, এই কারিগররা তাঁদের সেই গুরুত্ব হারিয়েছেন। এক দশক আগেও শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্র যে ব্যস্ততা চোখে পড়ত, তা আজ অনেকটাই ম্লান। আধুনিক যুগে 'ব্যবহার করো আর ফেলে দাও' প্রবৃত্তি এই প্রাচীন পেশাটিকে কার্যত খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

পুরোনো আমলের সেই মজবুত বাঁটওয়ালা বড় কালো ছাতা কিংবা লম্বা লাঠি-ছাতার চল এখন আর নেই বললেই চলে। সস্তা ও বাহারি সব 'ফোল্ডিং' ছাতা বাজার দখল করেছে। এই নতুন ধরনের ছাতাগুলো যেমন ঠুনকো, তেমনই এগুলো সারাইয়ের কাজ বেশ জটিল ও খরচ সাপেক্ষ। ফলে ছাতা খারাপ হলে মেরামতের বদলে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে নতুন কিনে নেওয়াকেই আজকাল সবাই বেশি সাশ্রয়ী বলে মনে করেন।

কমল প্রসাদ হায়দরপাড়ায় রাস্তার একপাশে বসে একমনে ছাতা সারাই করছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তিনি এই পেশার সঙ্গেই জড়িয়ে। শুরুর দিনগুলোর কথা মনে করে কমল বলে চলেন, 'তখন হাসপাতাল মোড় এলাকায় বসতাম। প্রচুর মানুষ ছাতা নিয়ে আসতেন। হাতে এত কাজ থাকত যে কাস্টমারদের পরে এসে নিয়ে যেতে বলতে হত। এই কাজ করেই সংসার চলেছে। ছেলেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়েছি।' তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে তাঁর গলায় একরাশ আক্ষেপ ঝরে পড়ে। মানুষটির কথায়, 'আগের মতো ছাতায় শিঁকে বাঁধন দেওয়া, কাপড় টেনে লাগানো, ভাঙা হাতল জোড়া লাগানো এসব আর কেউ করাতে চান না। এখন দিনে দশজন কাস্টমার এলেও যেন অনেক। যাঁরা বাজার এলাকায় বসেন তাঁরা তবুও কিছু কাস্টমার এখনও পান। কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ।' সংসার চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে বলে কমল জানালেন।

শিলিগুড়ির ব্যস্ততম বিধান মার্কেটে বসে চঞ্চল দাস বহু বছর ধরে ছাতা সারাইয়ের কাজ করছেন। বাবার হাত ধরে এই পেশায় আসা চঞ্চল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজ চালাতে চাইলেও দিনকে দিন সেই স্বপ্ন যেন অলীক হয়ে উঠছে। 'আগে মানুষ নতুন ছাতা কেনার চাইতে পুরোনো ছাতা মেরামত করতে ভালোবাসতেন। এক-একটা ছাতা আট-দশবার মেরামত করতাম। কিন্তু এখন সবাই নতুন ছাতা কেনাকেই সাশ্রয়ী মনে করেন।' এই বয়সে নতুন করে কিছু শুরু করার সাহস নেই বলে চঞ্চল এখনও এই পেশাকেই কোনওমতে আকঁড়ে আছেন। তবে এই পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি প্রচণ্ড সন্দিহান।

হিলকার্ট রোড এলাকার বাসিন্দা অপরাজিতা কুণ্ডু এই দোকানেই পুরোনো একটা কালো ছাতা সারাই করতে এসেছিলেন। সেই ছাতায় বৃদ্ধার প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কোনওমতে বললেন, 'ইচ্ছে হলেই নতুন ছাতা কিনতে পারি। কিন্তু তাতে তো আর ভালোবাসার স্মৃতিটুকু থাকবে না।' তবে অপরাজিতাদের মতো মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। নতুন প্রজন্মের ঈশিতা চক্রবর্তীদের মতো বেশিরভাগই পুরোনো ছাতা নষ্ট হলে নতুন কিনে নিতে পছন্দ করেন। আর তাতেই কমল প্রসাদ, চঞ্চল দাসদের উদ্বেগ বেড়ে চলে।

সেলে দারুণ সাড়া

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : রেমন্ড, অ্যারো, কিলার সহ নানা নামী ব্র্যান্ডের পোশাক নিয়ে ইন্ডিয়া ফ্যাশন লিগের আয়োজনে ২৫-২৬ এপ্রিল শিলিগুড়ির হোটেল রয়্যাল সরোবরে অভিনব এক সেলের আসর বসেছিল।

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা ও ছোটদের জন্যও ছিল পোশাকের বিপুল সম্ভার। শার্ট, প্যান্ট, ট্রাউজার, ডেনিম, কুর্তি, টপ, ব্যাগ, বেডশিট, বালিশ প্রভৃতি দারুণ বিকোল। ৫০-৮৫ শতাংশ ছাড়ে এসব কিনে ক্রেতারা খুব খুশি।

বাম প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদ জানাল সিপিএম। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'শহর এখন বিভিন্ন রকম অপরাধীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অগ্রসেন রোডে পুলিশ পরিচয় দিয়ে যে মহিলার সোনার অলংকার চুরি হয়েছে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি এখনও আতঙ্কে রয়েছেন।' এদিন সিপিএমের তরফে শিলিগুড়ি থানায় এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি ও অলংকার দ্রুত উদ্ধারের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এদিন মেয়র গৌতম দেবও অগ্রসেন রোডের ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেন।

ঘণ্টা বাজিয়ে পুজোর ফুল সংগ্রহ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে সপ্তাহে দু'দিন বাড়ির বাইরে এসে ঘণ্টা বাজাচ্ছে একটি ভ্যান। সবুজ রংয়ের ভ্যানটি প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে বেশ সাজানো গোছানো। তবে এই ভ্যান রান্নার উচ্ছিষ্ট বা অন্য আবর্জনা সংগ্রহ করতে আসেনি। পুজোয় ব্যবহার হয়ে যাওয়া ফুল এবং অন্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে আসছে ভ্যানটি। ভ্যানটির গায়েই লেখা রয়েছে, 'পুজোয় ব্যবহৃত ফুল, সামগ্রী সংগ্রহের গাড়ি'। ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই হাতে পুজোয় ব্যবহার হয়ে যাওয়া সামগ্রীর প্যাকেট নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন মহিলারা। গাড়িতে সেগুলো ফেলে তাঁদেরই একজন বললেন, 'এই গাড়ি হওয়ায় বেশ ভালোই হয়েছে। আবর্জনা, এঁটোকাঁটার সঙ্গে পুজোর ফুলটা আর ফেলতে হয় না।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এমনই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালে পুরভোটে জিতে ওয়ার্ডে কাউন্সিলার হয়ে আসার পরই এই ভ্যানের ব্যবস্থা করেছেন পিংকি সাহা। পিংকি বলছিলেন, 'আমি সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কাউন্সিলার হলে পুজোয় ব্যবহার হয়ে যাওয়া ফুল যাতে মানুষকে যত্রতত্র ফেলতে না হয়, তার ব্যবস্থা করব। আসলে আমি নিজেও ঠাকুরভক্ত। পুজোর ফুল ডাস্টবিনে অন্য আবর্জনার সঙ্গে ফেলা হলে আমার ভালো লাগছিল না। তাই এই ব্যবস্থা করেছিলাম। কাউন্সিলার হওয়ার পর ওয়ার্ড কমিটিতে কথা বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করি। সপ্তাহে দুইদিন সোম এবং বৃহস্পতিবার গাড়িগুলো ওয়ার্ডের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুজোয় ব্যবহার হয়ে যাওয়া সামগ্রী সংগ্রহ করে। তার জন্য মাসিক খরচটা ওয়ার্ড কমিটি থেকেই করা হয়। ফুল ও সামগ্রীগুলো ওয়ার্ডেই একটি জায়গায় জমা করা হয়। পরে ট্রেলার দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা লিপি হালদার খানিকটা প্রশংসাই করছিলেন এই উদ্যোগের। বলছিলেন, 'আসলে নিজের হাতে ঠাকুরের ফুল আবর্জনার মধ্যে ফেলতে আমার একটু দ্বিধাবোধই হত। তবে এখন আর মনটা খুঁতখুঁত করে না।'

৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের এই উদ্যোগ দেখে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শিপ্রা সরকার বলছিলেন, 'আমাদের এখানেও এমন একটা উদ্যোগ হলে ভালো হত।' ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাশ্বতী হাজরাও একই কথা।

এদিকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে আরও একটা এমন ভ্যান চালু করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন কাউন্সিলার। বললেন, 'আমাদের তো অ্যাডেড ওয়ার্ড। অনেকটা বড় এলাকা। আরও একটা ভ্যান রাখতে পারলে ভালো হত। সেই চেষ্টা চালাচ্ছি।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সন্ন্যাসিনীদের কামড়ানোর হিড়িক

পনেরো শতকে ইউরোপের এক কনভেন্টে হঠাৎ এক সন্ন্যাসিনী বা নান অন্য এক নানকে কামড়াতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই অদ্ভুত পাগলামি মহামারির মতো অন্যান্য কনভেন্টেও ছড়িয়ে পড়ে। নানরা একে অপরকে তাড়া করে কামড়াতে থাকতেন। প্রশাসনের চরম হস্তক্ষেপে এবং চাবুক মারার ভয় দেখিয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড থামানো হয়। মনোবিজ্ঞানীরা একে মাস হিস্টিরিয়ার অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে ধরেন। কড়া নিয়মকানুন এবং মানসিক চাপের ফলেই এই অদ্ভুত এবং হিংস্র আচরণের প্রকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

হাঙ্গেরির পাঠোদ্ধার না হওয়া বই

উনিশ শতকে হাঙ্গেরির এক লাইব্রেরি থেকে একটি পুরোনো বই পাওয়া যায়, যা আজ পর্যন্ত কেউ পড়তে পারেনি। এই বইতে প্রায় চল্লিশটিরও বেশি অদ্ভুত ধরনের বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি পাতায় সামরিক, ধর্মীয় এবং সাধারণ জীবনের নানা রহস্যময় ছবি আঁকা আছে। বিশ্বের বাঘা বাঘা ক্রিপ্টোগ্রাফাররা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেও এই কোড ভাঙতে পারেননি। এটি কি প্রাচীন কোনও হারিয়ে যাওয়া ভাষা, নাকি নিছক কোনও জালিয়াতি, তা আজও পণ্ডিতদের কাছে এক বড় ধাঁধা।

রহস্যময় মাটির চাকতি

গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মাটির চাকতি উদ্ধার করা হয়। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের এই চাকতির দুই পিঠে অসংখ্য ছবি এবং সাংকেতিক চিহ্ন গোল করে সাজানো আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটি বিশ্বের প্রথম ছাপাখানার আদিম রূপ, যেখানে আলাদা আলাদা ছাঁচ দিয়ে চিহ্নগুলো মাটির ওপর বসানো হয়েছিল। কিন্তু এই চিহ্নগুলো দিয়ে আসলে কী বোঝানো হয়েছে, তা বিশ্বের কোনও ভাষাবিদ আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেননি।

আকাশ থেকে রহস্যময় জেলি

মাঝেমধ্যেই বিশ্বের নানা প্রান্তে উল্কাপাতের পর ঘাসের ওপর এক অদ্ভুত সাদা রঙের জেলির মতো পদার্থ পড়ে থাকতে দেখা যায়। লোককথা অনুযায়ী এটি উল্কার টুকরো, তাই একে স্টার জেলি বলা হয়। বিজ্ঞানীরা অনেকবার এটি পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এর ভেতরে কোনও ডিএনএ বা কোষ খুঁজে পাননি। এটি খুব দ্রুত হাওয়ায় শুকিয়ে মিলিয়ে যায়। এটি ব্যাঙের ডিম, নাকি কোনও অজানা ফাঙ্গাস, নাকি সত্যিই মহাকাশ থেকে আসা কোনও পদার্থ— তা নিয়ে তর্ক থাকলেও এর আসল উৎস আজও অমীমাংসিত।

কলকাতায় যদুবাবুর বাজারে ফল কিনছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

বিজেপি'র পোলিং এজেন্টকে মারধর

গঙ্গারামপুর, ২৬ এপ্রিল : ভোট মিটলেও উত্তাপ কমেনি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে। বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধর ও তাঁর নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগে তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতা গ্রেপ্তার হতেই রবিবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল শহরে। ধৃত নেতার নাম আনোয়ার হোসেন। এই মারধর ও গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুর থানায় বিজেপি ও তৃণমূল-উভয়পক্ষের বিক্ষোভ ও পালটা বিক্ষোভে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পুলিশের সক্রিয়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকাজুড়ে চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার বলেন, 'হাতিডোবা এলাকায় অশান্তির খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই এলাকার এক বাসিন্দা সদ্য শেষ হওয়া প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ৮৭ নম্বর বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট ছিলেন। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একদল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সেই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়। তাঁকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি তাঁর নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার রাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পৌঁছান গঙ্গারামপুরের বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর উপস্থিতিতেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশি টহল শুরু হয়। এরপর গঙ্গারামপুর থানায় পাঁচজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেই বিজেপি কর্মী। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার রাত ১১টা থেকে গঙ্গারামপুর থানায় অবস্থানে বসেন বিজেপির শতাধিক কর্মী। রাতেই মূল অভিযুক্ত আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আক্রান্ত সেই বিজেপি কর্মী নিজের দাবিতে অনড়। তিনি বলেন, 'শুক্রবার রাতে আমি বাড়িতেই ছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমার ওপর চড়াও হয় এবং গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমার নাবালিকা মেয়েকে হেনস্তা করা হয়েছে।'

এদিকে, তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হতেই রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর থানায় বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হন সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দাস। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি একে 'মিথ্যা মামলা' বলে দাবি করেন। পরে গৌতম বলেন, 'ভোটের পর ওই বিজেপি কর্মী মদ্যপ অবস্থায় আমাদের বুথ সভাপতিকে গালিগালাজ করছিল।

থমকাল ট্রেন

রায়গঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মাঝ রাস্তায় বড়সড়ো যান্ত্রিক বিভ্রাটের কবলে পড়ল শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকায় বিপত্তি ধরা পড়ায় ঝুঁকি নিতে চাননি চালক। যার জেরে রবিবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ স্টেশনে ঘণ্টাতিনেক আটকে থেকে চরম হয়রানির শিকার হলেন কয়েকশো যাত্রী। রেলের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এদিন স্টেশন ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান যাত্রীরা।

এদিন সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে নাগাদ রাধিকাপুর থেকে ট্রেনটি রায়গঞ্জ স্টেশনে ঢোকে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ৬টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্টেশন ঢোকার পরেই চালক জানান, ইঞ্জিনের দুটি চাকায় গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই ইঞ্জিন নিয়ে ট্রেন চালানো সম্ভব নয়। এরপরই শুরু হয় টানাপোড়েন। রাত ৯টা বেজে গেলেও ট্রেন না ছাড়ায় ধৈর্য হারান যাত্রীরা। স্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমারকে ঘিরে চলে বিক্ষোভ।

ট্রেনের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ক্ষোভ উগরে দেন রেলযাত্রী অর্ণব দত্ত ও সফিকুল ইসলাম। তাঁদের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সঠিক সময়ে কোনও পরিষ্কার তথ্য জানানো হয়নি। এর ফলে আমাদের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়েছে। যাত্রী সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আধ ঘণ্টা পরপর ট্রেন ছাড়ার নতুন সময় দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে এই চলছে। কিন্তু এখনও ট্রেন ছাড়েনি।'

পদ্মকেই ভোট, দাবি গ্রেটার, কামতাপুরিদের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের মাথায় হাত বুলিয়ে আর ভোট নেওয়া যাবে না। সরকার যে দলই গঠন করুক না কেন, রাজবংশী ও কামতাপুরিদের দাবিগুলিকে মান্যতা দিতে হবে। সেই লক্ষ্য মাথায় রেখে কামতাপুরি, রাজবংশী ভূমিপুত্ররা এবার ভোট দিয়েছেন।

ভূমিপুত্রদের দাবি মান্যতা না পেলে আগামীদিনের পরিস্থিতি যে সরকারকে নাড়িয়ে দেবে সেটা তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, 'ভূমিপুত্ররা এখন অনেক সচেতন হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কোথায় ভোট দিলে দাবি পূরণ হবে। আগের ভোটগুলির মতো নেতাদের মুখরোচক কথা এবার কেউ শুনতে চাননি। আমাদের পৃথক রাজ্য আদায় থেকে ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার। সেটা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার পারে। তাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছি। ফলাফল ঘোষণার পর দাবিপূরণ না হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করলেও, এখনই বলা মুশকিল।' আরেক গ্রেটার নেতা নগেন রায় অবশ্য ফলাফলের পর কী হতে পারে এই প্রশ্ন শুনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রাজ্য সরকারের তরফে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি গঠন হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, কয়েকটি বই ছাপানো ছাড়া জনজাতির কোনও উন্নতি হয়নি। এমনকি এই দুই নামে পৃথক উন্নয়ন বোর্ড করলেও ভূমিপুত্রদের সার্বিক উন্নতি হয়নি। নিজ নিজ ভাষায় হাতেগোনা কয়েকটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নারায়ণী সেনা গঠনের যে প্রতিশ্রুতি আগের ভোটগুলিতে দিয়েছিল তা পূরণ করেনি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনি প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ ও কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)-এর সঙ্গে কেন্দ্রের শান্তি আলোচনা প্রায় শেষের পথে। এখন শুধু শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা।

> **ভূমিপুত্ররা এখন অনেক সচেতন হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন কোথায় ভোট দিলে দাবি পূরণ হবে। আগের ভোটগুলির মতো নেতাদের মুখরোচক কথা এবার কেউ শুনতে চাননি।**
>
> **বংশীবদন বর্মন**
> জিসিপিএ নেতা

প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ভূমিপুত্ররা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তবেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেএসডিসি'র সভাপতি তপতী রায় মল্লিক জানান, তাঁদের উপস্থিতিতে জীবন সিংহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি আলোচনা হয়েছে। লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেকটা এগিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছি। আশা করছি ফলাফলের পর কেন্দ্রীয় সরকার মানবিক হয়ে দাবিপূরণে সদর্থক ভূমিকা নেবে। না হলে পরিস্থিতি বুঝে পরে নিজেদের অবস্থান জানানো হবে।'

উত্তরবঙ্গে পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন, ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি সহ অন্য দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইট)-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল রায় অন্যতম মুখ ছিলেন। নিখিলের বক্তব্য, 'কুমারগ্রাম ও ময়নাগুড়িতে আমাদের চারজন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা আছেন। অন্যদের সঙ্গে মতের অমিল থাকলেও দাবির বিষয়ে আমরা সহমত। ফলাফল ঘোষণার পর আমাদের জন্য সদর্থক সিদ্ধান্ত শুধুই সময়ের অপেক্ষা।' কিন্তু ভোটের ফলপ্রকাশের পর দাবিপূরণ না হলে আগামীদিনে কী হবে তা পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বাতলে দেবে বলে নিখিল সাফ জানিয়েছেন।

ঝড়ে বিপর্যস্ত

কিশনগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : কিশনগঞ্জে শনিবার মাঝরাতের থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর তাণ্ডবে জনজীবন বিপন্ন। রবিবার সকাল থেকেও কালবৈশাখী ও বৃষ্টির রেশ কাটেনি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাতে প্রায় ১০০ কিমি বেগে ঝড়ের জেরে বড় বড় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে। এর ফলে জেলা ও শহরে বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎবিহীন। পাশাপাশি, গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে বেশ কিছু এলাকায় যাতায়াত ব্যাহত হয়।

এগোল সময়

আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল : তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেসের যাত্রাপথে কাটিহার ডিভিশনে প্রায় আধঘণ্টা সময়সূচি এগিয়ে আনা হয়েছে। তবে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে যাত্রা ও শিয়ালদা পৌঁছানোর সময়সূচি বদল হয়নি বলে রেল সূত্রে খবর। এদিকে, ভিস্তাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১৫ মিনিট আগে এনজেপি থেকে যাত্রা করবে। ভিস্তাডোম সকাল ৭টা ২০ মিনিটে এনজেপি থেকে যাত্রা করত, এখন ৭টা ৫ মিনিটে যাত্রা করবে।

আহতের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল : কিশনগঞ্জে দুর্ঘটনায় আহত তরুণের মৃত্যু হল শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। শুক্রবার রাতে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার ৩২৭ই জাতীয় সড়কের গুঞ্জনমারি চকে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি বাইকের চালকই গুরুতর আহত হন। তাঁদের দুজনকেই প্রথমে বাহাদুরগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম নামে এক তরুণকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইসরোয় যাচ্ছে নাগরাকাটার দশমের ছাত্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৬ এপ্রিল : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর কর্মসূচিতে যোগ দিতে হায়দরাবাদ যাচ্ছে নাগরাকাটার পিএমশ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া দীপ্তাংশু বৈদ্য। মহাকাশ গবেষণায় তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে আয়োজিত 'যুবিকা' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে। ফলে আগামী ১১ থেকে ২২ মে দীপ্তাংশুকে হায়দরাবাদের বালানগরে ইসরোর ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে থাকতে হবে। ১০ তারিখের মধ্যে তাকে সেন্টারে পৌঁছে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। স্কুলের পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্লাসের ফলাফল, ইসরোর নিজস্ব মূল্যায়ন সহ বেশ কিছু মেধাভিত্তিক মানদণ্ডে মোট ৪৫৬ জন পড়ুয়া এবার এই শিবিরে শামিল হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় দীপ্তাংশুর স্থান ৩৯৭।

গজলডোবার ৭ নম্বর-এর বাসিন্দা দীপ্তাংশুর বাবা সুধাংশু বৈদ্য এলাকার প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার মা নীলিমা সরকার বৈদ্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সে নাগরাকাটার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। প্রতিটি পরীক্ষায় তার রেজাল্ট দুর্দান্ত। বিজ্ঞানের নানা মডেল তৈরিতেও দীপ্তাংশু একাধিকবার উদ্ভাবনী চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছে। স্কুল থেকে পরপর দু'বার পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের ক্লাস্টার পর্যায়ের প্রতিযোগিতাতেও তার তৈরি মডেল প্রশংসিত হয়।

ছেলের এই কৃতিত্বে দারুণ খুশি সুধাংশু ও নীলিমা। সুধাংশু বলছেন, 'কখনও পড়ার কথা বলতে হয় না। আশা করি, ভবিষ্যতে দেশ ও দশের নাম উজ্জ্বল করবে।' দীপ্তাংশুর নিজের কথায়, 'রহস্যে মোড়া মহাকাশ আমাকে খুব টানে। ভবিষ্যতে স্পেস সায়েন্স নিয়েই পড়তে চাই। ইসরোর খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের কথা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি।'

দীপ্তাংশু বৈদ্য।

ইসরোর কর্মসূচিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য অনলাইনে ১৮০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছিল। সেখানে মহাকাশ সচেতনতার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা প্রমাণে রিজনিং-এর প্রশ্নও ছিল। খতিয়ে দেখা হয় সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষার ফল, পারিবারিক প্রেক্ষাপট সহ আরও বেশ কয়েকটি বিষয়। মেধাবী দীপ্তাংশুর হায়দরাবাদে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করবে ইসরো।

নাগরাকাটার পিএমশ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রাজীব সাক্সেনা ও ভাইস প্রিন্সিপাল হিমাংশু সেন জানান, অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র স্বভাবের দীপ্তাংশু স্কুলের গর্ব।

'শীতঘুমে'

প্রথম পাতার পর

এখনও পর্যন্ত সেই নির্দেশ আসেনি বলে চেয়ারম্যান স্বীকার করে নেন।

দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশের দাবি, গত ভোটগুলিতে শিলিগুড়িতে শাসকদলের অন্দরে এত অগোছাল ভাব দেখা যায়নি। তা সে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোট হোক বা ২০২২ সালের পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদের ভোট। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও দল একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করেছে। নির্বাচন কমিটি তৈরি থেকে শুরু করে প্রত্যেক নেতা-নেত্রীকে ভোটের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভোট মিটতেই সবাইকে নিয়ে বৈঠক করে কোথায় কেমন ভোট করানো গেল তার হিসাব নেওয়া হয়েছে। কোন ওয়ার্ড বা অঞ্চল থেকে কত লিড আসতে পারে তার প্রাথমিক হিসাব লিখিতভাবে সভাপতিদের কাছে নেওয়া হয়েছে।

তবে এবারেই সবকিছু যেন উলটোভাবে চলেছে। এবারে ভোট ঘোষণার পর থেকে প্রার্থীরা নিজেদের মতো করে প্রচার করেছেন। জেলা নেতৃত্ব কী করল আর কী না করল সেসবের কোনও পরোয়া না করে গৌতম দেব শিলিগুড়িতে নিজের মতো করে টিম সাজিয়ে ময়দানে নেমেছেন। ওয়ার্ডে প্রচারে যাওয়ার আগে সেখানকার কাউন্সিলার বা নেতৃত্বকে টেলিফোন করে প্রচারে থাকতে বলেছেন। একইভাবে জেলা স্তরের দু'-চারজনকেও তিনি ডেকে নিয়েছেন। তাঁর প্রচারে জেলা কোর কমিটির বেশিরভাগ সদস্যদেরও দেখা যায়নি। দলের অন্দরের জল্পনা, গৌতম নিজেই কোনও হস্তক্ষেপ চাননি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভাতেও এর আগে শহর ও গ্রামের নেতারা রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচার করতেন। কিন্তু এবার শহরের কোনও নেতা-নেত্রীকে শহরতলির এই বিধানসভায় প্রচারে যেতে দেখা যায়নি। জেলা চেয়ারম্যান সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন ঠিকই কিন্তু শহরের বাকি কোনও নেতা-নেত্রীকেই সেখানে শংকর মালাকারের হয়ে প্রচারে দেখা যায়নি। একইভাবে ফাঁসিদেওয়ায় প্রার্থী বাছাই থেকে প্রচারের দায়িত্ব পুরোটাই কাজল ঘোষ নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সেখানেও জেলার সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীকে দেখা যায়নি। জেলা কমিটির সদস্যদের অনেকেই বলছেন, দল তো এবার কোনও দায়িত্বই দেয়নি। যাঁর যেদিন ইচ্ছে হয়েছে, প্রচারে কিছুক্ষণ কাটিয়েছেন। কিন্তু দলের কোনও নির্দিষ্ট শিডিউল দেওয়া ছিল না। ফলে এবার অনেক নেতা-নেত্রী কার্যত 'হাওয়ায় ভেসে' বিধানসভা ভোটের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন পার করেছেন।

শেষমেশ কী হবে? রেজাল্ট ভালো হলে কোনও কথা উঠবে না। কিন্তু উলটোটা হলে যে দারুণ ঝড় উঠবে সে বিষয়ে নেতা-কর্মীদের একাংশ নিশ্চিত।

যান চলাচলে বিধিনিষেধ

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দু'দিনের সিকিম সফরকে কেন্দ্র করে রবিবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সোমবার ও মঙ্গলবার সকাল আট থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই নির্দেশিকা জারি থাকবে। নির্দেশিকায় মূলত ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ির ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

পরিবহণনগর মোড় থেকে ভক্তিনগর চেকপোস্ট ও নৌকাঘাটে যাওয়ার সব রাস্তায়, ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে সেবক রোড হয়ে বিধান রোড এবং হিলকার্ট রোড, ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে শহিদনগর মোড় হয়ে পরিবহণনগর যাওয়ার রাস্তায় বিধিনিষেধ জারি থাকবে। অন্যদিকে, ফুলবাড়ি বাইপাস রোড থেকে নৌকাঘাটে যাওয়ার রাস্তায়, সুকনা ট্রাফিক কন্ট্রোল পয়েন্ট থেকে দার্জিলিং মোড়ের রাস্তায়, নিউ জলপাইগুড়ির নেতাজি মোড় থেকে শিলিগুড়ি শহরে যাওয়ার রাস্তাতেও এই বিধিনিষেধ রয়েছে।

অন্ধকারেই গণতন্ত্রের অদৃশ্য কারিগররা

প্রথম পাতার পর

গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়া এই মানুষগুলো কি কেবলই ব্যবহারের পণ্য? কমিশনের এই চরম অসংবেদনশীলতা কবে শেষ হবে? যাঁরা অন্যের ভোট সুনিশ্চিত করেন, তাঁদের নিজের জীবনের ন্যূনতম মর্যাদাটুকুও কি দিতে পারে না এই রাষ্ট্রযন্ত্র? তিনবাত্তির ওই দৃশ্য কোনও উৎসবের হতে পারে না, সেটাকে নির্বাচন কমিশনের চরম প্রশাসনিক দেউলিয়াপনার নগ্ন দলিল বলা যেতে পারে।

সেই রাতে ঘণ্টাদুয়েক তিনবাত্তি মোড়ে দাঁড়িয়ে কমিশনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চাক্ষুষ করছিলাম। শুধু মহিলা ভোটকর্মীরাই নন, বহু পুরুষ ভোটকর্মীও মধ্যরাতে অসহায়ের মতো কেউ হেঁটেই বাড়ির পথে রওনা দিচ্ছিলেন, কেউ নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের উদ্দেশে। কেউ আবার ক্লান্ত শরীরে ফুটপাথেই বসে পড়েছিলেন। নিরপেক্ষভাবে ভোট পরিচালনা করতে গেলে কারও না কারও চক্ষুশূল হতেই হয়। ফলে ভোটকর্মীদের প্রতি আক্রোশ থাকে অনেকেরই। নিঝুম রাতে নির্জন রাস্তায় সেই আক্রোশ মেটাতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালালে, জীবনহানি ঘটলে দায়ভার কার? অঘটন ঘটলে কমিশন যে হাত গুটিয়ে নেবে তা ২০১৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইটাহারের সোনাপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ৮৪ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়।

গণতন্ত্রের মহোৎসবে যখন সাফল্যের রোশনাই ছড়ায়, তখন প্রদীপের তলার নিকষ অন্ধকারটুকু চিরকাল অলক্ষ্যেই থেকে যায়। রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্বটি আপাতত রক্তপাতহীন এবং কার্যত হিংসামুক্ত। বুথের বাইরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের হাসিমুখ এবং ভোটদানের পর কালির দাগ লাগা আঙুলের ছবি, এই সফল কোলাজেই আপাতত তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে প্রশাসন। আর এই অভাবনীয় সাফল্যের কৃতিত্বের সিংহভাগটাই অবলীলায় নিজেদের ঝুলিতে পুরে নিয়েছে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। বাকি যেটুকু পড়ে ছিল, তা নির্বাচন কমিশনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দপ্তরে বসা বড় কর্তারা নিজেদের মধ্যে পরম তৃপ্তিতে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। কিন্তু এই গোটা প্রক্রিয়ায়, উৎসবের এই আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চের ঠিক পেছনে, চিরকালের মতো এবারও পর্দার আড়ালেই থেকে গেলেন গণতন্ত্র রক্ষার আসল ও অদৃশ্য কারিগররা, আমাদের ভোটকর্মীরা।

সাফল্যের ঝকঝকে শংসাপত্রে তাঁদের নাম কোথাও লেখা নেই, ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট তাঁদের ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত মুখগুলোকে এড়িয়ে গিয়েছে পরম সন্তর্পণে। কোনও জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় একটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। এর পিছনে থাকে হাজার হাজার সাধারণ সরকারি কর্মচারীর অমানুষিক পরিশ্রম, বিনিদ্ররজনী এবং বুকচাপা আতঙ্ক। পোলিং অফিসার থেকে শুরু করে প্রিসাইডিং, সেক্টর বা অবজার্ভার, সমস্ত স্তরের এই ভোটকর্মী বা ভোট ম্যানেজাররা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও প্রয়োজনকে দূরে সরিয়ে রেখে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে ব্রতী হন। ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয় তাঁদের অন্তহীন দৌড়। ধূলিমলিন ডিসিআরসি থেকে ভারী ইভিএম, ভিভিপ্যাট এবং বস্তাভর্তি নির্বাচনি সামগ্রী নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁরা পাড়ি জমান সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা গন্তব্যে। কোথাও কোথাও কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে পৌঁছাতে হয় প্রত্যন্ত গ্রামের বুথে, যেখানে হয়তো পানীয় জলের ন্যূনতম সংস্থানটুকুও নেই। বুথের ভাঙা বেঞ্চে পিঠ ঠেকিয়ে মশার কামড় সহ্য করে রাত জাগা, অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহার করা, এই চরম প্রতিকূলতাগুলোর সঙ্গে আপস করেই তাঁরা হাসিমুখে কাজ করে যান। হাজারো কষ্ট উপেক্ষা করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা প্রতিটি ভোটারের অধিকার সুনিশ্চিত করেন। তবুও, দিনের শেষে তাঁরা থেকে যান চরম উপেক্ষিত। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের বিনিময়ে একটি শুকনো ধন্যবাদ দেওয়ার মতো সৌজন্যটুকু দেখানোরও কেউ থাকে না।

ভোটগ্রহণের দিন সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রবল মানসিক চাপ আর শারীরিক পরিশ্রমের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও অমানবিক দৃশ্যটি দেখা যায় ভোট শেষের রাতে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, সমস্ত আইনি জটিলতা ও নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, যখন একজন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত ভোটকর্মী ডিসিআরসি-তে ফিরে ইভিএম জমা করেন, তখন চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শরীর আর বইতে চাইছে না, চোখ বুজে আসছে ঘুমে। তখন কমিশন তাঁদের কার্যত ভাগ্যের হাতে, অথবা বলা ভালো, ভগবানের নামে রাস্তায় ছেড়ে দেয়। ইভিএম জমা নেওয়ার পর ওই মানুষগুলো কীভাবে নিজেদের বাড়ি ফিরবেন, এত রাতে তাঁদের জন্য ন্যূনতম কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা আছে কি না, সে বিষয়ে প্রশাসন থাকে নিশ্চুপ। যেন ইভিএম জমা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোটকর্মীদের আর কোনও মূল্য নেই রাষ্ট্রের কাছে! তাঁরা, নিরাপদে নিজের পরিজনদের কাছে পৌঁছাতে পারলেন কি না, সেই খোঁজ নেওয়ার ন্যূনতম প্রয়োজনবোধটুকুও কেউ করে না।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, এই উপেক্ষিত ভোটকর্মীদের মধ্যে এখন একটি বিরাট অংশজুড়ে রয়েছেন মহিলারা। একজন নারী, যিনি সারাদিন রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করলেন, মাঝরাতে তাঁকে কেন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে? কেন তাঁকে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে, ছিনতাইবাজ বা দুষ্কৃতীদের ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে বাড়ির পথ ধরতে হবে? শান্তিতে ভোট করানোর গালভরা দাবির আড়ালে নির্বাচন কমিশনের এই চরম অমানবিকতা এবং নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা কি আদৌ ক্ষমার যোগ্য?

কেউ কেউ বলছেন, 'এভাবেই তো হয়ে আসছে, এ আর নতুন কী!' কিন্তু এটা কি কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যুক্তি হতে পারে? বছরের পর বছর যে ভুল হয়ে আসছে, তাকে অযুক্তির মোড়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা চূড়ান্ত মূর্খামি। ভোটকর্মীদের সামান্য ভুল হলে, পান থেকে চুন খসলে, নির্বাচন কমিশন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। মিনিটের মধ্যে তাঁদের হাতে পৌঁছে যায় শোকজ নোটিশ, দেওয়া হয় সাসপেনশনের হুমকি। কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে ভোটকর্মীদের গর্দান নিতে যে কমিশন সদা প্রস্তুত, সেই একই কমিশন কেন নিজের কর্তব্যে এমন চরম অবহেলা করবে?

অথচ খুব সহজেই সমস্যার সমাধান করা যায়। ভোটকর্মীদের বাড়ি ফেরার প্রতিটি গাড়িতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী রাখা দরকার। তাঁদের কাছে একটি নির্দিষ্ট রেজিস্টার থাকবে। মাঝরাস্তায় নয়, প্রতিটি ভোটকর্মীকে নিরাপদে বাড়ি বা নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিয়ে নেবেন নিরাপত্তাকর্মীরা। ফলে ভোটকর্মীর নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হবে এবং তিনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছালেন কি না তাও নিশ্চিত করা যাবে।

নির্বাচন কমিশনের আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। কমিশনের এই অন্ধকার দিকটিতে তীব্র আলো ফেলা জরুরি। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফায় যেন ভোটকর্মীদের বাড়ি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা উপেক্ষিত না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। যতদিন না সেই নিশ্চয়তা মিলছে, ততদিন 'রক্তপাতহীন' নির্বাচনের বড়াই করাটা নগ্ন পরিহাস হয়েই থেকে যাবে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে

প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন। ভুট্টা চাষে ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেন, 'শতাধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। যদিও সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য টিম এলাকায় ঘুরছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' শনিবার ভোরে ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটিখন্তি অঞ্চলে ঝড়ের দাপটে ৪০টি ঘর সহ ভুট্টা চাষ এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই রেশ কাটার আগেই গভীর রাতে ঝড়ের তাণ্ডব প্রায় ৩০০ পরিবারের জীবন তছনছ করে দিয়েছে।

গোয়ালপোখর এলাকায় গোয়াগাঁও-২, সাহাপুর, গোতি, ধরমপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, গোয়ালপোখর-২ ব্লকের সাহাপুর, চাকুলিয়া, কানকি, বেলন প্রভৃতি অঞ্চল ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। অনেক বাড়ির উপর গাছ পড়েছে। অনেক জায়গায় রাস্তার উপর গাছ উপড়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ না থাকায় বাসিন্দারা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। গোয়ালপোখর-১'এর বিডিও তারকনাথ হালদার বললেন, 'নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ থাকায় কিছু সমস্যা হচ্ছে। তবুও আমরা নিজেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছি। সমস্যার কথা জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এখনও পুরোপুরি ক্ষয়ক্ষতির হিসেব আসেনি। আশা করা যাচ্ছে সোমবারের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যাবে।' গোয়ালপোখর-২'এর বিডিও সুজয় ধরও একই কথা বলেছেন। গোয়াগাঁও-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ আলাউদ্দিন বললেন, 'গোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মহফজ আলম, তপন দাস, মালতী সিংহের মতো শতাধিক বাসিন্দা গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সবরকম ব্যবস্থার চেষ্টা চলছে।'

চাকুলিয়ার ভুঁইধর গ্রামের বাসিন্দা অহেদুর আলমকে রবিবার কৃষিজমির আলে গালে হাত দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। কোনওমতে বললেন, 'ঋণ করে অন্যের পাঁচ বিঘা জমি লিজ নিয়ে ভুট্টা চাষ করেছিলাম। ঝড়ের তাণ্ডবে ভুট্টা সহ গাছ মাটিতে মিশে গিয়েছে। পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে।' চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের দাবি, 'শুধুমাত্র এই গ্রাম পঞ্চায়েতেই কয়েকশো একর জমির ভুট্টাখেতের ক্ষতি হয়েছে।' চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের সংযোজন, 'চাকুলিয়ার ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভুট্টা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কয়েকশো পরিবারের বাড়িঘর ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে।' ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চাকুলিয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিনহাজুল আরফিন আজাদ এবং কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে বলে দুজনেরই দাবি।

লারাকে দেখেই বৈভবকে গড়ার পরামর্শ

জয়পুর, ২৬ এপ্রিল : মাত্র পনেরো বছর বয়সেই আইপিএলে দ্বিতীয় শতরান হাঁকিয়ে গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৭ বলে ১০৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পর এই বিস্ময়বালককে নিয়ে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে প্রবল উন্মাদনা। ব্রায়ান লারাকে নিজের আদর্শ মেনেই ব্যাটিং স্টাইল তৈরি করেছেন বৈভব। এবার সেই লারার দেশীয় সতীর্থ এবং প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা কার্লোস ব্রেথওয়েট তরুণ বৈভবকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে পরামর্শ দিলেন। ব্রেথওয়েটের মতে, লারাকে তাঁর কেরিয়ারের শুরুতে যেভাবে সাবধানে গাইড করা হয়েছিল, বৈভবের ক্ষেত্রেও একই পথ অনুসরণ করা উচিত। লারাকে খুব অল্প বয়সেই বিরল প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে তড়িঘড়ি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডসের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তিনি বড়দের থেকে শিখতে পারেন। এরপর ২১ বছর বয়সে যখন তাঁর অভিষেক হয়, বাকিটা শুধুই ইতিহাস। ব্রেথওয়েট বলেছেন, 'বৈভবকেও এখন সরাসরি গভীর জলে বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না নামিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবদের মতো অভিজ্ঞ তারকাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে রাখা উচিত। এর ফলে ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারবে।' ব্রেথওয়েট যোগ করেছেন, 'আগামী বছর হয়তো এই পনেরো বছরের তরুণই গোটা আইপিএলের সবচেয়ে বড় মুখ হয়ে উঠবে।'

> **টসে জিতে ব্যাটিং করতে নামার পর যশভাইয়া (যশস্বী জয়সওয়াল) বলেছিল, আমরা প্রথম থেকে আক্রমণে যাব। আমি জানিয়েছিলাম, শুরু থেকেই ছক্কা মারার চেষ্টা করব আমি।**
> -বৈভব সূর্যবংশী

গত বছর ৭ ম্যাচে ২৫২ রান করার পর, চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ৭ ম্যাচে ২৩৪.৮৬ স্ট্রাইক রেটে ৩৫৭ রান করে বৈভব প্রমাণ করেছেন, তাঁর সাফল্য কোনও ফ্লুক নয়। শনিবারের বিধ্বংসী শতরান প্রসঙ্গে বৈভব বলেছেন, 'টসে জিতে ব্যাটিং করতে নামার পর যশভাইয়া (যশস্বী জয়সওয়াল) বলেছিল, আমরা প্রথম থেকে আক্রমণে যাব। আমি জানিয়েছিলাম, শুরু থেকেই ছক্কা মারার চেষ্টা করব আমি।'

আইপিএলে তৃতীয় দ্রুততম শতরান করলেও ফিল্ডিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগে বৈভবের। যা নিয়ে ম্যাচের পর রাজস্থানের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর বলেছেন, 'বৈভবের হ্যামস্ট্রিংয়ে একটু ব্যথা লাগছিল। আপাতত ওকে ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন ভালো আছে। দুই-একদিনের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রাথমিকভাবে গুরুতর কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটকিপার দীপ দাশগুপ্তও মনে করেন, বৈভবের জাতীয় দলে ডাক পাওয়াটা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তবে তাঁকে খুব সাবধানে সামলাতে হবে। কারণ টেকনিকালি বৈভব শক্তিশালী হলেও, অফফর্মে থাকার সময় মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটা আছে, সেটা এখনও পরীক্ষিত নয়।

কামিন্সেরও প্রিয় সূর্যবংশী

বিস্ময় বালকের সঙ্গে মশকরা ঈশানের

জয়পুর, ২৬ এপ্রিল : মাত্র ১৫ বছর বয়সে আইপিএলে ৩৬ বলে বিধ্বংসী শতরান হাঁকিয়ে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি এবার প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়কেরও প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের এই তরুণ ওপেনারের দুরন্ত সেঞ্চুরি দেখে রীতিমতো মুগ্ধ সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার অকপটে স্বীকার করে নেন, 'বৈভব এখন আমার নতুন প্রিয় খেলোয়াড়! ও এত জোরে বল মারে যে দেখতে দারুণ লাগে।' গত বছর আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলে শার্দূল ঠাকুরকে ছক্কা মেরেছিলেন বৈভব। এবার জসপ্রীত বুমরাহর মুখোমুখি হয়ে প্রথম বলে তাঁকে বৈভব মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন। শনিবার কামিন্সকেও প্রথম বলেই বিশাল ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন বৈভব। কামিন্সের কথায়, 'বৈভবের বিরুদ্ধে একটু লাইন-লেংথ ভুল হলেই বল সোজা গ্যালারিতে গিয়ে পড়বে। বোলার হিসাবে নিখুঁত হতে হবে। ক্রিকেট কেরিয়ার বৈভব যেভাবে শুরু করেছে, এক কথায় দুর্দান্ত। অনেকদূর যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওর মধ্যে। সত্যিই বৈভবের খেলা দেখতে ভালো লাগে। ম্যাচ নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে অভিষেককারী প্রফুল হিঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম বলে আউট হয়েছিলেন বৈভব। শনিবার সেই প্রফুলকে প্রথম ওভারে টানা চারটি ছয় মেরে বদলা নেন ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন বিস্ময়বালক। এই প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে বৈভব বলেছেন, 'গত ম্যাচে আউট হওয়ার পর ফোন চেক করছিলাম। আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেককিছু বলা হচ্ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করা হলে তা গায়ে লাগে। তাই ব্যাট হাতেই জবাব দিতে চেয়েছিলাম।'

বৈভব বিধ্বংসী শতরান করলেও হারতে হয়েছে রাজস্থানকে। ম্যাচ শেষে মশকরা করে বৈভবের সঙ্গে কথোপকথন সামনে এনেছেন সানরাইজার্সের ঈশান কিষান। বলেছেন, 'বৈভবের উইকেটটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাহলে রাজস্থানের রান ২২৮-এর জায়গায় ২৫৮ হত। ও আউট হওয়ার পর আমরা ম্যাচে ফিরেছি। ইয়ার্কি করে বৈভবকে বলছিলাম, আমি যখন তোদের দলের বিরুদ্ধে খেলব, বেশি মারবি না। আমি কিন্তু তোর সব রহস্য জানি।'

ম্যাচ শেষে ঈশান কিষানের সঙ্গে আড্ডায় বৈভব সূর্যবংশী। জয়পুরে শনিবার।

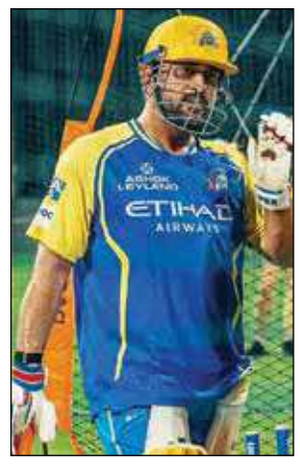

অনুশীলনে নিয়মিত দেখা গেলেও ম্যাচ ডে-তে গরহাজির থাকছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ফিট, তবু মাঠে ফিরতে নারাজ ধোনি?

চেন্নাই, ২৬ এপ্রিল : কাফ মাসলের চোট সারিয়ে ফিটনেস টেস্টে পাশ করেছেন। নেটে চুটিয়ে ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিং অনুশীলনও করছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, তরুণদের সুযোগ করে দিতে এবং দলের বর্তমান কম্বিনেশন নষ্ট না করতেই গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধেও রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে নামেননি মাহি।

গত ২৮ মার্চ চোট পাওয়ার পর থেকে আটটি ম্যাচ মিস করলেন ধোনি। জল্পনা ছিল, সঞ্জু স্যামসন কিপিং করায় ধোনি হয়তো ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধু ব্যাট করবেন। কিন্তু সিএসকে-র ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ধোনি ফিরলে উইকেটকিপার হিসেবেই খেলবে। স্কিলের দিক থেকে ওর সমস্যা নেই। নেটে দারুণ ব্যাট করছে। কিন্তু ম্যাচের শেষে দ্রুত এক বা দুই রান নেওয়ার জন্য ওর কাফ মাসল কতটা ধকল সইতে পারবে, সেটাই এখন বড় চিন্তার বিষয়।' হাসি আশাবাদী, আগামী কয়েকটি ম্যাচের মধ্যেই হয়তো সিএসকে জার্সিতে ফের স্বমহিমায় মাঠে দেখা যাবে ধোনিকে।

গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে হারের পর চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বলেছেন, 'যদি ও দৌড়াতে শুরু করে এবং ওর কাফ মাসল আবারও ছিঁড়ে যায়, তবে পুরো মরশুমের জন্য ছিটকে যাবে। আমরা শুরুতে কিছুটা চাপ দিয়েছিলাম। একটি ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে আবারও মচকায়। আর তারপর থেকেই ও কঠোর পরিশ্রম করছে। কিন্তু এরপর আবারও পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।'

লিডার চেয়েছি, তাই দলে শ্রেয়স : পন্টিং

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : ২০০৬ সালের ১২ মার্চ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে ৪৩৪ রান করে চমকে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হল, সেদিন পাহাড়প্রমাণ এই টার্গেট তাড়া করে ৯ উইকেটে ৪৩৮ রান তুলে ম্যাচ জিতেছিল প্রোটিয়ারা। শনিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচও ছিল চোখ কপালে তোলার মতো।

লোকেশ রাহুলের অপরাজিত ১৫২ রানে ভর করে দিল্লি ২৬৪/২ স্কোরে পৌঁছানোর পর সবাইকে চমকে দিয়ে ৭ বল হাতে রেখে পাঞ্জাব ম্যাচ বার করে নেয়। আইপিএলে সবাধিক সফলতম রানতাড়ায় পাঞ্জাব হইচই ফেলে দেওয়ার পর 'ফিনিশার' শ্রেয়স আইয়ার ফের একবার শিরোনামে এসেছেন। আর লিডার, ফিনিশার শ্রেয়সে মজেছেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং।

রানতাড়ায় নেমে প্রভসিমরান সিং (২৬ বলে ৭৬) ও প্রিয়াংশ আর্য (১৭ বলে ৪৩) পাওয়ার প্লে-তে ১১৬ রান তুলে জয়ের ভিত গড়ে দেন। যার উপর দাঁড়িয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স (৩৬ বলে অপরাজিত ৭১)। ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন ফিনিশার শ্রেয়সের প্রশংসা করে পন্টিং বলেছেন, 'আমরা জানতাম, শ্রেয়সের মধ্যে দুর্দান্ত লিডারশিপ গুণ রয়েছে। দলকে নতুনভাবে গড়তে পারবে। আমরা একজন লিডার চেয়েছিলাম দলে। যার জন্য নিলামে শ্রেয়সকে নিতে ঝাঁপিয়েছিলাম আমরা। কারণ রানতাড়ায় শ্রেয়স যদি শেষপর্যন্ত ক্রিজে থাকে তাহলে আমরা খুব বেশি ম্যাচ হারব না। গতকালও দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউটের সময় শ্রেয়সের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলাম, তুমি যদি শেষ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকতে পারলে আমরা ম্যাচ জিতব। শ্রেয়স সেটাই করে দেখিয়েছে।'

প্রভসিমরান-প্রিয়াংশের ওপেনিং জুটি এবারের আইপিএল সুপারহিট। শনিবারও দুজনকে বিধ্বংসী মেজাজে দেখা গিয়েছিল। দলের দুই 'পি'-কে নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'ওদের জুটিটা দারুণ জমে গিয়েছে। ওরা পরস্পরের পরিপূরক। ডান-বাঁ কম্বিনেশন। দুজনে মাঠের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে শট খেলার ক্ষমতা রাখে।'

৭ ম্যাচে ছয়টি জয় (বৃষ্টির জন্য একটি ম্যাচ হয়নি)। চলতি আইপিএলের একমাত্র অপরাজিত দল পাঞ্জাব। তারপরও দলের খেলায় উন্নতি চাইছেন পন্টিং। বলেছেন, 'সবাধিক রানতাড়া করে জয় অবশ্যই আনন্দদায়ক। কিন্তু তার মানে আমরা বল হাতে প্রচুর রান দিয়েছি। ফলে বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে আমাদের আরও কাজ করতে হবে। আশা করি, পরের ম্যাচে ভুল শোধরাতে পারব।'

মঙ্গলবার নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হবে পাঞ্জাব শিবির। সেখানে বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডব সামলে অপরাজিত দৌড় বজায় রাখার লক্ষ্য হবে শ্রেয়সের।

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে জয়ের অন্যতম নায়ক প্রভসিমরানের সঙ্গে পন্টিং।

প্রিয়াংশ আর্যর ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন লুঙ্গি এনগিডি।

ভালো আছেন, ঘোষণা লুঙ্গির

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : ধরতে গিয়েছিলেন ক্যাচ। আর সেই ক্যাচ ধরাকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় বিপত্তি। প্রিয়াংশ আর্যর মারা বল তালুবন্দি করতে গিয়ে মাঠে বিশ্রীভাবে পড়ে যান লুঙ্গি এনগিডি। পড়ে গিয়ে ঘাড়ে ও মাথায় চোট পেয়েছিলেন তিনি। ঘটনাটা গতকাল অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচের। সেই চোটের কারণে মাঠ থেকেই অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে মাত্র ১১ মিনিটে দিল্লির দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার লুঙ্গিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের ম্যাক্স হাসপাতালে। সেখানে যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের পর লুঙ্গিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, তাঁর মাথা ও ঘাড়ের আঘাত গুরুতর নয়। যদিও কয়েকদিন তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে।

বিশ্রাম নিয়ে ঠিক কতদিন পর দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ফের মাঠে দেখা যাবে লুঙ্গিকে, স্পষ্ট হয়নি এখনও। যদিও এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ লুঙ্গি নিজেই জানিয়েছেন, তিনি ভালো আছেন। দ্রুত সুস্থও হচ্ছেন। সমাজমাধ্যমে আজ এনগিডি লিখেছেন, 'আমাকে নিয়ে উদ্বেগের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সব ভালো আছে।' এনগিডির কথাতেই স্পষ্ট, তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। যদিও অক্ষর প্যাটেলের দিল্লি গতকাল ঘরের মাঠে শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর থেকেই বিস্ময়ের সাগরে ডুবে রয়েছে। লোকেশ রাহুলের অপরাজিত ১৫২ রানের ইনিংসের সুবাদে ২৬৪ রানের বিশাল স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি। যদিও শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে সেই রান যথেষ্ট ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই হতাশা রয়েছে অক্ষর প্যাটেলদের সংসারে।

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ আর্তেতা

খেতাবি দৌড়ে ফিরল আর্সেনাল

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল : আগের ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে হারের পর মিডফিল্ডার ডেকলান রাইস দাবি করেছিলেন, 'এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।' তাঁর সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবের দৌড়ে দারুণভাবে ফিরে এল আর্সেনাল। নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারিয়ে খেতাবি লড়াই জমিয়ে দিয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। জয়সূচক গোলটি করেন এবেরেচি এজে। জয়ের ফলে ৩৪ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিরে এসেছে আর্সেনাল। ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে ম্যান সিটি। যদিও সিটি একটি ম্যাচ কম খেলেছে। জয়ের দিনে নতুন রেকর্ড গড়ল আর্সেনাল। ইপিএলে এক মরশুমে কর্নার থেকে সবাধিক ১৭ গোল করার নজির গড়ল তারা। ভাঙল ৩২ বছরের পুরোনো রেকর্ড।

খেতাবি লড়াইয়ে ফিরলেও রেফারিং নিয়ে সন্তুষ্ট নন আর্তেতা। বলেছেন, 'নিক পোপকে লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল। আমি দশবার রিপ্লে দেখেছি। যারা জীবনে অন্তত একবার ফুটবল খেলেছে তারাও বুঝতে পারবে ওটা লাল কার্ড ছিল। এই নিয়ে দুই ম্যাচে আমাদের বিরুদ্ধে বাজে রেফারিং হল।'

পরিসংখ্যান সংস্থা অপ্টার মতে, এই মুহূর্তে আর্সেনালের ইপিএল জয়ের সম্ভাবনা ৭২.৪৪ শতাংশ। কিন্তু গত কয়েক বছরে পয়েন্ট নিজেরা নষ্ট করে ম্যান সিটিকে দায়িত্ব নিয়ে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে দিয়েছে আর্সেনাল। সেই ভুল আর্তেতা ব্রিগেড এবার শোধরাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার।

জয়ের পর মিকেল আর্তেতা।

গোল করে উচ্ছ্বসিত নিকো গঞ্জালেস।

ফাইনালে সিটি

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল : এফএ কাপের ফাইনালে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রথম দল হিসেবে টানা চারবার টুর্নামেন্টের খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছে ইতিহাস গড়ল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। শনিবার সেমিফাইনালে ম্যান সিটি ২-১ গোলে হারিয়েছে সাদাম্পটনকে। ৭৯ মিনিটে ফিন অ্যাজাজের গোলে পিছিয়ে পড়েছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ৮২ মিনিটে জেরেমি ডোকুর গোলে সমতায় ফেরে তারা। মিনিট পাঁচেক পরে জয়সূচক গোলটি করেন নিকো গঞ্জালেস। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যে লিগ কাপ জিতেছে ম্যান সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দৌড়েও রয়েছে তারা। এবার এফএ কাপের ফাইনালেও গুয়ার্দিওলার দল। ফলে এখন থেকেই ঘরোয়া ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছেন সিটি সমর্থকরা।

২১-এর বদলে গেম এখন ১৫ পয়েন্টের

কোপেনহেগেন, ২৬ এপ্রিল : ২০২৭ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে চালু হতে চলেছে ১৫x৩ পয়েন্টের একেবারে নতুন স্কোরিং সিস্টেম। ডেনমার্কের হরসেন্সে অনুষ্ঠিত বিডব্লিউএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় ১৯৮-৪৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে নতুন নিয়মটি পাশ হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে চলে আসা ২১x৩ পয়েন্টের নিয়মে ম্যাচগুলি দীর্ঘ হচ্ছিল, যার ফলে খেলোয়াড়দের শারীরিক ক্লান্তি এবং চোট-আঘাতের পরিমাণ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছিল।

পাশাপাশি ব্রডকাস্টারদের সুবিধার্থে ম্যাচ দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মে ১১-র বদলে ৮ পয়েন্টে পৌঁছালেই ৬০ সেকেন্ডের বিরতি দেওয়া হবে এবং গেম শেষের বিরতি হবে ১২০ সেকেন্ডের। ১৫ পয়েন্টে পৌঁছানোর সময় ন্যূনতম ২ পয়েন্টের ব্যবধান থাকতে হবে এবং পয়েন্টের সর্বোচ্চ সীমা হবে ২১-২০। বিডব্লিউএফ সভাপতি খুনিং পাতামা লিসওয়াদত্রাকুল জানিয়েছেন, ম্যাচ আরও আকর্ষণীয় করতে এবং তরুণ প্রজন্মের দর্শকদের ধরে রাখতেই এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ভারতের প্রাক্তন কোচ বিমল কুমার এই পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করলেও, বর্তমান জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদ জানিয়েছেন যে খেলোয়াড়দের চোট কমাতেই এই নিয়ম বদল একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

চোটে মরশুম শেষ সালাহর

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল : লিভারপুলে শেষ মরশুমটা সুখের হচ্ছে না মহম্মদ সালাহর। শনিবার ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন তিনি। তখনই আশঙ্কা করা হয়েছিল, এই মরশুমের বাকি ম্যাচগুলিতে তাঁকে হয়তো দেখা যাবে না। এমনকি সালাহর বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এবার মিশর জাতীয় দলের ডিরেক্টর ইব্রাহিম হাসান জানিয়েছেন, চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে সালাহকে। ফলে লিভারপুলের জার্সিতে আর কোনও ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই তাঁর। তবে বিশ্বকাপের আগে তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেই আশা করছেন ইব্রাহিম।

বিশ্বকাপের আগে চিন্তা তারকাদের চোট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : আসন্ন বিশ্বকাপে লিওনেল মেসিকে আর্জেন্টিনার জার্সিতে মাঠে নামতে দেখা যাবে, আশায় সারা বিশ্বের ফুটবল সমর্থকরা। আশায় এমনকি লিওনেল স্কালোনিও। তাই প্রাথমিক ৪৫ জনের দলে মেসিকে রেখে দিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ। শেষপর্যন্ত কী হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

মেসি ছাড়াও এই একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নেইমারকে ঘিরেও। এই দুইজনের মধ্যে প্রথমজনের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আর তেমন নেই কিন্তু দ্বিতীয়জনের জন্য প্রবলভাবে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে ফিটনেস নিয়ে। রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে নতুন করে চোট না হলে হয়তো আর কোনও সমস্যা থাকবে না। কিন্তু নেইমার সহ একাধিক তারকার চোট সমস্যা বাধা তৈরি করতে পারে এবারের বিশ্বকাপে মাঠে নামার ক্ষেত্রে। আর নেইমারের ক্ষেত্রে বিষয়টা যখন ফিটনেস তখন লামিনে ইয়ামাল, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, মিকেল মেরিনো, আর্দা গুলেররা চোটের জন্য আদৌ বিশ্বকাপে মাঠে নামতে পারবেন কি না তা নিয়ে এখন চিন্তায় তাঁদের দেশের কোচ থেকে সমর্থক, সকলেই। ব্রাজিলের চিন্তা বাড়িয়ে ছিটকে গিয়েছেন এডের মিলিটাও। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে তারকাদের তালিকা যে বাড়বে না, এই কথা কে বলতে পারে! আপাতত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের ফিটনেস বাড়ানোর ক্ষেত্রে দৌড়চ্ছেন কিছু তারকা। আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার রোমেরো হাঁটুর চোটে সমস্যায়। টটেনহাম হটস্পারের এই ডিফেন্ডার এপ্রিলের ১২ তারিখ ম্যাচ চলাকালীন চোট পেয়ে চোখের জলে মাঠ ছাড়েন। আর তাঁর এই চোখের জল এখন টটেনহামের থেকেও বেশি সঞ্চারিত আর্জেন্টিনা শিবিরে।

নেইমারের ফিটনেসে এখনও খুশি নন ব্রাজিলের কোচ আন্সেলোত্তি।

একই অবস্থা আর্সেনালের মিডফিল্ডার মেরিনো ক্লাবের হয়ে অনুশীলনের সময়ে ডান পায়ের হাড়ে চিড় দেখা দেয়। যার জন্য গত জানুয়ারিতে অস্ত্রোপচার করান তিনি। গোড়ালিতে একটা স্ক্রু লাগানোর ফলে আপাতত ক্রাচ নিয়ে হাঁটছেন তিনি। আপাতত মাঠের বাইরে হলেও শোনা যাচ্ছে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি নাকি ট্রেনিং শুরু করতে পারেন। আর্সেনালের পাশাপাশি স্পেন শিবিরও নজর রাখছে পরিস্থিতির দিকে। যদি আর নতুন করে কোনও সমস্যা না হয় তাহলে তাঁকে বিশ্বকাপে মাঠে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপের নয়া তারকা হয়ে উঠতে পারতেন যিনি সেই লামিনে ইয়ামালও দুর্ভাগ্যজনকভাবে চোটের তালিকায়। সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। আপাতত বার্সেলোনার হয়ে তাঁর মরশুম শেষ হলেও ইয়ামালের দ্রুত ফিট হয়ে বিশ্বকাপে ফেরার আশায় সকলেই। মিলিটাও ও গুলেরের চোট ইয়ামালের মতোই বাইসেপ ফেমোরিসে। গুলেরের ফিরে আসার অপেক্ষায় তাঁর দেশ।

এবং নেইমার। তাঁকে কি আদৌ হলুদ জার্সিতে ঢেউ তুলতে দেখা যাবে শেষবারের মতো? শনিবারই ব্রাজিলীয় তারকা রোনাল্ডিনহো দাবি করেছেন, নেইমারকে রাখা হোক দলে। কার্লো আন্সেলোত্তি আদৌ এসব কথায় কান দেবেন কি না, কেউই নিশ্চিত নন। কারণ তাঁকে নিজের ফিটনেসে খুশি করতে পারেননি নেইমার। এঁরা কেউ থাকুন না আর নাই থাকুন শেষপর্যন্ত মেসি এবং রোনাল্ডোকে মাঠে নামতে দেখলে হয়তো বিশ্বকাপে বাকি তারকাদের অভাব আর বোধ করবেন না কোনও ফুটবল সমর্থকই।

লখনউয়ের নবাব এখন রিঙ্কু-নারায়ণ

কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৫৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৫৫/৮
(সুপার ওভারে জয়ী কেকেআর)

বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের পথে দিগবেশ রাঠিকে টানা চারটি ছয় মারলেন রিঙ্কু সিং। রবিবার লখনউয়ে।

সুপার ওভারে ২ উইকেট নিয়ে কেকেআরের জয়ের রাস্তা গড়ে দেন সুনীল নারায়ণ।

লখনউ, ২৬ এপ্রিল : শনিবার ছিল ব্যাটারদের দিন। রবিবারের আইপিএলের মঞ্চে বোলারদের দাপট? সত্যিই কি তাই? কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের মঞ্চে এক অদ্ভুত ম্যাচ দেখল দুনিয়া। কখনও মনে হচ্ছিল অ্যাডভান্টেজ কেকেআর। দ্রুত বদলে সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাচ্ছিল লখনউ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের শেষ বলে মহম্মদ সামির ছক্কায় খেলা টাই। ম্যাচ সুপার ওভারে।

সুপার ওভারে সুনীল নারায়ণ ম্যাজিক। তিন বলে দুই উইকেট নিয়ে সুপার ওভারে জয়ের ভিত গড়ে দিলেন নারায়ণ। আর সেই মঞ্চে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মেরে নাইটদের দ্বিতীয় জয় নিশ্চিত করলেন রিঙ্কু সিং। ইনটেন্ট সঠিক হলে দলকে জেতানোর দায়িত্ব বহন করতে তিনি তৈরি, লখনউয়ের নবাব হয়ে আজ বারবার প্রমাণ করেছেন রিঙ্কু। মূলত তাঁর জন্যই ৮ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে আট নম্বরে উঠে এল কেকেআর।

রিঙ্কু (৫১ বলে অপরাজিত ৮৩) কেকেআর ইনিংসে দেখিয়েছেন কঠিন পিচেও রান করা যায়। দলকে ভরসা দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সতীর্থরা? কতজন পারলেন রিঙ্কুর দেখানো পথে পা ফেলতে? শুধু কি ব্যাটে? ফিল্ডিংয়ের সময়ও নায়ক রিঙ্কু। মোট পাঁচটি (সুপার ওভার ধরে) ক্যাচ ধরে তিনি নাইটদের মসিহা। কিন্তু তারপরও ম্যাচ সুপার ওভারে। চলতি আইপিএলের আসরে প্রথমবার। কালো মাটির মন্থর পিচ। খেলার শুরু থেকেই বল পড়ে থমকে আসছিল। স্লোয়ার ডেলিভারির আন্দাজ পাওয়া আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। আইপিএলের মঞ্চে ঠিক কেমন হওয়া উচিত বাইশ গজ, শুরু হয়েছে নয়া বিতর্ক।

পিচ বিতর্ক ছাপিয়ে সংবাদ শিরোনামে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর (৮ বলে ৯) আউট। 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' নিয়মে থাকলেও ক্রিকেটে সচরাচর এমন আউট বিরল। আজ একানা স্টেডিয়ামে সেই বিরল আউট হলেন রঘুবংশী। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের চতুর্থ ওভারের শেষ বলে ক্যামেরন গ্রিনের (২১ বলে ৩৪) সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হল রঘুবংশীকে। টিভি আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড় উঠল। কেকেআর ডাগআউটে বসে কোচ অভিষেক নায়ার, সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনরাও মেজাজ হারালেন। নাইট কোচের সঙ্গে তো মাঠের ধারে তর্কাতর্কি হল চতুর্থ আম্পায়ারের। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মেনে ফেরার সময় ডাগআউটের সামনে রঘুবংশী ব্যাট-হেলমেট ছুড়ে ফেললেন।

প্রবল চাপ ও বিতর্কের ঢেউয়ের মধ্যে রিঙ্কু দেখালেন তাঁর স্কিল। কঠিন পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, কীভাবে রানের গতি বাড়িয়ে দলকে ভরসা দিতে হয়, রিঙ্কুর থেকে শিখতেই পারেন কেকেআরের বাকি ব্যাটাররা। দিগবেশ রাঠির শেষ ওভারে চার ছক্কা সহ ২৬ রান নিয়ে নাইটদের ১৫৫/৭ স্কোরে পৌঁছে দিলেন রিঙ্কু। ঋষভ পন্থদের চাপে ফেলে শেষ দুই ওভারে ৪৩ রান করলেন রিঙ্কুরা। নারায়ণ ও রিঙ্কুর ৩০ বলে ৬২ রানের পার্টনারশিপ হয়তো ম্যাচের ভাগ্যও গড়ে দিয়ে গেল। ইডেন গার্ডেন্সে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও রিঙ্কু রান পেয়েছিলেন। তারপর আচমকা রিঙ্কু হাজির হয়েছিলেন বেনারসে। শিবের দরবারে পুজো দিয়ে সাফল্যের প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর যে তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন, রিঙ্কুর পারফরমেন্সই বলে দিচ্ছে সেকথা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ঋষভ পন্থ (৩৮ বলে ৪২), আইডেন মার্করাম (২৭ বলে ৩১), আয়ুষ বাদোনিদের (১৯ বলে ২৪) লড়াইয়ের পরও ম্যাচ টাই।

সামির (৩৪/০) প্রথম ওভারেই বোঝা গিয়েছিল, একানা স্টেডিয়ামের বাইশ গজে বড় রানের ম্যাচ হচ্ছে না। পরে মহসিন খান (৪-১-২৩-৫) বল হাতে কামাল দেখালেন। ধারাবাহিকভাবে অফস্টাম্প লাইনে বল করে গতির হেরফের ঘটিয়ে, শর্ট বল করে নাইট ব্যাটিংয়ে নাভিশ্বাস তুলেছিলেন মহসিন। বলা হচ্ছিল, লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন করতে পারে কেকেআর। বাস্তবে একই দল ধরে রেখে চমক দিয়েছিলেন নাইটরা। ব্যাটারদের 'স্বাধীনতা' দিয়ে ব্যাট করতে নেমে ফের ব্যর্থ দুই ওপেনার অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (১৫ বলে ১০) ও টিম সেইফার্ট (০)। তিন নম্বরে নেমে লড়াই শুরুর পরই বিতর্কিত আউটে প্যাভিলিয়নে রঘুবংশী। ২৫.২০ কোটির গ্রিনও ফের ব্যর্থ। রোভমান পাওয়েলও (১) মহসিনের শর্ট বলে বোকা বনে গেলেন।

রঘুবংশীর আউট নিয়ে বিতর্ক

পাওয়ার প্লে-তে নাইটদের ৩১/৩ স্কোরের পরই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, রাহানেদের কপালে দুঃখ আছে। তাছাড়া চলতি আইপিএল মরশুমে দলের বেহাল বোলিংয়ের পাশে ব্যাটিংয়ের কঙ্কাল নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। তাছাড়া ফিট হয়ে দলে যোগ দেওয়ার পরও মাথিশা পাথিরানাকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। তেমনই বরুণ চক্রবর্তীকে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহারের জন্য মণীশ পান্ডেকে প্যাড পরিয়ে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্তও অবাক করার মতোই। যদিও নাইট সংসারের অনেক বিতর্ক আজ ঢেকে দিয়েছেন রিঙ্কু। তিনি দেখিয়েছেন, সতীর্থ ব্যাটারদের থেকে সাহায্য পেলে দলকে ভরসা দিতে তিনি তৈরি।

১৬ বছরে মন্থরতম অর্ধশতরান রুতুরাজের

চেন্নাইকে হারালেন ঘরের ছেলে সুদর্শন

চেন্নাই সুপার কিংস-১৫৮/৭
গুজরাট টাইটান্স-১৬২/২
(১৬.১ ওভারে)

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর বি সাই সুদর্শন। রবিবার চেন্নাইয়ে।

চেন্নাই, ২৬ এপ্রিল : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গত ম্যাচে শতরান করেছিলেন। কিন্তু গুজরাট টাইটান্স হেরেছিল। রবিবার অবশ্য খালি হাতে ফিরতে হল না চেন্নাইয়ের 'ঘরের ছেলে' বি সাই সুদর্শনকে। তাঁর অর্ধশতরানে চেন্নাইকে ৮ উইকেটে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল গুজরাট।

'তোমার দেখা নাই রে।' এবারের আইপিএলে এদিন অষ্টম ম্যাচ খেলে ফেলল সিএসকে। কিন্তু রবিবারও মাঠে নামলেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবার মাহিহীন চেন্নাইয়ের নতুন ভরসা হয়ে উঠেছেন সঞ্জু স্যামসন। 'এল ক্লাসিকো'-তে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে শতরান করে চেন্নাইয়ের জয়ের রাস্তা সুগম করেছিলেন। এদিন অবশ্য ১১-র বেশি এগোতে পারেননি ইয়োলো আর্মির আদরের 'চেট্টা।' তার মধ্যেও অবশ্য সিএসকে-র দুই 'অরিজিনাল গ্যাংস্টার'-ধোনি ও সুরেশ রায়না এবং লোকেশ রাহুলকে টপকে আইপিএলে দ্রুততম ৫ হাজার রান করার ক্ষেত্রে তিন নম্বরে উঠে এলেন সঞ্জু (৩৫৫৫ বলে)। এদিন বিশেষজ্ঞদের চমকে দিয়ে প্রসিধ কৃষ্ণাকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখেছিল গুজরাট। তারপরও চেন্নাইয়ের ব্যাটিং কখনোই কাগিসো রাবাদাদের (২৫/৩) সামনে খোলস ছেড়ে বেরোতে পারেনি। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৭৪ রান করলেন বটে, কিন্তু নিয়ে ফেললেন ৬০টি বল। রুতুরাজের অর্ধশতরান আসে ৪৯ বলে। যা আইপিএল গত ১৬ বছরে মন্থরতম হাফ সেঞ্চুরি। লোয়ার অর্ডারে শিবম দুবে (২২), জেমি ওভার্টন (১৮), কার্তিক শর্মাদের (১৫) চেষ্টায় চেন্নাই ১৫৮/৭ স্কোরে পৌঁছায়।

চেন্নাইয়ের মন্থর, ডাবল পেসড উইকেটে রানতাড়া সহজ ছিল না। শুরুতে কয়েকটা উইকেট পেয়ে গেলে ম্যাচে ফিরতেই পারত সিএসকে। কিন্তু শুভমান গিলকে (৩৩) নিয়ে ওপেনিংয়ে ৫৮ রান তুলে সেই সম্ভাবনা দূর করে দেন সুদর্শন (৪৬ বলে ৮৭)। শুভমান ফিরলেও জস বাটলারের (অপরাজিত ৩৯) সঙ্গে আরও ৫৮ রান যোগ করে তামিলনাড়ুর ছেলে সুদর্শন গুজরাটকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। বাকি কাজ সেরে ফেলেন বাটলার ও ওয়াশিংটন সুন্দর (অপরাজিত ১১)। গুজরাট ২৩ বল হাতে রেখে ১৬.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়।

গতকালের লুঙ্গি এনগিডির মতো ঘটনা এদিন চেন্নাইয়ের আকিল হোসেনের সঙ্গেও হতে পারত। অংশুল কম্বোজের বলে বাউন্ডারি লাইনে শুভমানের ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েন আকিল। মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। যদিও প্রাথমিক শুশ্রূষার পর মাঠে থাকতে সমস্যা হয়নি আকিলের।

তিন উইকেট নেওয়া কাগিসো রাবাদাকে অভিনন্দন শুভমান গিলদের।

সুপার ওভারের ক্যাচে তৈরি ছিলেন না রিঙ্কু

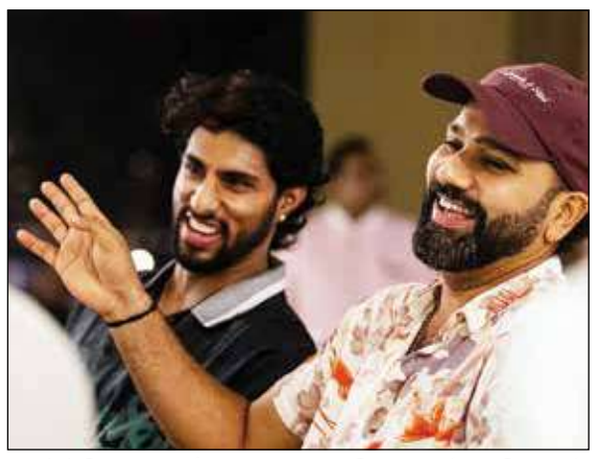

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে তিলক ভার্মা ও রোহিত শর্মা।

কেকেআর-কে জিতিয়ে রিঙ্কু সিংয়ের হুংকার।

লখনউ, ২৬ এপ্রিল : ৫১ বলে অপরাজিত ৮৩। কঠিন সময়ে দলকে ব্যাট হাতে ভরসা দেওয়া। পরে ফিল্ডিংয়ের সময় মোট পাঁচটি ক্যাচ।

এমন পারফরমেন্সের পর রিঙ্কু সিংয়ের নামের সঙ্গে 'সংকটমোচন' শব্দটা যোগ করে দিলে কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকরা বোধহয় আপত্তি করবেন না। রিঙ্কু নিজে অবশ্য তাঁর নাম পরিবর্তনে রাজি নন। তিনি রিঙ্কু হয়েই থাকতে চান। রাতের একানা স্টেডিয়ামে প্রায় একার হাতে নাইটদের সুপার ওভারে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেওয়ার পর ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে রিঙ্কু বলেছেন, 'আমার নামটা রিঙ্কুই থাকুক না। সঙ্গে আবার কিছু জুড়ে দেবেন না প্লিজ।'

কঠিন পিচ ছিল একানা স্টেডিয়ামের। ব্যাটারদের জন্য সাহায্য ছিল না। চার উইকেট পড়ার পর ব্যাট হাতে রিঙ্কু যখন নামেন, তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত উইকেটে থাকা। তিনি জানতেন শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলে রান হবেই। নাইটদের নয়া নবাব রিঙ্কুর কথায়, 'ব্যাট হাতে মাঠে নামার পর ম্যাচের পরিস্থিতি নিয়ে সবসময়ই ভাবনা চলে আমার মনে। বড় শট খেলা কঠিন হলে সিঙ্গলস নিয়ে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাই আমি। আজও তাই করেছি। শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে দলকে ভরসা দিতে পেরে ভালো লাগছে।'

রিঙ্কু শো পণ্ড হতে বসেছিল। ম্যাচ চলে গিয়েছিল সুপার ওভারে। সেখানেও তিনিই নায়ক। ব্যাট হাতে উইনিং শট মারার আগে বাউন্ডারিতে দুর্দান্ত ক্যাচও ধরেছেন। রোভমান পাওয়েল বাউন্ডারির বাইরে যাওয়ার আগে আচমকাই তাঁর দিকে ছুড়ে দেন বলটা। লুফে নিতে ভুল করেননি রিঙ্কু। তাঁর কথায়, 'ওই ক্যাচটার জন্য তৈরি ছিলাম না। ভেবেছিলাম রোভমানই ক্যাচটা নিয়ে নেবে। কিন্তু ওর ভাবনা ছিল ভিন্ন। ফিল্ডিং করতে ভালোবাসি। তাই আচমকা হলেও ক্যাচটা ধরে নিতে সমস্যা হয়নি।'

মানসিকতায় বদল এনেই সাফল্য : লোকেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল : বেঙ্গালুরুর ছেলে লোকেশ রাহুল। দিল্লির বিরাট কোহলি। সোমবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবেন তাঁরা। নামবেন নিজের নিজের শহরের বিরুদ্ধে। দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর যে দ্বৈরথে চোখ থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

২০১৮ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ছাড়ার পর তাদের বিরুদ্ধে ৭৮৯ রান করেছেন লোকেশ রাহুল। কোনও একটি দলের বিরুদ্ধে যা রাহুলের সর্বাধিক রান। ৮ দিন আগে আরসিবি-র বিরুদ্ধে জয়ের ম্যাচেও তিনি অর্ধশতরান করেছিলেন। একইসঙ্গে শেষ ম্যাচে ৬৭ বলে ১৫২ রান করে নিজের শহরের দলের মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি। তার আগে রাহুল খোলসা করেছেন আধুনিক টি২০ ক্রিকেটে জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন। তাঁর কথায়, 'টি২০ বিশ্বকাপে দেখলাম আমাদের তরুণ ব্যাটাররা প্রথম বল থেকেই ছক্কা মারছে। যেটা নিয়ে আমাকেও প্রচুর খাটতে হয়েছে। যাতে আমিও প্রথম বা দ্বিতীয় বল থেকেই আক্রমণে যেতে পারি।' রাহুল মানছেন মানসিকতাতেও আনতে হয়েছে পরিবর্তন। বলেছেন, 'একদিনের ক্রিকেটে আপনি ভাবতে পারেন যে, ঠিক আছে দুই ওভার দেখে খেলি। এরপর আক্রমণে যাব। কিন্তু বর্তমানে টি২০ ক্রিকেটে সেই সময়টুকু আপনি পাবেন না।' আরসিবি ৭ ম্যাচে ৫ জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, শেষ ৫ ম্যাচের ৪টিই হেরেছে দিল্লি। ৭ ম্যাচে ৩ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট।

সোমবার চলতি মরশুমে তাদের সেরা পেসার লুঙ্গি এনগিডিকে পাবে না দিল্লি। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচেই মাথায় চোট পেয়েছিলেন তিনি। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে জানানো হয়, এনগিডির অবস্থা স্থিতিশীল। বেঙ্গালুরু ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, চোটের কারণে বেঙ্গালুরুর ওপেনার ফিল সল্ট শেষ ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে খেলতে পরেননি। ব্যাটিং কোচ দীনেশ কার্তিক জানিয়েছেন, দিল্লি ম্যাচেও তাঁকে পাবে না দল। তবে দিল্লির মুখোমুখি হওয়ার আগে অধিনায়ক রজত পাতিদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডিকে। তাঁর কথায়, 'রজত সাজঘরে সবার সমীহ আদায় করে নিয়েছে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় শক্তি। চাপের মুখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

আরসিবি-র ম্যাচে ক্রিকেটপ্রেমীর যাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি আর কেউ নন-কোহলি। স্বপ্নের ফর্মে ছুটছেন চলতি আইপিএলে। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে রয়েছেন। রান করছেন ১৬৩.১৮ স্ট্রাইক রেটে। যা আইপিএলে তাঁর সবাধিক স্ট্রাইক রেট। তিনিও গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ৮১ রানের ইনিংস খেলে নিজের শহরে ফিরছেন। যেখানে তাঁর ৭টি অর্ধশতরান রয়েছে।

বিরাট নাকি রাহুল- নিজের শহরের দলকে হারিয়ে শেষ হাসি হাসবেন কে? সেদিকেই নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের।

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ফুরফুরে মেজাজে নয়াদিল্লিতে রজত পাতিদার।

রাহুল-বিরাট দ্বৈরথে শেষ হাসি কার?

পিছিয়ে পড়েও ড্র মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(অ্যাডিসন, হীরা)
স্পোর্টিং দিল্লি-২ (বাবোভচি-২)

গোল করে অ্যাডিসন সিং।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : দুইবার পিছিয়ে পড়েও ড্র। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আপফ্রন্টের ব্যর্থতায় ১ পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোলের দেখা পায়নি মহমেডান। উলটে ১৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তারা। বক্সের মধ্যে মহম্মদ আইমেনকে ফাউল করে দিল্লিকে পেনাল্টি উপহার দেন মহমেডান গোলকিপার পদম ছেত্রী। পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনও ভুল করেননি মাতিজা বাবোভিচ। ৪০ মিনিটে অবশ্য সেই গোলশোধ করে মহমেডান। দিল্লি গোলকিপার নোরা ফার্নান্ডেজকে কাটিয়ে ফাঁকা গোলে ফিনিশ করেন অ্যাডিসন সিং।

৫২ মিনিটে বাবোভিচের গোলে ফের লিড নেয় দিল্লি। ৬৫ মিনিটে সাকার ক্রস থেকে হেডে ফিনিশ করে দলকে সমতা ফেরান হীরা মণ্ডল। ৭৫ গোলরক্ষককে একা পেয়ে তার গায়ে বল মারেন লালথানকিমা। শেষদিকে দিল্লিকে চেপে ধরলেও কাজের কাজটি করতে পারেননি অ্যাডিসনরা। আপাতত টানা ৩ ম্যাচ ড্র করে ৩ পয়েন্ট পেয়েছেন তারা। কিন্তু অবনমন এড়াতে গেলে বাকি তিনটি ম্যাচের অন্তত দুটিতে জয় পেতেই হবে সাদা-কালো শিবিরকে।

মহমেডান স্পোর্টিং : পদম, হীরা, জুয়েল, দীনেশ, সাজ্জাদ, লালথানকিমা (রোচারজেলা), অমরজিৎ, মহিতোষ, সাকা, মাকান (ফারদিন) ও অ্যাডিসন।

কামিন্সেরও প্রিয় সূর্যবংশী

- খবর এগারোর পাতায়

যে কোনও পজিশনে খেলতে তৈরি অ্যান্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল : একঝলক দেখলে মনে হবে হলিউডের কোনও অভিনেতা। মুখে সবসময় হাসিটা লেগেই রয়েছে। সেই অ্যান্টন সোজবার্গই এখন অস্কার ব্রুজোঁর তুরুপের তাস।

ডেনমার্কের মতো ঠান্ডার দেশ থেকে এসেছিলেন। এদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে। অ্যান্টনের কথায়, 'ডেনমার্কের সঙ্গে ভারতের আবহাওয়ার পার্থক্য রয়েছে। ফলে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছে। কোচ ও সতীর্থরা সবসময় সাহায্য করেছে।' মূলত স্ট্রাইকার হলেও অস্কার তাঁকে নানা সময়ে নানা পজিশনে ব্যবহার করেছেন। কখনও মিডফিল্ডার আবার কখনও উইথড্রয়াল স্ট্রাইকার। বেশিরভাগ ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমেছেন। যদিও তা নিয়ে কোনও ক্ষোভ নয়। বরং দলের জয়ে ভূমিকা রাখতে পেরেই খুশি অ্যান্টন। তিনি বলেছেন, 'স্ট্রাইকার হিসেবে গোল করতে ভালো লাগে। তবে কোচ যেখানে খেলতে বলবেন সেখানেই খেলব। নিজেকে নিংড়ে দেব। প্রথম একাদশে থাকব কিনা কোচের ওপর নির্ভর করছে। খেলি কিংবা বেঞ্চে থাকি, দলের জয়টা আমার কাছে আসল।' দুই ম্যাচ সাসপেন্ড দলের হৃৎপিন্ড মিগুয়েল ফিগুয়েরো। তাঁর শাস্তি কমেছে বটে, কিন্তু সেটা শর্ত সাপেক্ষ। দুই ম্যাচ পর খেলতে নেমে মিগুয়েল যদি কোনও খারাপ আচরণ করেন, তাহলে ফের তাঁকে এক ম্যাচ নিবাসিত করা হবে। অর্থাৎ মাঠে ফেরার পরে শাস্তির খাঁড়া কিন্তু ঝুলবে তাঁর কপালে। মিগুয়েলের অনুপস্থিতিতে হয়ত প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন সোজবার্গ। কিন্তু

মিগুয়েলকে ছাড়াই গোয়ায় ইস্টবেঙ্গল

তিনি নিজেও জানেন ব্রাজিলিয়ান তারকা দলের জন্য কতটা অপরিহার্য। তাই সোজবার্গ বলেছেন, 'মিগুয়েলের অভাব পূরণ করা খুব কঠিন। ওর অনুপস্থিতিতে আমাদের আরও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

রবিবার মিগুয়েলকে ছাড়াই গোয়া গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ওখানে পৌঁছানোর পর কোনও অনুশীলন করেনি তারা। সোমবার সকালে ওডিশা এফসি ম্যাচের জন্য শেষ দফার প্রস্তুতি সারবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

সেমিতে বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল : সিএবি-র অজয় ঘোষ ট্রফি ক্রিকেটে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। রবিবার কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে তাদের ১১৭ রানে হারিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। টসে জিতে কলকাতা ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২১ রান করে। ওপেনিং জুটিতেই তাদের সৌম্যজিৎ মণ্ডল (৯৬) ও রোহিত প্রধান (৫৬) ২৪ ওভারে ১৫৫ রান তুলে দেন। পরে অনিকেত বিশ্বাস করেন ৫৫ রান। এনবিইউয়ের অধিনায়ক ভাস্কর রায় ৪৫ ও স্বদেশ রায় ৫৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। হৃষীকেশ সরকার ২ উইকেট নিলেও ৮৬ রান দিয়েছেন। জবাবে এনবিইউ ৩৮.৩ ওভারে অল আউট হয় ২০৪ রানে। মুজাম্মিল রাজা রহমান ৪৭, শুভঙ্কর পুরোকায়স্থ ৪৪, ভাস্কর ৪৩ ও রজত নাগ ৩৯ রান করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা অনুকূল হালদার - কে 30.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 38D 45104 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে জীবনের একটি সহজ পদক্ষেপ সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে দেয়। কোনো কঠিন প্রক্রিয়া ছাড়াই এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতাটা এক অপার আনন্দের বিষয়। এমন একটি চমৎকার প্রকল্পের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।